৩য় বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগষ্ট ২০০০

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ৯৬৪

৩য় বর্ষঃ	১১তম সংখ্যা
রবী'উল ছানী ও জুমাদাঃ উঃ	১৪২১ হিঃ
শ্রাবণ ও ভাদ্র	১৪০৭ বাং
আগস্ট	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাঁপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - মানবজাতির ভাঙনচিত্র (২য় কিস্তি) ০৯
    -ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - সার্বজনীন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ১২
    -সিরাজুল ইসলাম
  - ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কতিপয় সুপারিশ ১৫
    -আহমাদ শরীফ
  - ডঃ ইসলামুল হকঃ খসে গেল এক তারকা ১৬
    -শেখ দরবার আলম
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ (৩য় কিস্তি) ১৮
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- অর্থনীতির পাতাঃ
  - ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা ১৯
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
  - আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডঃ অহীভিত্তিক সমাজ গঠনের এক দৃপ্ত কাফেলা ২৩
    -মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
- নবীনদের পাতা
  - ছবি ও মূর্তি *-শেখ আব্দুছ ছামাদ* ২৫
- সাক্ষাৎকারঃ
  মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হজ্জব্রত পালন ২৮
- চিকিৎসা জগৎ ২৯
  যক্ষ্মা *-ডাঃ এ,টি,এম, হোসাইন*
  ডেঙ্গু জ্বরের আতঙ্কঃ আমাদের করণীয়
- হাদীছের গল্পঃ
  - মুমিনের কারামাত *-শিহাবুদ্দীন সুন্নী* ৩১
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
  - স্বপ্ন থেকে আত্মোপলব্দি -মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর ৩৩
- কবিতা ৩৪
  ০ ছাপোষা মাষ্টার ০ অহি-র বিধান ০ দ্বীনের ইলম চাই
- সোনামণিদের পাতা ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- জনমত কলাম ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গুজ্বরঃ আসুন! অন্যায় থেকে তওবা করি ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিই

মানুষের পাপ যত বৃদ্ধি পাবে, ততই নতুন নতুন গযব নাযিল হবে। পাপের প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন হচ্ছে, গযবের প্রকৃতিও তেমনি পরিবর্তিত হচ্ছে। এক সময় ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর এদেশের আতংক ছিল। ওলাউঠা, গুটি বসন্ত, টিবি ইত্যাদির পরে আসলো 'ক্যান্সার'। তারপর বর্তমান শতাব্দীর বিশ্বকাঁপানো মরণব্যাধি এইডস-এর আক্রমণ শুরু হ'ল। এখন আবার আসলো ডেঙ্গু জ্বর। গযবের পর গযব। এ সবই আসে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বপালক আল্লাহ্র নির্দেশে (হাদীদ ২২-২৩) তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে বাধ্য করার জন্য ও তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কথা, মৃত্যুর কথা ও জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য (তওবা ৭৪)। সমাজের বিশেষ করে উঁচু স্তরের নেতৃবৃন্দ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে এবং যখন তাদের ফিসক্ব ও ফুজূরী সীমা ছড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়, তখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ধরনের গযব চলে আসে (ইসরা ১৬) বিশ্ব পরিচালনায় স্থিতি আনার জন্য (রূম ৪১)। এটাই আল্লাহ্র চিরস্থায়ী নীতিমালা (ফাত্বির ৪২-৪৫)। এই নীতিমালার আলোকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের গযব আসে। কখনও আসে সামাজিক ফিৎনা ও অশান্তির আকারে, কখনো আসে প্রাকৃতিক গযব আকারে (নূর ৬৩)। বিগত উম্মতগুলির মিথ্যাবাদিতার কারণে তাদের উপর একই নিয়মে গযব এসেছে ও তারা ধ্বংস হয়েছে (মুমিন ৮৫)। নূহ (আঃ)-এর কওমের উপরে মহাপ্লাবণের শাস্তি, আ'দ (আঃ)-এর কওমের উপরে ৮দিনের প্রবল ঝড়ে নিশ্চিহ্ন করার শাস্তি, লূত্ব (আঃ)-এর সমকামী কওমের উপরে জনপদ উল্টে দিয়ে ধ্বংস করার শাস্তি, ক্ষমতাগর্বী ফেরাঊনকে সদলবলে নদীতে ডুবিয়ে মারার শাস্তি, অহংকারী নমরূদকে মশার আক্রমনে ধ্বংস করার শাস্তি, উচ্চাভিলাষী আবরাহা বাহিনীকে পাখির ঠোঁট দিয়ে নিক্ষিপ্ত কংকর দ্বারা নিশ্চিহ্ন করার শাস্তি প্রভৃতি আমাদের উপদেশ হাছিলের জন্য এখন ইতিহাসের অমর সাক্ষ্য হিসাবে মওজুদ আছে (আন'আম ৪২, নাহল ৩৬, যুখরুফ ২৫)।

১৭৭৯ সালে মিসর ও জাভা (ইন্দোনেশিয়া)-তে প্রথম ডেঙ্গুজ্বরের মহামারী ঘটে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ডেঙ্গু মহামারী আকারে প্রথম দেখা দেয় ১৭৮০ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে। অতঃপর উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে ডেঙ্গুজ্বরের মহামারী ঘটে আমেরিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়াতে। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারেবিয়ান সাগরের কিছু কিছু দ্বীপেও ডেঙ্গুর সন্ধান মেলে। তবে এইসব ডেঙ্গু প্রাণঘাতি ছিল না। পরবর্তীতে হেমোরেজিক বা রক্তক্ষরণজনিত প্রাণঘাতি ডেঙ্গুজ্বর (DHF) মহামারী আকারে প্রথম ঘটে ১৯২২ সালে আমেরিকার টেক্সাস ও লুসিয়ানা নগরীতে। ১৯৫৬ সালে ফিলিপাইনের শিশুদের মারাত্মক আকারে হেমোরেজিক ডেঙ্গু দেখা দেয়। ১৯৮১ সালে কিউবাতে এবং ১৯৮৯ সালে ভেনেজুয়েলাতে এই জ্বর মহামারী আকারে দেখা দেয়। তবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফেভার সবচেয়ে বেশী হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে ১৯৮১ থেকে '৮৬ পর্যন্ত এই রোগে এই অঞ্চলে আক্রান্ত হয়েছে ৭ লাখ ৯৬ হাযার ৩৮৬ জন এবং মারা গেছে ৯ হাযার ৭৭৪ জন। ১৯৯৭ সালে নয়াদিল্লীতে ডেঙ্গুজ্বর ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। যাতে ৩০ হাযার লোক আক্রান্ত হয় এবং সহস্রাধিক লোক মারা যায়।

১৯৬৪ সালে ঢাকায় প্রথম ডেঙ্গুজ্বর দেখা দেয়। অতঃপর ১৯৭৭-৭৮ সালে পুনরায় দেখা দেয়। তবে এগুলি ছিল সামান্য আকারে। তখন একে 'ঢাকা ফেভার' বলা হ'ত। অতঃপর ১৯৯৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে যখন ঢাকায় হঠাৎ করে ডেঙ্গুজ্বরে দুই তরুণ মারা গেল, তখন সকলের টনক নড়ল। ঢাকা মহানগরীকে ২৩টি জোনে ভাগ করে ২১টিতেই ডেঙ্গু স্ত্রী জাতীয় এডিস মশার উপস্থিতি পাওয়া গেল। এরপরে ১৯৯৮ সালের জুলাই-আগস্টে ভয়াবহ বন্যার পরপরই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হ'ল। অতঃপর ২০০০ সালের জুন মাস থেকে ডেঙ্গু এখন মহামারী আকারে ঢাকা মহানগরীকে গ্রাস করেছে। সেই সাথে সারা দেশে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। ২রা আগস্ট পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে পাঁচ শতাধিক। দৈনিক এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এ গযব আল্লাহ্র হুকুমে এসেছে আমাদের হুঁশিয়ার করার জন্য। এক্ষণে যদি আমরা হুঁশিয়ার হই ও অবিরত ধারায় কৃত পাপসমূহ থেকে তওবা করি, অনুতপ্ত হই ও আমাদের কর্ম সংশোধন করি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ তিনি এ গযব সত্বর উঠিয়ে নেবেন (আন'আম ৫৪)। আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ঠিক নয় (যুমার ৫৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ এমন কোন রোগ নাযিল করেন না, যার ঔষধ নাযিল করেন না' (বুখারী)। অতএব এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ডেঙ্গুজ্বরের ঔষধ আল্লাহ অবশ্যই নাযিল করেছেন। আমাদের তা খুঁজে নিতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একাজে গভীর গবেষণায় লিপ্ত হ'তে হবে। ইতিমধ্যে থাইল্যাণ্ডে ডেঙ্গু ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হয়েছে। যা দু'বছরের মধ্যে বাজারজাত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। হোমিওপ্যাথিতে এর অব্যর্থ মহৌষধ আছে বলে দাবী করা হচ্ছে। অতএব এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে মশক নিধন ও মশকের বংশ বিস্তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিশেষে আসুন! আত্মসমালোচনা করি। আত্মসংশোধনের সাথে সাথে সমাজ সংশোধনে ব্রতী হই। আল্লাহ্র দেওয়া প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করি। প্রাণঘাতি ডেঙ্গুজ্বরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সরকারী-বেসরকারী সকল প্রকারের চেষ্টা সমন্বিত করি এবং এই গযব উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। আল্লাহ তুমি তোমার অসহায় বান্দাদের গুনাহ-খাতা মাফ কর ও আমাদের তওবা কবুল কর। হে আল্লাহ তোমার দুর্বল বান্দাদের উপর থেকে এই কঠিন গযব উঠিয়ে নাও- আমীন! ইয়া রব্বাল আ-লামীন!! (স.স.)।

দরসে কুরআন

জাহান্নামের বিবরণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۞ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۞ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْيَنْتَصِرُوْنَ ۞ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۞ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۞ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۞ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۞ فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ۞ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۞ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

১. অনুবাদঃ (যেদিন) বিপথগামীদের জন্য জাহান্নাম উন্মোচিত করা হবে (শো'আরা ৯১) এবং তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায় যাদেরকে তোমরা পূজা করতে (৯২) আল্লাহকে ছেড়ে? তারা কি আজ তোমাদের সাহায্য করতে পারে বা কোন প্রতিশোধ নিতে পারে? (৯৩) অতঃপর তারা ও অন্যান্য বিপথগামীরা দলবদ্ধভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে অধোবদনে (৯৪) এবং ইবলীসের সেনাদল সকলে (৯৫) তারা সেখানে গিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বলবেঃ (৯৬) আল্লাহ্র কসম! আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম (৯৭) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বপালক (আল্লাহ্র) সমতুল্য গণ্য করতাম (৯৮) পাপিষ্ঠ লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল (৯৯) ফলে আজ আর আমাদের জন্য কোন সুফারিশকারী নেই (১০০) নেই কোন সহৃদয় বন্ধু (১০১) যদি একবার পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম, তাহ'লে অবশ্যই ঈমানদারদের দলভুক্ত হ'তাম (১০২)। নিশ্চয়ই (এই ঘটনায়) নিদর্শন রয়েছে (জ্ঞানীদের জন্য)। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তাদের অধিকাংশ মুমিন নয় (যদিও তারা মুখে দাবী করে)। (১০৩) আপনার প্রভু পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু (১০৪)।

২. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত আয়াত সমূহে জাহান্নাম ও জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি এটাই যে, কাহিনী বা প্রবন্ধের আকারে একটি বিষয়ের সব সথা এক স্থানে বলা হয় না। বরং স্থান কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন বিষয় প্রয়োজন মাফিক বর্ণিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, বান্দা যেন সমস্ত কুরআন পাঠের প্রতি আগ্রহী হয় ও সেই সাথে কুরআনের অন্যান্য বিধানসমূহ অবগত হয়। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে আমরা প্রথমে জাহান্নামের বিবরণ পেশ করতে চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

তবে প্রথমে বলে রাখা ভাল যে, 'জান্নাত, জাহান্নাম ও তার ভিতরকার সবকিছু বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে। যা আমাদের পরিচিত এই পৃথিবী নামক গ্রহের বাইরে আমাদের জাগতিক জ্ঞান ও লোকচক্ষুর অন্তরালে রক্ষিত আছে। যার প্রকৃত অবস্থা মি'রাজের সফরে আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। কবরবাসীগণ জান্নাতের সুগন্ধি বা জাহান্নামের উত্তাপ কবরেই প্রাপ্ত হবে। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে স্ব স্ব ঠিকানা দেখানো হবে। ক্বিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টি ধ্বংস হবে। কিন্তু জান্নাত, জাহান্নাম ও তার ভিতরকার বস্তুসমূহ অক্ষত থাকবে'।[১]

আধুনিক বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের যেসব গ্রহের সন্ধান দিচ্ছে, যা আমাদের নিকট প্রতিবেশী সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় ও বহুগুণ বেশী অগ্নিগর্ভ বলে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করছেন। আবার এমন কিছু গ্রহের নমুনা তাঁরা পাচ্ছেন, যা জ্যোতিস্নাত ও স্নিগ্ধ আলোক সম্ভারে বিভাসিত। জানিনা এগুলির মধ্যে মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখা জান্নাত ও জাহান্নামের ইঙ্গিত রয়েছে কি-না।

আমরা মনে করি বিজ্ঞানের ধর্ম যদি সত্যোদঘাটন হয়, তবে হয়তবা একদিন না একদিন কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আলৌকিক বিষয়সমূহ লৌকিক সত্য হিসাবে মানবজাতির সম্মুখে পরিস্ফুট হবে। সেদিনের বোরাক্ব বা বিদ্যুতের বাহনে চড়ে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সৌরজগত পেরিয়ে সপ্ত আসমান পাড়ি দিয়ে সরাসরি জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করে এসেছেন। ১৪০০ বছরের ব্যবধানে আজ বিজ্ঞানী মানুষ রকেটে চড়ে গ্রহ

১. *'আহলেহাদীছ আন্দোলন'* (ডক্টরেট থিসিস), পৃঃ ১০৬-৭ *'আক্বীদা'* অধ্যায়।

হ'তে গ্রহান্তরে যাবার বাস্তব প্রক্রিয়া শুরু করেছে। একদিন কা'বা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে দু'দিকে দু'টুকরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।[২] সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী যারা একে জাদু মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিল, তারা 'কাফের' হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। আর যারা বিশ্বাস করেছিল, তারা 'মুমিন' হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হয়েছিল। কিন্তু না, সেদিনের সেই বিশ্বাসগত সত্য আজ স্বচক্ষে বাস্তবে দেখে আসলেন চন্দ্র বিজয়ী আমেরিকান নভোচারী নেইল আর্মষ্ট্রং ও এডুইন অলড্রিন ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই চাঁদের বুকে নেমে। তাঁরা দ্বিখণ্ডিত চন্দ্রের প্রলম্বিত ছবি নিয়ে এলেন। দেখলেন তাঁরা। দেখল বিশ্ববাসী। তবুও কি খৃষ্টান জগত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান এনেছে? তারা কি তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করে মুসলমান হয়েছে?[৩] উল্লেখ্য যে, খৃষ্টান জগতের ভয়ে তখন প্রকাশ না করলেও কয়েক বৎসর পূর্বে নেইল আর্মস্ট্রং দ্বিখণ্ডিত চন্দ্র অবলোকনের কথা ও নিজের ঈমানের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

অতএব আজ সবচেয়ে বড় বিষয় হ'ল ঈমান। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে ঈমান স্থাপন করাই হবে আমাদের বড় কর্তব্য। অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদী পণ্ডিতেরা কল্পনার ঘোড়া দৌড়াতে থাকুন, আর আমরা সরল বিশ্বাস ও আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে থাকি। আমাদের বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ একদিন অবশ্যই বাস্তবতা লাভ করবে। কিন্তু তখন হয়ত আমরা এজগতে থাকব না। তবে এটা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান মিথ্যা হ'তে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত অহি-র কালামে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

প্রিয় পাঠকের প্রতি অনুরোধ থাকবেঃ কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখেরাত বিষয়ের বর্ণনাগুলিকে নিজেদের পার্থিব জীবন ও লৌকিক জ্ঞানের উপরে অনুমান করবেন না। কেননা মানব জীবনের চারটি স্তরের প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি থেকে পৃথক। আপনি কি আপনার মায়ের গর্ভের ১০ মাস ১০ দিনের জীবনের সাথে আপনার বর্তমান জীবনের তুলনা করতে পারবেন? অনুরূপভাবে আপনার ভবিষ্যৎ কবরের জীবন ও তার পরে আখেরাতের জীবনকে দুনিয়াবী জীবনের উপরে তুলনা করা ভুল হবে। যদি করেন, তাহ'লে অবিশ্বাসী কাফির বা মুশরিক হয়ে মৃত্যু বরণ করার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

অতএব আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহের উপরে নিখাদ ও নিরেট বিশ্বাস রেখে জাহান্নামের ও জাহান্নামবাসী ভাই-বোনেদের মর্মান্তিক আযাবের বিবরণ শ্রবণ করি।

(১) জাহান্নামের পরিচয়

এটি হ'ল অহংকারী ও পাপীদের মর্মান্তিক আবাসস্থল। চূড়ান্ত দুঃখ, ধিক্কার ও অনুতাপস্থল। আল্লাহ কর্তৃক ধৃত বান্দার সকল প্রকার অন্যায় ও গোনাহের প্রতিকারস্থল। যুগ যুগ ধরে দগ্ধীভূত চূড়ান্ত দাহিকাশক্তি সম্পন্ন ভয়ংকর আগুনের লেলিহান বহ্নি শিখা জাহান্নাম গহ্বরে পাপী মানুষকে জড়িয়ে ধরবে উপর-নীচ, ডাইন-বাম সকল দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে। পার্থিব আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ উত্তাপ সম্পন্ন এই অগ্নিগর্ভ মহা হুতাশন জাহান্নামকে (হাশরের ময়দানে) ৭০ হাযার লাগাম দিয়ে টেনে আনা হবে। প্রতিটি লাগাম ৭০ হাযার ফেরেশতা টানতে থাকবেন।[৪]

(২) আযাবের প্রকৃতি

জাহান্নামবাসীদেরকে উপর-নীচ সবদিক দিয়ে আগুনে ঘিরে ধরবে (যুমার ১৬, আম্বিয়া ৩৯)। জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের গোশত, শিরা-উপশিরা, কলিজা, চামড়া সবকিছু খেয়ে নিবে। অতঃপর নতুন সৃষ্টি করা হবে। এমনিভাবে তারা মরবেও না জীবিতও থাকবে না (মুদ্দাছছির ২৮, মা'আরেজ ১৬)। জাহান্নামীদের মধ্যে এমন লোক হবে যে, আগুন তাদের পায়ের টাখ্নু পর্যন্ত পৌঁছবে। কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত ও কারু ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছবে'।[৫] জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের দু'টি ফিতাসহ দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেমন গনগনে তাম্র পাত্র আগুনে ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে যে, তার চেয়ে কঠিন আযাব কারো হচ্ছে না। অথচ সেটাই হবে সর্বাপেক্ষা হাল্কা আযাব।[৬]

উল্লেখ্য যে, জাহান্নামে সর্বাপেক্ষা হাল্কা শাস্তি হবে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালিবের। তার দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে মাত্র। তাতেই তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে'।[৭] ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হ'তে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে তুলে আনা হবে এবং বলা হবে, হে আদম সন্তান!

২. *মুসলিম হা/২৮০০-৩০।*

৩. *চাঁদে যেতে না পারলেও চন্দ্র বিজয়ী বীর নেইল আর্মষ্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডুইন অলড্রিন-কে ১৯৬৯ সালের ৩০ শে অক্টোবরে ঢাকা তেজগাঁও বিমান বন্দরে অতি নিকট থেকে দেখার ও তাদের কথা শোনার সৌভাগ্য দীন লেখকের হয়েছে।*

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৫-৬৬।*

৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৭১।*

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৭।*

৭. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৬৮।*

তুমি কি কখনো সুখ-সম্পদে ছিলে? সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! কখনোই না, হে প্রভু! অতঃপর জান্নাতীদের মধ্য হ'তে দুনিয়ার সর্বাধিক কষ্ট ভোগকারী ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। তাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে বের করে আনা হবে এবং বলা হবে যে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ছিলে? সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! কখনোই না, হে প্রভু! আমি কখনই কষ্টে পতিত হইনি এবং কখনই কোন কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হইনি'।[৮] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জাহান্নামের আযাব স্পর্শ করতেই মানুষ যেমন দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তির কথা ভুলে যাবে, তেমনি মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুছীবতের কথা বিস্মৃত হবে। মোট কথা জাহান্নামের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার দুঃখ-বেদনা কিছুই নয়।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ডেকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমান সম্পদ তোমাকে দেওয়া হয়, তাহ'লে তার বিনিময়ে কি তুমি এই সহজতর হালকা আযাব থেকে মুক্তি পেতে চাইবে? সে বলবেঃ হাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, আদমের ঔরসে থাকাকালে তোমাকে আমি এর চেয়ে সহজতর বিষয়ে হুকুম দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছিলে ও আমার সাথে অন্যকে শরীক করেছিলে'।[৯] এখানে 'আদমের ঔরস' বলতে আল্লাহ পাক আদম সন্তানের নিকট থেকে সৃষ্টির শুরুতে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই'? বলে যে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।[১০] সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই দিন বনু-আদমের ওয়াদা-অঙ্গীকার নেওয়ার পরে পুনরায় তাদেরকে আদমের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করানো হয়। অতঃপর যুগ পরম্পরায় স্ব স্ব পিতার ঔরস হ'তে দুনিয়ায় এসে তারা সেই ওয়াদা ভুলে গিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহ প্রেরিত বিধানের সাথে অন্যকে শরীক করে ও একনিষ্ঠ তাওহীদ বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যায়।

(৩) জাহান্নামের গভীরতা

আবু হুরায়রা ও ওৎবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি বড় পাথর খণ্ডের দিকে ইশারা করে বলেন যে, যদি ঐ পাথরটি জাহান্নামের কিনারা দিয়ে তার ভিতরে নিক্ষেপ করা যায়, তবে ৭০ বছরেও সে তলা পাবেনা। অথচ আল্লাহ অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন'।[১১] আল্লাহ সেদিন জাহান্নামকে ডেকে বলবেন, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে আরও কি আছে? *(ক্বাফ ৩০)*। অবশেষে আল্লাহ জাহান্নামে স্বীয় পা সমর্পণ করবেন। তখন তার একাংশ আর এক অংশের সাথে মিলে যাবে ও বলবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[১২]

(৪) জাহান্নামীদের পোষাক

তারা (পায়ে) শিকল ও গলায় বেড়ী পরিহিত হবে *(রা'দ ৫, দাহর ৪)*। আল্লাহ বলেন, তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শিকলে আবদ্ধ দেখতে পাবে। তাদের পোষাক হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে *(ইবরাহীম ৪৯-৫০)*। ঐদিন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে এই বলে যে, 'ধর ওকে, গলায় বেড়ী পরাও! অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অতঃপর ওকে শৃংখলিত কর ৭০ হাত লম্বা শিকলে' *(হা-ক্বাহ ৩০-৩৩)*।

(৫) জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়

আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই পাপীদের খাদ্য হবে যাক্কূম বৃক্ষ। গলিত তাম্রের মত যা পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন করে থাকে ফুটন্ত পানি। (বলা হবে যে,) ওকে ধর ও টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথায় ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। (তাকে বলা হবে) স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি তো (দুনিয়াতে ছিলে) পরাক্রমশালী ও সম্ভ্রান্ত। নিশ্চয়ই এটাতো সেটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে' *(দুখান ৪৩-৫০)*। 'যাক্কূম বৃক্ষ উদ্গত হবে জাহান্নামের মূল থেকে। এর গুচ্ছ হবে শয়তানের মস্তকের মত। কাফেররা একে ভক্ষণ করবে ও এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। উপরন্তু তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ' *(ছাফফাত ৬৪-৬৭)*। 'যা পান করবে তারা পিপাসিত উটের ন্যায়। বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৫-৫৬)*।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আলে ইমরানের ১০২ আয়াত তেলাওয়াত করেন 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথার্থ ভয় এবং তোমরা অবশ্য অবশ্য মরোনা সত্যিকারের মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী না হ'য়ে'। অতঃপর তিনি বললেন, যদি যাক্কূম বৃক্ষরসের একটি ফোঁটা এই দুনিয়াতে পড়ে, তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবন ধারণের উপকরণ সমূহ বিনষ্ট হ'য়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকদের অবস্থা কেমন হবে, যাদের এটা খাদ্য হবে?[১৩] আল্লাহ বলেন, তাকে জাহান্নামের পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। সে ঢোক গিলে গিলে তা পান করবে। অথচ ভিতরে প্রবেশ করাতে পারবে না। চারদিক থেকে তার নিকটে মৃত্যু আগমন করবে। অথচ সে মরবে না...' *(ইবরাহীম ১৬-১৭)*।

---

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৯।*
৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৭০।*
১০. *আ'রাফ ১৭২; আহমাদ, মিশকাত হা/১২১।*
১১. *মুসলিম, আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ১১৬-১৭।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৯৫।*
১৩. *তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৬৮৩।*

'যালেমদেরকে অগ্নি পরিবেষ্টন করে রাখবে। তারা যদি পানি প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় সেটা... *(কাহফ ২৯)*। ...'জাহান্নামে তারা অনন্তকাল থাকবে ও তাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে' *(মুহাম্মাদ ১৫)*। আল্লাহ বলেনঃ যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোষাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপরে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটের ভিতরকার সবকিছু এবং দেহের চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। এছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে লোহার হাতুড়ী। যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ট হ'য়ে জাহান্নাম থেকে বের হ'তে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে, আগুনের দহন জ্বালা আস্বাদন কর' *(হজ্জ ১৯-২২)*।

(৬) জাহান্নামের স্তর

ইমাম কুরতুবী বলেন, জাহান্নামের ৭টি স্তর রয়েছে। যথাঃ জাহান্নাম, লাযা, হুত্বামাহ, সা'ঈর, সাক্বার, জাহীম, হাভিয়াহ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হ'ল জাহান্নাম ও সর্বনিম্ন হ'ল হাভিয়াহ। তবে হাভিয়াহ ব্যতীত উপরের সবগুলিকে একত্রে প্রথম স্তর বা উপরের স্তর বলা হয়।[১৪] যদিও সবগুলিকেই একত্রে 'জাহান্নাম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্তরেই রয়েছে কঠোরতর শাস্তি। তবে সর্বাধিক ও কঠোরতম আযাব হবে 'হাভিয়াহ' দোযখের বাসিন্দাদের। জাহান্নামের এই সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে খালেছ মুনাফিকগণ। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا – 'নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তুমি কখনোই তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ১৪৫)*। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা হবে আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীগণ। যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন করেছিল তাদের অনিষ্টকারিতা, খেয়ানত ও ধোকাবাজির মাধ্যমে।[১৫] কুরতুবী বলেন যে, আরবদের পরিভাষায় ঊর্ধমুখী স্তরকে 'দরজা' (الدرجة) ও নিম্নমুখী স্তরকে 'দারক' (الدرك) বলা হয়। এখানে নিম্নস্তর হিসাবে 'দারক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অতঃপর الدرك الأسفل। বা 'সর্বনিম্ন স্তর' সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, সেখানে অনেক ঘর রয়েছে, যাতে দরজা সমূহ রয়েছে। যেখানে (মুনাফিকদের প্রবেশ করিয়ে) বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর তার নীচ ও উপর থেকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, সেখানে অনেকগুলি লোহার সিন্দুক রয়েছে। সেগুলিতে তাদের বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। সেগুলির তালা খোলার কোন পথ তারা খুঁজে পাবে না।[১৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব হবে তিন প্রকার লোকের।১- মুনাফিকদের ২- মায়েদার সাথীদের ৩- ফেরাঊনের সাথীবর্গের। মুনাফিকদের সম্পর্কে উপরে সূরায়ে নিসা ১৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে। তবে যেসব মুনাফিক ৪টি কাজ করবে, তারা মুক্তি পাবে। যথাঃ (ক) তওবা করবে (খ) আচরণ সংশোধন করবে (গ) আল্লাহকে কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরবে (ঘ) আল্লাহ্র জন্য তাদের আনুগত্যকে খালেছ করবে। আল্লাহ বলেন, তাদেরকে মুমিনদের সাথে রাখা হবে এবং মহা পুরস্কারে ভূষিত করা হবে' *(নিসা ১৪৬)*।

দ্বিতীয় দলটি হ'ল 'আছহাবে মায়েদাহ' (দস্তারখান ওয়ালা গণ)। যারা তাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে তাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যসহ দস্তারখান নামিয়ে আনার দাবী করেছিল। আল্লাহ তাদের দাবীর জবাবে বলেছিলেন, হে আমার নবীর সাথীবর্গ! তোমাদের দাবী অনুযায়ী আমি খাদ্য প্রেরণ করব ও তোমাদের খাওয়াবো। কিন্তু যে ব্যক্তি এর পরেও কুফরী করবে ও আমার নবী ঈসা (আঃ)-কে ইনকার করবে। আমি তাকে এমন আযাব দেব, যেমন আযাব বিশ্বচরাচরে কাউকে দেইনি' *(মায়েদাহ ১১৫)*। অতঃপর তাদের জন্য দস্তরখান প্রেরণ করা হয়। তারা পরিতৃপ্ত হয়ে খানাপিনা করে। তারপর যথারীতি তারা কুফরী করে। তখন দুনিয়াবী শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেন'।[১৭] বস্তুতঃ এধরনের শাস্তি এযাবত কোন উম্মত ভোগ করেনি।

তৃতীয় দলটি হ'ল ফেরাউনের সাথীবর্গ। ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, এদের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ।[১৮] কুরতুবী আওযাঈ (রহঃ) থেকে ছয় লাখের অনেক বেশী বর্ণনা করেছেন। *(১৫/৩১৯-২০)*। এরা মূসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করে তাঁকে ও তাঁর গোত্র বনু ইস্রাঈলকে সমূলে উৎখাত করার জন্য পিছু নিয়েছিল। ফলে আল্লাহ্র হুকুমে তারা নীলনদে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুনিয়াবী এই শাস্তি ছাড়াও আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কুরতুবী বলেন, এই শাস্তি 'হাভিয়াহ' নামক সর্বনিম্ন দোযখে প্রদান করা হবে (ঐ, তাফসীর ১৫/৩১৯)।

১৪. *তাফসীরে কুরতুবী ৫/৪২৫, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৫২৯।*
১৫. *তাফসীর ইবনে আব্বাস পৃঃ ১০১।*
১৬. *তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৫৮৩; ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম বর্ণিত উপরোক্ত আছারগুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইবনু কাছীর কিছু বলেননি। -লেখক।*
১৭. তাফসীরে ইবনে জারীর ৭/৮৮, কুরতুবী ৬/৩৪৮-৪৯; ইবনে কাছীর ২/১২০।
১৮. *৪/৮৯ পৃঃ; তাফসীর সূরা মু'মিন ৪৬ আয়াত।*

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীর মুনাফিকদেরকে একই 'হাভিয়াহ' দোযখে রাখা হবে। অথচ কাফির-মুশরিকদের স্থান হবে তাদের চেয়ে এক স্তর উপরে। আল্লাহ আমাদেরকে নিফাক্ব ও তার কঠিন আযাব হ'তে রক্ষা করুন- আমীন!

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, ক্বিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে ঝুলে থাকবে। আর ঐ লোকটি তার নাড়ি-ভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা ঘানিগাছের চারিদিকে ঘুরে থাকে। তখন দোযখবাসীগণ তার নিকটে জমা হয়ে বলবেঃ হে অমুক! তোমার এ দশা কেন? তুমি না আমাদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দিতে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? লোকটি তা স্বীকার করবে ও বলবেঃ আমি ভাল কাজের নির্দেশ দিতাম। কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করতাম। কিন্তু নিজেই সেকাজ করতাম'।[১৯] ঐ দিন আল্লাহ সর্বসমক্ষে কাফির ও মুনাফিকদের ডেকে বলবেন, এই সব লোকেরা তাদের প্রভুর উপরে মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান! আল্লাহ্র অভিসম্পত হ'ল যালেমদের উপরে'।[২০]

উল্লেখ্য যে, জাহান্নামের স্তর সম্পর্কে হাদীছে স্পষ্টভাবে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইমাম কুরতুবী বা অন্য কোন মুফাসসির এ বিষয়ে কোন দলীল বর্ণনা করেননি। তবে উক্ত নামগুলি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নিসা ১৪৫ আয়াতে 'মুনাফিকদের স্থান দোযখের সর্ব নিম্নস্তরে হবে' একথা থেকে জাহান্নামের উপর-নীচ স্তর বুঝা যায়। আর সম্ভবতঃ একারণেই ইমাম কুরতুবী সর্বনিম্নের 'হাভিয়াহ' ব্যতীত বাকী সবগুলিকে 'প্রথম স্তর' এবং ইমাম শাওকানী 'উপরের স্তর' হিসাবে গণ্য করেছেন।

(৭) মুনাফিকের চালাকিঃ

ক্বিয়ামতের দিন বিচারাসনে বসে আল্লাহ মুনাফিকদের ডেকে একে একে জিজ্ঞেস করবেন। সে বলবেঃ হে প্রভু! তোমার উপরে, তোমার কিতাবের উপরে ও তোমার রাসূলদের উপরে ঈমান এনেছিলাম। ছালাত ও ছিয়াম আদায় করেছিলাম। দান-ছাদাক্বা প্রদান করেছিলাম। এমনিতরো অনেক আত্ম প্রশংসা সে করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সাক্ষী হাযির কর। তখন সে চিন্তায় পড়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে। তখন তার দুই উরু, তার গোস্ত ও হাড্ডি তার আমলের সাক্ষী দেবে। ফলে আল্লাহ তার উপরে ক্রুদ্ধ হবেন। এই ব্যক্তিই হ'ল মুনাফিক'।[২১] একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব পর্যালোচনা করা হবে, সে ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে যারা নাজাত পাবে, তাদের সহজ হিসাব নেওয়া হবে।[২২] মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে কোন এক ছালাতে বলতে শুনেছি *'আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হেসা-বাইঁ ইয়াসীরা'* হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ কর'।[২৩]

(৮) জাহান্নামে পরস্পরে দোষারোপঃ

জাহান্নামে একদলের পরে একদলকে যখন ফেলা হবে *(যুমার ৭১)*, তখন পরের দল আগের দলকে লা'নত করে বলবেঃ হে প্রভু! ওরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। অতএব ওদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন।... তখন প্রথম দলের লোকেরা জবাবে বলবে, আমাদের উপরে তোমাদের কোনই প্রাধান্য নেই। অতএব তোমরা তোমাদের কৃত কর্মের স্বাদ আস্বাদন কর'। 'আমরা ও তোমরা আজ সমান। ধৈর্য ধরি বা না ধরি, আজ আর আমাদের কারু রেহাই নেই' *(আ'রাফ ৩৮-৩৯; ইবরাহীম ২১)*। 'ঐ দিন দুর্বল লোকেরা অহংকারী ও বড় লোকদের সাথে ঝগড়া করে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। অতএব আজ তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে কিছুটা হ'লেও রক্ষা করবে কি? তারা জবাবে বলবেঃ আমরা সবাই তো এখন জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তার বান্দাদের ফায়ছালা করে দিয়েছেন। তখন তারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, তোমরা তোমাদের প্রভুকে বল তিনি যেন আমাদেরকে একদিনের জন্য শাস্তি লাঘব করে দেন। রক্ষীরা জবাবে বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ রাসূলগণ আসেননি? তারা বলবে, হাঁ। তখন রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দো'আ কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দো'আ নিস্ফলই হয়ে থাকে' *(মু'মিন ৪৭-৫০)*।

এই সময় 'নেতারা যখন অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে ও আযাব প্রত্যক্ষ করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যাবে। তখন অনুসারীগণ বলবে, যদি আমাদের একবার দুনিয়ায় ফিরে যাবার সুযোগ হ'ত, তাহ'লে আমরা ওদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আজ আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের অনুতাপ ফল প্রদর্শন করাবেন। অথচ তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হ'তে পারবে না' *(বাক্বারাহ ১৬৬-৬৭)*। এ সময় অনুসারীরা বড়দের প্রতি লা'নত করে বলবেঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের

১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'আমর বিল মা'রূফ' অনুচ্ছেদ)।
২০. হূদ ১৮, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫১ 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ)।
২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৫৫*।
২২. ইনশেক্বাক্ব ৮, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪৯।
২৩. *আহমাদ, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/৫৫৬২*।

নেতাদের ও বড়দের কথা মেনে চলতাম। তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। হে প্রভু! তাদেরকে আজ দ্বিগুণ শাস্তি দিন ও কঠিন লা'নত করুন! *(আহযাব ৬৭-৬৮)*।

শয়তানের কৈফিয়তঃ

এই দিন শয়তান তার অনুসারীদের লক্ষ্য করে বলবেঃ 'তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না। শুধু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। আর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা কর না। বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছিলে। আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা সীমালংঘনকারী, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব' *(ইবরাহীম ২২)*।

(৯) অনুতাপ আর অনুতাপঃ

অনুসরণীয় ব্যক্তি ও নেতা এবং শয়তানের কাছ থেকে উপরোক্ত জবাব সমূহ শুনে লোকেরা তখন ক্ষোভে-দুঃখে-লজ্জায় দাঁতে আঙ্গুল কেটে বলবেঃ 'হায় আফসোস! যদি আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পথ অবলম্বন করতাম! হায়! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (কারণ) আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পরেও সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। শয়তান এমনিভাবে মানুষের জন্য মহাপ্রতারক' *(ফুরক্বান ২৭-২৮)*। আর শয়তান জিন ও মানুষ উভয় থেকে হ'তে পারে *(নাস ৪-৬)*।[২৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হবে। এতে যদি সে মন খারাব করে, তাহ'লে জান্নাত লাভের কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না। যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হবে। এতে যদি সে খুশী হয়, তাহ'লে জাহান্নামে যাবার অনুতাপ ও অন্তর্জ্বালা বৃদ্ধি পাবে'।[২৫]

জান্নাতীরা জান্নাতে ও জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পরে মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে এনে যবহ করা হবে। অতঃপর গায়েবী আওয়ায দিয়ে বলা হবেঃ হে জান্নাত বাসীগণ! আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নাম বাসীগণ! আর মৃত্যু নেই। এ ঘোষণা শুনে জান্নাতবাসীগণ আনন্দে আত্মহারা হবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামবাসীগণ দুঃখের উপরে দুঃখে ভেঙ্গে পড়বে'।[২৬] পবিত্র কুরআনে এ দিনকে يوم الحسرة বা 'পরিতাপের দিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! আপনি তাদেরকে সেই পরিতাপের দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন সব বিষয়ের মীমাংসা হ'য়ে যাবে। অথচ এখন তারা গাফলতিতে আছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করছে না' *(মারিয়াম ৩৯)*।

(১০) চিরস্থায়ী আযাবঃ

জাহান্নামীদের এই দুঃখ ও অনুতাপ কয়েকদিনের জন্য নয়। বরং চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না। তারা তাতেই থাকবে হতাশ অবস্থায়। আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি। বরং তারাই ছিল সীমা লংঘনকারী' *(যুখরুফ ৭৪-৭৬)*। রোজ হাশরের প্রতিটি দিন হবে দুনিয়াবী দিনসমূহের তুলনায় ৫০ হাযার বছরের সমান (মা'আরিজ ৪)। সূরায়ে সাজদাহ ৫ আয়াতে এক হাযার বছরের কথা এসেছে। সময়ের এই কমবেশী করা হবে কাফের ও পাপীদের জন্য তাদের পাপের পরিধি অনুযায়ী। পক্ষান্তরে যারা পূর্ণ মুমিন হবে, তাদের নেকী অনুযায়ী এই সময়সীমা হ্রাস করা হবে। এমনকি কারু উপরে এই সময়কাল ফজরের দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের ন্যায় সংক্ষিপ্ত করা হবে। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহ সূরায়ে মুদ্দাছছিরের ৯-১০ আয়াতে'।[২৭] এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ এটা ভালভাবে জানেন কিভাবে তিনি দিনের সময়সীমা হ্রাসবৃদ্ধি করবেন। যে বিষয়ে আমি জানিনা সে বিষয়ে কিছু বলা আমি অপসন্দ করি'।[২৮] মোটকথা কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা তো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবেই। মুমিন ফাসেক্ব অর্থাৎ কবীরা গোনাহগার মুমিনগণ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা'আতক্রমে এক সময় মুক্তি পেয়ে জান্নাতে গেলেও তাদেরকে সেখানে 'জাহান্নামী' (الجهنميون) বলেই ডাকা হবে।[২৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ করেন, জাহান্নাম বাসীগণ এত বেশী ক্রন্দন করবে যে, যদি তাদের প্রবাহিত অশ্রুতে নৌকা ভাসানো যায়, তবে সেটাও সম্ভব হবে। অবশেষে তারা রক্তাশ্রু বর্ষণ করবে'।[৩০]

আল্লাহ আমাদেরকে কথা ও কাজের বৈপরীত্য এবং আল্লাহ ও বান্দার সাথে মুনাফেকী এবং যাবতীয় মিথ্যা, শিরক-বিদ'আত ও ফিস্ক্ব-ফুজূরী থেকে বাঁচান ও জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

---

২৪. *অতএব বন্ধু বাছাইয়ের সময় পরহেযগার বন্ধু বাছাই করা যরূরী। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা করুন!*
২৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৯০।*
২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৯১।*
২৭. *মিরক্বাত ৪/১২০, মিশকাত 'যাকাত' অধ্যায়ের ২ নং হাদীছের ভাষ্য।*
২৮. *তাফসীরে কুরতুবী ১৮/২৮৩।*
২৯. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৯৮; বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৪।*
৩০. *মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৬০৫, হাদীছ ছহীহ)।*

প্রবন্ধ

মুসলিম উম্মাহ্‌র ভাঙনচিত্র

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৩য় কিস্তি)

এর দ্বারা যেন কেউ একথা না ভাবেন যে, মানুষের বৈষয়িক জীবন ইসলামের গণ্ডীমুক্ত। বরং প্রকৃত মুমিন ধর্মীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেমন ইসলামের ফরয ও সুন্নাত সমূহ মেনে চলবেন। বৈষয়িক জীবনে তেমনি ইসলামের দেওয়া হুদূদ বা হালাল-হারামের সীমারেখা পুরাপুরি মেনে চলবেন। তিনি দ্বীন ও দুনিয়াকে একত্রে গুলিয়ে ফেলবেন না। বরং দুনিয়াকে দুনিয়া গণ্য করেই তাকে দ্বীনের রঙে রঞ্জিত করে চলবেন।

২. শী'আঃ অর্থ সমর্থক বা সাহায্যকারী দল। হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য উভয় দলের দু'জনকে শালিশ নিয়োগের ব্যাপারে এরা আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট হ'লেও পরে এটি একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনীতিতে এই দল থিওক্রেসীতে (এলাহী শাসনে) বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস মতে জাতির নেতা নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের একমাত্র হকদার হ'লেন নবী (ছাঃ) ও তাঁর পরবর্তী 'অছি' (وصى)। অছি তাঁর পরবর্তী একজনকে অছিয়তের মাধ্যমে ইমাম হিসাবে মনোনয়ন দিবেন। এইভাবে ইমামত বা নেতৃত্বের সিলসিলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তাদের মতে নবী ও ইমামগণ যাবতীয় কবীরা ও ছগীরা গুনাহ হ'তে মুক্ত। তবে কেবলমাত্র 'তাক্বিয়া' (تقية) বা আত্মরক্ষার অবস্থা ছাড়া। মোটকথা ইমাম বা নেতা নির্বাচনের বিষয়টি তাদের মতে কোন অবস্থায়ই জনগণের খেয়াল-খুশীর উপরে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

তাদের বিশ্বাস মতে আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'অছি'। তাঁরা বলেন, আলী (রাঃ) ও তাঁর পরিবারের মধ্যেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত খেলাফত বা ইমামত নির্দিষ্ট থাকবে। অন্য কেউ এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে সেটা হবে পরিষ্কার যুলম'। আর তাই আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) ছিলেন তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ খলীফা (নাঊযুবিল্লাহ)। এছাড়াও এদের মধ্যে অসংখ্য শেরেকী ও বিদ'আতী আক্বীদার অনুপ্রবেশ ঘটে। যার ফলে এটি একটি ভ্রান্ত ফের্কা হিসাবে গণ্য হয়।

শী'আরা কিসানিয়া, যায়দিয়া, ইমামিয়া, গালিয়াহ ও ইসমাঈলিয়া এই পাঁচটি প্রধান দল ও বহুসংখ্যক উপদলে বিভক্ত। ইমামিয়াদের অন্যতম উপদল বারো ইমামে বিশ্বাসী 'ইস্‌না আশারীয়া'গণ ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে বর্তমানে ইরানে তাদের শাসন কায়েম করেছে।

৩. মুরজিয়াঃ অর্থ বিলম্ববাদী। ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক গোলযোগে যারা সকল পক্ষকে মুমিন গণ্য করে নিরপেক্ষ ছিলেন ও সকলের স্ব স্ব আমলের হিসাব ক্বিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন তাদেরকে 'মুরজিয়া' বলা হয়। অন্য অর্থে, যারা আমলকে ঈমান হ'তে পৃথক ভাবেন, তাদেরকে 'মুরজিয়া' বলা হয়। রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট হ'লেও এটিও পরে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদে রূপ নেয়। এই মতবাদ অনুযায়ী মুমিন হওয়ার জন্য কেবল বিশ্বাসটুকুই যথেষ্ট- আমলের শর্ত নেই। মুমিনের ঈমানের উপর তার আমল কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। যেমন কাফেরের নেক আমল তার কুফরীর উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী ঈমান একটি অখণ্ড বিশ্বাসের নাম। ভালমন্দ আমলের প্রভাবে তাতে কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

মুমিন গণ্য করার কারণে মুরজিয়াগণ উমাইয়া খেলাফতকে সমর্থন করেন। যদিও তারা কখনই উমাইয়াদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হননি। তবে সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলে উমাইয়াদের পক্ষে এঁদের এই সমর্থনটুকুই বিরাট ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছিল।

ইউনুসিয়াহ, উবায়দিয়াহ, গাসসানিয়াহ, ছওবানিয়াহ, তূমেনিয়াহ, ছালেহিয়াহ নামে ছয়টি প্রধান দলে বিভক্ত 'মুরজিয়া' দল বহু উপদলে বিভক্ত হ'য়ে যায় এবং ১৩২ হিজরীতে উমাইয়া খেলাফত শেষে পৃথক দলীয় অস্তিত্ব হারিয়ে অন্যান্য দলের মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়।

মূলতঃ আলী (রাঃ) এবং দুইজন শালিশ ছাহাবীকে খারেজীগণ কর্তৃক 'কাফের' বলার প্রতিবাদেই হাসান বিন মুহাম্মাদ বিনুল হানাফিয়াহ (মৃঃ ৯৯ হিঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ তাঁদেরকে মুমিন হিসাবে ঘোষণা করেন ও তাঁদের আমলের হিসাব আল্লাহ্‌র উপরে ছেড়ে দেন। কিন্তু এই বিষয়টিই পরবর্তীতে গায়লান দামেস্কী (মৃঃ ১০৫ হিঃ)-এর মাধ্যমে একটি বিদ'আতী মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। যেখানে বলা হয় যে, আমল ঈমানের অংশ নয়। ঈমানে হ্রাসবৃদ্ধি হয়না ইত্যাদি। গায়লান একই সাথে ক্বাদারিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। যার দীক্ষা সে তার উস্তাদ মা'বাদ জুহ্‌নীর (মৃঃ ৮০ হিঃ) কাছ থেকে নিয়েছিল।

উছূলী কারণে সৃষ্ট মতবাদ সমূহঃ ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া ও মু'তাযিলা।

ছাহাবা যুগ ১১০ হিঃ ও তাবেঈ যুগ ২২০ হিঃ পর্যন্ত। এক্ষণে ছাহাবা যুগের শেষ দিকে উপরোক্ত মতবাদগুলি

আত্মপ্রকাশ করে। মতবাদগুলি পরস্পরের সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যশীল।

দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে জাব্‌র ও ক্বাদ্‌র অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ও অদৃষ্টকে অস্বীকার বিষয়ক সমস্যা দু'টি বহু প্রাচীন। রাসূলের সম্মুখেই মুনাফিকরা এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে মুমিনদের ঈমান দুর্বল করার চেষ্টা করত। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) একারণে তাক্বদীর বিষয়ে তর্ক করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তাক্বদীর অস্বীকারকারী গণ এই উম্মতের 'মজূসী'। তারা পীড়িত হ'লে সেবা করো না। তারা মারা গেলে জানাযায় যেয়ো না'।[১]

১. ক্বাদারিয়া অর্থাৎ যারা তাকদীরে অবিশ্বাসীঃ প্রথম শতাব্দী হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইরাকের মা'বাদ জুহ্‌নী (মৃঃ ৮০ হিঃ) বছরায় এই মতবাদ প্রচার করেন *(মুসলিম হা/৮)*। সুসেন বা মতান্তরে আবু ইউনুস সানসাবিয়া আল-আসওয়ারী নামক ইরাকের জনৈক খৃষ্টান পণ্ডিতের নিকট হ'তে- যিনি মুসলমান হ'য়ে পুনরায় খৃষ্টান হয়ে যান, মা'বাদ এই মতবাদে দীক্ষা নেন। পরে গায়লান দামেস্কী (মৃঃ ১০৫ হিঃ) এই মতবাদ প্রচার করেন। মা'বাদ ও গায়লান উভয়েই যথাক্রমে হাজ্জাজ (৭৬-৯৬ হিঃ) ও হিশাম বিন আবদুল মালিকের আমলে (১০৫-১২৫) নিহত হন। মূলতঃ গ্রীক দার্শনিকগণ এ বিষয়ে প্রথম বক্তব্য রাখেন। সেখান থেকে সুরিয়ানীগণ এবং সেখান থেকে যরদশতীগণ ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে তর্কের অবতারণা করেন।

২. জাব্‌রিয়া বা অদৃষ্টবাদীঃ ক্বাদারিয়া মতবাদের বিপরীত এই মতবাদ মুসলিম সমাজে প্রথম প্রচার করেন জাহ্‌ম বিন ছাফওয়ান (মৃঃ ১২৮ হিঃ)। জাহ্‌ম এই মতবাদ গ্রহণ করেন তার উস্তায হাররানের অধিবাসী জা'দ বিন দিরহাম (মৃঃ ১২৪ হিঃ)-এর নিকট হ'তে। জা'দকে ১২৮ হিজরীতে ঈদুল আযহার দিন সকালে কূফার গভর্ণর খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ক্বাসারী নিজ হাতে যবেহ করেন।[২] ইব্‌নু তায়মিয়াহ্‌র বর্ণনামতে জা'দ এই মতবাদ গ্রহণ করেন ছাবেঈ দার্শনিকদের নিকট থেকে।[৩] ইব্‌নু কাছীর ইবনু আসাকির হ'তে বর্ণনা করেন যে, জা'দ এই মতবাদ গ্রহণ করেন বায়ান বিন সাম'আনের নিকট হ'তে। বায়ান দীক্ষা নেন তালূতের নিকট থেকে। তালূত ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে যাদুকারী লাবীদ বিন আ'ছামের ভাগিনা ও জামাতা। লাবীদ এই মতবাদ শিক্ষা করেন ইয়ামনের জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে'।[৪]

জাহ্‌ম বিন ছাফওয়ানের নামানুসারে এই মতবাদকে 'জাহমিয়া'ও বলা হয়ে থাকে। উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্রেফতার হয়ে জাহম ১২৮ হিজরীতে ইসফাহান অথবা মারভে নিহত হন। বলাবাহুল্য ক্বাদারিয়া ও জাব্‌রিয়া মতবাদের হোতাদের নিহত হওয়ার ফলে এগুলো পূর্ণাঙ্গ দলীয় রূপ লাভ করতে পারেনি। বরং অন্যান্য মাযহাবগুলির মধ্যে এই মতবাদগুলি মিশে যায়।

এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখেনা। বরং আল্লাহ মানুষের মাধ্যমে তার কর্ম পরিচালনা করেন। যেমন তিনি বায়ু ও পানিকে চালিত করেন। মানুষ 'মাজবূর' অর্থাৎ বাধ্যগত জড় পদার্থের ন্যায়। তাঁরা বলেন, আল্লাহ নিজ সত্তায় একক ও যাবতীয় গুণাবলী শূন্য। একারণে দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ পবিত্র কুরআনও সৃষ্ট'। বলাবাহুল্য জা'দ বিন দিরহামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে নির্গুণ সত্তা দাবী করেন এবং আল্লাহ্‌র কথা বলার গুণকে অস্বীকার করেন'।

৩. মু'তাযিলাঃ শহরস্তানীর মতে মদীনার ওয়াছিল বিন 'আত্বা (৮০-১৩১ হিঃ) এই মতবাদের হোতা। স্বীয় উস্তায হাসান বছরী (মৃঃ ১১০ হিঃ)-এর সঙ্গে ঈমান বিষয়ক বিতর্কে দ্বিমত পোষণ করে চলে গেলে উস্তায তাকে লক্ষ্য করে বলেন, اِعْتَزَلَ عَنَّا وَاصِلٌ 'ওয়াছিল আমাদের থেকে পৃথক হ'য়ে গেল'। এই ঘটনার পর থেকেই ওয়াছিলের অনুসারীগণ 'মু'তাযিলা' (পৃথক হয়ে যাওয়া দল) নামে অভিহিত হন।

এই মতবাদের বক্তব্যসমূহঃ (ক) কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি না মুমিন, না কাফির। সে তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। (খ) জ্ঞানই ভাল-মন্দের মাপকাঠি এবং বান্দাই তার ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের স্রষ্টা। (গ) আল্লাহ হলেন নির্গুণ সত্তা। এমনকি কথা বলার গুণ হ'তেও তিনি মুক্ত। একারণে কুরআন সরাসরি তাঁর কালাম নয় বরং অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সৃষ্ট'।

উপরের আক্বীদাগুলির প্রায় সবই পূর্বে বর্ণিত ক্বাদারিয়া ও জাব্‌রিয়া মতবাদেরই প্রতিধ্বনি।[৫] আর এই সব আক্বীদা সৃষ্টির পিছনে মূল কারণ হ'ল গ্রীক দর্শনের অনুপ্রেরণা।

(ঘ) ওয়াছিল বিন 'আত্বা-র অনুসারী 'ওয়াছিলিয়া' উপদলের মতে ওছমান (রাঃ) ও তাঁর বিদ্রোহী পক্ষ এবং 'জামাল' ও 'ছিফ্‌ফীন' যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যেকোন একটি পক্ষ নিশ্চিতভাবে ফাসিক্ব ও জাহান্নামী (নাঊযুবিল্লাহ)। ওছমান ও আলী (রাঃ) উভয়ে ভুলের উপরে ছিলেন। তাঁরা সহ উভয় পক্ষের (ত্বালহা ও যোবায়ের সহ) কারও সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না।

১. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৭, 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ; হাদীছ হাসান, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯২৫।*
২. *লালকাঈ, উছূলু ই'তেক্বাদ পৃঃ ২৯ টীকা।*
৩. *ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ৫/২১-২২; মিলাল ২/১১২।*
৪. *উছূলু ই'তেক্বাদ পৃঃ ৪০; আল-বিদায়াহ ৯/৩৫০।*
৫. *মিলাল ১/৩০, ১১, ৮৬, ৮৮।*

ওয়াছিল বিন 'আত্বা-র সঙ্গে তার সতীর্থ আমর বিন ওবায়েদ (৮০-১৪৪) এই মতবাদ প্রথমে বছরায় প্রচার করেন। পরে সমগ্র ইরাক ও সিরিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়ে'।

প্রথম যুগের মু'তাযিলাগণঃ

আলী-মু'আবিয়া দ্বন্দ্বে যারা আলী (রাঃ)-এর বায়'আত থেকে দূরে ছিলেন তাদেরকেও ইতিহাসে 'মু'তাযিলা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনু জারীর ত্বাবারী মিসরের আলী পক্ষীয় গভর্ণর ক্বায়েস বিন সা'দের চিঠিতে إِنَّ قَبَلِيْ رجالا معتزلين কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ঐ সময়ে আলী (রাঃ)-এর বায়'আত থেকে দূরে অবস্থানকারী লোকদের সম্পর্কে কি করা হবে জানতে চেয়ে খলীফাকে চিঠি লেখা হয়েছে। অমনিভাবে ইবনুল আছীর ও আবুল ফিদাও উল্লেখ করেছেন। আবুল ফিদার বক্তব্য বরং আরও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, وسموا هؤلاء المعتزلة لاعتزالهم بيعة علىّ 'ঐ লোকগুলি মু'তাযিলা নামে অভিহিত, আলী (রাঃ)-এর বায়'আত থেকে দূরে থাকার কারণে।'

উপরোক্ত আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াছিল বিন 'আত্বা কর্তৃক মু'তাযিলা মতবাদ প্রচারের প্রায় ৬০/৭০ বৎসর পূর্বেই 'মু'তাযিলা' কথাটি সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে প্রথম যুগের কথিত মু'তাযিলাদের সঙ্গে ওয়াছিল কর্তৃক প্রচারিত মু'তাযিলা মতবাদের সর্বাংশে মিল আছে বলে মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। যদিও উভয়ের সামঞ্জস্য প্রমাণে খ্যাতনামা মিসরীয় পণ্ডিত ডঃ আহমাদ আমীন যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৬]

রাজনৈতিক ফলাফলঃ মু'তাযিলা মতবাদটি ছিল খারেজী ও মুরজিয়া মতবাদের মাঝামাঝি। খারেজীদের মতে কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফির। সেকারণে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে (নাঊযুবিল্লাহ) 'কাফির' ভেবে তাদের বিরুদ্ধে এরা অস্ত্রধারণ করেছিল। আলী (রাঃ) এদের হাতে শহীদ হন (৪১ হিঃ)। কিন্তু মু'আবিয়া (রাঃ) ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। পক্ষান্তরে মুরজিয়ারা উভয় পক্ষকে 'মুমিন' গণ্য করেন। ফলে উমাইয়া খেলাফতের পক্ষে এটি খুবই ফলদায়ক প্রমাণিত হয়। মু'তাযিলারা উভয় পক্ষকে না মুমিন, না কাফির বরং যেকোন এক পক্ষকে ফাসিক্ব হিসাবে জাহান্নামী গণ্য করেন। এর ফলে আলী (রাঃ)-এর সুউচ্চ মর্যাদা সাধারণ লোকের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। যেকোন লোক তাঁর সমালোচনায় সাহসী হয়ে ওঠে। যা উমাইয়া খেলাফতের ভিত্তি দৃঢ়করণে সহায়ক বিবেচিত হয়। এজন্যেই দেখা যায় যে, উমাইয়া যুগের শেষদিকে খলীফা ইয়াযীদ বিন ওয়ালীদ (১২৬ হিঃ) ও মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ (১২৭-১৩২ হিঃ) 'মু'তাযিলা' মতবাদ কবুল করেন। এ ছাড়া আহলে বায়তের চিরন্তন বংশীয় ইমামতে (Divine theory) বিশ্বাসী শী'আ দলের অস্তিত্ব উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতকালে স্থায়ী রাজনৈতিক হুমকি হিসাবে বিরাজ করে।

উপরের আলোচনা সমূহ হ'তে একথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম উম্মাহ্র ভাঙনের কারণ ছিল মূলতঃ **রাজনৈতিক**। যদি খেলাফতের প্রশ্ন না থাকত, তাহ'লে ইতিহাসে কখনই খারেজী বা শী'আ দলের উদ্ভব ঘটত না। সৃষ্টি হ'ত না মুরজিয়া দলের। দুর্ভাগ্য এই যে, সাধারণ রাজনৈতিক বিবাদ হ'তে উদ্ভূত এই দলগুলিই পরবর্তীকালে এক একটি ধর্মীয় মতবাদ ও ফির্কায় রূপ নিয়ে অখণ্ড মুসলিম মহাজাতিকে আক্বীদাগত ও দলগতভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে।

পরবর্তী যে কারণটি মুসলিম উম্মাহ্কে বিভক্ত করেছিল, সেটি ছিল **উছূলী**। অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে ও দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে সৃষ্ট বিভিন্ন উছূলী বা ইসলামী আইন সূত্রগত বিভ্রান্তি। এই সময়ে উদ্ভূত ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি মতবাদ মূলতঃ গ্রীক দর্শনের প্রতিধ্বনি বৈ কিছুই নয়। এইসব মতবাদগুলি ধর্মীয় মতবাদ হ'লেও সমসাময়িক রাজনীতিতে তা দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আব্বাসীয় খলীফা মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক বিল্লাহ কর্তৃক মু'তাযিলা মতবাদ গ্রহণ ও আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছগণের উপরে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা এবং তা প্রতিরোধে আহলেহাদীছ বিদ্বান ও নেতৃবর্গের চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া প্রভৃতি মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ইতিহাস এই সকল মতবাদের অপপ্রভাবেই রচিত হয়। মু'তাযিলা ফিৎনার রাজনৈতিক বিভীষিকাময় দমননীতি ২১৮ হ'তে ২৩২ হিজরী পর্যন্ত ১৫ বৎসর ধরে চলে এবং খলীফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে (২৩২-৪৭) শেষ হয়।

আইনসূত্র গত মতভেদ ছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইমামের ইজতেহাদী ও ফেক্হী মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ির পরিনামে তাদের অনুসারীগণ বিভিন্ন দল ও মাযহাবে বিভক্ত হয়ে যায়। যার পিছনে তৎকালীন আব্বাসীয় শাসক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ প্রকটভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তারা হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ইন্ধন যোগাতে থাকেন। ফলে উভয়পক্ষে বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পরিচালিত হয়। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের অবস্থা' শিরোনামে বলেন-

'৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকেরা কেউ কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের উপরে নির্দিষ্টভাবে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। .. কোন বিষয় সামনে এলে মাযহাব নির্বিশেষে

৬. *ফাজরুল ইসলাম পৃঃ ২৯০-২৯৫।*

যেকোন বিদ্বানের নিকট হ'তে লোকেরা ফৎওয়া জিজ্ঞেস করে নিতেন। ... আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত তারা আর কারুরই অনুসরণ করতেন না। ... কিন্তু পরবর্তীতে ঘটে গেল অনেক কিছু। যেমন (১) ফিক্হ বিষয়ে মতবিরোধ (২) বিচারকদের অন্যায় বিচার (৩) সমাজ নেতাদের মূর্খতা (৪) হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ 'মুহাদ্দিছ' ও 'ফক্বীহ' নামধারী লোকদের নিকটে ফৎওয়া তলব ইত্যাদি কারণে হকপন্থী কিছু লোক বাদে অধিকাংশ লোক হক-বাতিল যাচাই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং প্রচলিত যেকোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই ক্ষান্ত হয়। ... বর্তমানে লোকদের অন্তরে তাক্বলীদ এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে, যেমন ভাবে পিঁপড়া সবার অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে কামড়ে ধরে থাকে' (সংক্ষেপায়িত)। তাক্বলীদের মায়াবন্ধনে পড়ে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কে কত বড় ইমাম বা কে কত বড় দলের অনুসারী, এটাই তখন প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মাযহাবী তাক্বলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অবশেষে ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭ খৃঃ) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক ক্বাযী নিয়োগ করা হয়, যা ৬৬৫ হিজরী থেকে ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায় ... এবং চার মাযহাবের বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তার অনুসরণ নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়'। বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারক্বূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুক্বাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। এইভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে-সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের বিধান অনুযায়ী একই ইব্রাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

বর্তমানে আমরা তাক্বলীদী যুগেই বাস করছি। যদিও প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তাক্বলীদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ও লেখনী সোচ্চার আছে এবং তার ফলে অনেকেই তাকলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরনে ব্রতী হয়েছেন বা হচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

চলবে।

সার্বজনীন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)

*-সিরাজুল ইসলাম**

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুগ যুগ ধরে এ পৃথিবীতে তাঁর অহি বহনকারী নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দুনিয়ায় আবির্ভাব ছিল বিশ্ব মানবের ত্রাণকর্তা হিসাবে। তিনি ছিলেন সার্বজনীন আদর্শের ধারক। তিনি ইয়াতীম হিসাবে সকলের স্নেহের পাত্র, স্বামী হিসাবে প্রেমময়, পিতা হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র ও বন্ধু হিসাবে বিশ্বস্ত ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, দূরদর্শী সংস্কারক, বীরযোদ্ধা, নিপুণ সেনানায়ক, নিরপেক্ষ বিচারক, মহৎ রাজনীতিক এবং মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সততা, ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব সাফল্য সহকারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাইতো ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা-তে বলা হয়েছে, "Of all the religious personalities of the world Muhammad was the most successful" অর্থাৎ 'বিশ্বের সমস্ত ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বাপেক্ষা কৃতী বা সার্থক ছিলেন'।

তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। সার্বজনীন আদর্শের ধারক হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*।

মানুষের সবচেয়ে বড়গুণ সত্য কথা বলা। বাল্যকাল থেকে সত্য ও সুন্দরের উপস্থিতি ছিল তাঁর মধ্যে। তাইতো পরিচিত, অপরিচিত ও পরম শত্রুরাও নির্ভয়ে তাঁকে বিশ্বাস করত। কারণ তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না এবং আমানতের খেয়ানতও করতেন না। আর এজন্য আরববাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী খেতাব দিয়েছিল।

নবুঅত লাভের পরপরই তিনি ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। মানুষকে শিক্ষা দিতে লাগলেন 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) মা'বূদ নেই'। প্রথমে তিনি গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। প্রকাশ্য ইসলাম প্রচারে তিনি অনেক বাধা এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হ'লেন। তবুও ধৈর্যের পাহাড় ধরে তিনি ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকলেন।

* *প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, কেশবপুর মহিলা কলেজ, যশোর।*

তখনকার সময়ে আরবের লোকেরা মূর্তিপূজা করত। মদ্যপান, জুয়াখেলা, পাপাচার, অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার আরবের সামাজিক ও নৈতিক জীবন কলুষিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক খোদা বখ্শ বলেন, "War, Woman and wine were the three absorbing passions of the Arabs. Arabia, as Muhammad found it, was steeped in ignorance, barbarism and fetishism of the worst type." অর্থাৎ 'আরববাসীরা সুরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। মুহাম্মাদ (ছাঃ) দেখলেন সমগ্র আরবদেশ মূর্খতা, বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় নিমজ্জিত'।

মানুষকে এ পাপাচার হ'তে উদ্ধার করার জন্য তিনি ইসলামের সুমহান বাণী শোনালেন। মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত হ'লে তারা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। এতে আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ক্ষেপে গেল। ঈর্ষান্বিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার অমানুষিক নির্যাতন চালাতে লাগল মহানবী (ছাঃ)-এর উপর। দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল থেকে তিনি মোকাবেলা করলেন তাদের সমস্ত নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের। অবশেষে হিংসুকেরা নতুন ষড়যন্ত্র নিয়ে হাযির হ'ল। তারা আবু ত্বালিবের কাছে মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে বিরোধ মিটাবার এক প্রস্তাব দিল। তারা বলল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেন আর তাদের দেব-দেবীকে ঘৃণা না করেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার না করেন। তাহ'লে তারা তিনটি জিনিস মহানবী (ছাঃ)-কে উপহার দিবে- (১) নেতৃত্ব (২) অজস্র সম্পদ ও (৩) সুন্দরী নারী। আবু ত্বালিব সব কথা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জানালেন। উত্তরে তিনি বললেন যে, যদি কেউ আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি ইসলামকে বর্জন করতে পারব না।

মানুষের শান্তি ও কল্যাণ কামনার এমন কোন দিক নেই, যে দিকের প্রতি তাঁর নযর পড়েনি। গণতন্ত্র তথা গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, ধর্মীয় উদারতা, নৈতিকতা, নারী স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা, মানুষের মৌলিক অধিকার, ইনছাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যাই বলুন না কেন সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বনবী (ছাঃ) অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর অনুসৃত সাম্য ও মৈত্রীর নীতিমালার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত কেউ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ 'আমি আপনাকে সারা বিশ্বের রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ১০৭)*।

জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সার্বজনীন বিষয়াদি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার রীতি মহানবী (ছাঃ)-ই প্রথম প্রবর্তন করেন। একনায়কত্ব বা একক সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে। এটাকে বর্জন করে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ 'তাদের সব কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পরামর্শ দ্বারা' *(শূরা ৩৮)*। সমস্যার ধরণ অনুযায়ী তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

বর্তমানে ধর্মীয় সহনশীলতা ও গণমানুষের আত্মিক স্বাধীনতার স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন দেশে গণবিপ্লবের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রায় সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর অত্যাচার চালিয়ে থাকে। বিশ্বনবী (ছাঃ) এ দিকটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তী নেই' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

মহানবী (ছাঃ) ছিলেন দরিদ্র, অসহায়, ইয়াতীম, দূর্বল ও মযলূমের বন্ধু। তিনি মানুষের হাসি-কান্নায় শরীক হ'তেন। শোকার্ত ও দুঃখপীড়িত মানুষকে তিনি আন্তরিক সমবেদনা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের দুঃখে সাথী হ'তেন। অভাবের সময় তিনি ক্ষুধার্তকে নিজ খাবারের ভাগ দিতেন এবং প্রতিবেশী প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ আন্তরিকভাবে কামনা করতেন। তিনি দাস-দাসী ও অধীনস্থ লোকদের প্রতি সর্বাধিক মানবোচিত আচরণ করতেন। তাঁর আচরণে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকত। মহানবী (ছাঃ)-এর অন্যতম খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, خَدَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ أُفٍّ وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ- 'আমি দশ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর গোলামী করেছি। কিন্তু কখনো তিনি আমার প্রতি বিরক্তিসূচক 'উহ' শব্দটিও করেননি। এমন কি এই কাজটি কেন করেছ আর ইহা কেন করনি? এমন কথাও কোন দিন বলেননি'।[১]

প্রাক ইসলামী যুগে নারীদের কোন অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। তারা কেবলমাত্র পুরুষদের আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। ইসলাম নারী সমাজকে এসব দুর্গতি ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম ধর্মে মাতা, কন্যা, ভগ্নি, স্ত্রী প্রমুখ হিসাবে নারীদের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০১।*

الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ। 'স্বামীদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনি স্ত্রীদেরও স্বামীদের ওপর ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

নারীদেরকে পুরুষদের জীবনসঙ্গিনী হিসাবে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে শরীক হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। মহানবী (ছাঃ) নারীকে পূর্ণ অধিকার দান করে শৃংখলমুক্ত করেছেন। বিয়ের সময় তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মৃত পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি ভোগের অধিকার দিয়েছেন। তিনি কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা রহিত করে দেন। অতএব মহানবী (ছাঃ)-এর সমকক্ষ আর কেউ হওয়ার যোগ্যতা রাখতে পারে কি?

সার্বজনীন শিক্ষক হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সঙ্গে কারু কোন তুলনাই হয় না। শিক্ষা দানের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম কতকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম নয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সামগ্রিক দিক নির্দেশনা এতে রয়েছে। একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সব কিছুই ইসলামী জীবন বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হ'লে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য কর্তব্য। মহানবী (ছাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাহাবীদের পাঠাতেন। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, বদরের শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন কয়েকজন নিরক্ষর মুসলিমকে শিক্ষিত করে তুলা।

এছাড়া যখনই কোন গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করত, তখনই তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ছাহাবীদের শিক্ষক হিসাবে পাঠাতেন। এভাবে গোত্রে গোত্রে বিভিন্ন ছাহাবীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষায়তন গড়ে উঠতে থাকে।

মহানবী (ছাঃ)-এর অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও একনিষ্ঠতা সমগ্র আরব জাতিকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিল। এজন্য বিখ্যাত বৃটিশ মনীষী বার্নার্ড শ বলেছেন, "If all the world was united under one leader, then, Muhammad would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness." 'যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হ'ত, তবে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন'।

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "Within a brief span of mortal life Muhammad called forth out of unpromising material a nation never united before, in a country that was hitherto but a geographical expression." 'মরণশীল জীবনের অতি অল্প পরিসরে মুহাম্মাদ (ছাঃ) অনৈক্যে জর্জরিত অনমনীয় এক জনগোষ্ঠীকে এমন এক ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জাতিতে পরিণত করেন, যা ইতিপূর্বে ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞানেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল'। এমন সার্বজনীন মহামানব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকেই ধর্ম প্রবর্তক এবং সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কেউ মহানবী (ছাঃ)-এর ধারে কাছেও যেতে পারেননি। তিনি শুধুমাত্র একটি দেশ বা একটি জাতির জন্য নয়; বরং সকল যুগের, সর্বকালের এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহানবী (ছাঃ) ছিলেন আমাদের সকলের আদর্শ। স্বামী হিসাবে তিনি ছিলেন স্ত্রী অনুরাগী আদর্শ স্বামী, পুত্র হিসাবে ছিলেন পিতৃ-মাতৃভক্তি আদর্শ পুত্র, পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন মমতাশীল কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ পিতা, উপাসনায় তিনি ছিলেন ধ্যানমগ্ন আদর্শ বান্দা, গৃহী হিসাবে দেখা যায় গৃহে কর্মরত আদর্শ গৃহী, প্রভু হিসাবে তিনি ছিলেন সদা হাস্য বদন আদর্শ প্রভু, ভৃত্য হিসাবে দেখা গেছে কর্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী আদর্শ ভৃত্য, সৈনিক হিসাবে রণকুশলী স্থির মস্তিষ্ক সেনাপতি, নেতা হিসাবে ছিলেন হিতৈষী জনসেবক আদর্শ নেতা এবং বিচারকর্তা হিসাবে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ বিচারক। অর্থাৎ সর্বত্র তিনি ছিলেন أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ সর্বোত্তম আদর্শ। এমন সার্বজনীন মানুষ দ্বিতীয়টি আর নেই।

জোনাকী হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট

আমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রের উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন করে থাকি। ভাত, বড় মাছ, ছোট মাছ, খাশির মাংশ, মুরগির মাংশ, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, পরিবেশন করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্যাকেট খাবারও সরবরাহ করে থাকি।

পরিচালনায়ঃ আব্দুর রহমান
পদ্মা হোটেলের নিচে, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কতিপয় সুপারিশ

-আহমাদ শরীফ*

বর্তমান শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশা ও অশান্ত পরিস্থিতি ঘুচাতে ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা মানবতা ও সময়ের অনিবার্য দাবী হিসাবে বিবেচিত। ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিকের সুষম বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে একটি সমন্বিত জীবন পদ্ধতি প্রদান করা মতবাদ বিক্ষুব্ধ মানবতার আন্তরিক কামনা। ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক একটি আদর্শ ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে সুখী, সমৃদ্ধশালী, শান্তিময় আদর্শ সমাজ ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য বিষয়। নিম্নে ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হ'ল-

১. শিক্ষাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য ইসলামের তথা কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে প্রচলিত শিক্ষার আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃটিশদের (Devide and rule policy) ফলস্বরূপ সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার বিভাজন উঠিয়ে দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের দিক নির্দেশক এক ও অভিন্ন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. ইসলাম মানবজাতির পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাতের ধারণা অবিচ্ছিন্ন। বরং দুনিয়ার জীবনের কর্মের ফলাফলের ভিত্তিতেই আখেরাতের সুখ-দুঃখের জীবন নির্ধারিত হবে। তাই পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সাফল্য ও মুক্তির সমন্বিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. মানবজীবনে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন তথা চরিত্রবান, যোগ্য, আদর্শ মানুষ ও পরিপূর্ণ মুসলিম রূপে গড়ে তুলতে সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও বিষয়বস্তু প্রণয়ন ও সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. শিক্ষার পরিবেশকে ইসলামী জীবন দর্শনের একটি জীবন্ত প্রতীক হিসাবে গঠনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় তথা শিক্ষার গোটা পরিবেশকেই ইসলামী জীবনবোধের আলোকে ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সৃষ্টির উপযোগী পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে ইসলামী নৈতিকতার অনুশীলন করার সুব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীলতা ও বাস্তব জীবনে ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী নৈতিকতার অনুসরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৬. শিক্ষার সকল বিষয়ে তথা সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা, প্রকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়নের ও শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. ইসলাম বয়ঃপ্রাপ্ত নর-নারীর জন্য পর্দা ফরয করেছে। তাই ইসলামে বয়ঃসীমা অতিক্রমের পর সহশিক্ষা বিলোপ সাধন করে মহিলাদের জন্য পৃথক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

৮. সৎ ও ন্যায়সংগতভাবে হালাল জীবিকা অর্জনে সক্ষম, জীবনের সকল দিক ও বিভাগে দায়িত্ব ও কর্তব্য যোগ্যতার সাথে প্রতিপালনের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। সেজন্য কর্মমুখী, বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯. ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যা কিনা মানবজাতির সকলের জন্য জ্ঞান অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. মাতৃভাষা ছাড়া কোন জাতি স্বীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনবোধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অপরদিকে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল শিক্ষা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিদ্যমান। ফলে আরবী ভাষা জ্ঞান ছাড়া ইসলামী জীবন দর্শনকে জানার বিকল্প কোন পথ নেই। তাই শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার সাথে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১১. ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে করে মানুষ অনায়াসে সম্যকভাবে বুঝতে পারে যে, বিশ্বজগতের

* শিক্ষক, জগতপুর এডিএইচ সিনিয়র মাদরাসা, বড়িচং, কুমিল্লা।

স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জীবনদর্শন তথা মনোনীত জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। আর এ দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের মাঝে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ও সঠিক বিকাশে ইসলামী শিক্ষাই সঞ্জীবনী শক্তি হিসাবে পথনির্দেশ করতে পারে।

১২. ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতার যে অভাব রয়েছে, তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য বেতার, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীতা এবং কল্যাণকারীতা সম্পর্কে জনসাধারণকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

'গাছ লাগান, দেশ বাঁচান, পরিবেশ রক্ষা করুন'! ... এ জাতীয় শ্লোগানের মত-

'ইসলামী শিক্ষা অর্জন করুন
ইহ ও পরকালীন জীবনে
শান্তি ও মুক্তিলাভে সমর্থ হৌন।'
'এসো ভাই- এসো বোন
এসো কুরআন-হাদীছের আলোকে মোরা
ফুলের মত গড়ি এ জীবন।'

এ রকম শ্লোগান নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. ইসলামের স্বভাবসুলভ অনুসন্ধিৎসা হ'তেই বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। অন্যদিকে ইসলামে চিন্তা-গবেষণার জন্য মানবজাতির প্রতি রয়েছে শত অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও নির্দেশ। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের সর্বপ্রথম আদর্শ তথা সুন্নাত হ'ল, 'গারে হেরা'য় গভীর চিন্তা-গবেষণা। তাই মানুষের অনুসন্ধিৎসাকে প্রাকৃতিক শক্তি ও তার রহস্যে উৎঘাটন করে তথা সৃষ্টিরাজির সকল কিছুকেই মানব কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৪. গবেষণা কর্মে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটির নিজস্ব উন্নত লাইব্রেরী, গবেষণা শিক্ষা দানের উপযোগী ও যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনী ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫. কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, অলংকার শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তি লাভের জন্য জ্ঞান সাধনা ও অধ্যয়নের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

ডঃ ইসলামুল হকঃ খসে গেল এক তারকা

-শেখ দরবার আলম

(গত সংখ্যার পর)

কার্যত এক এক রকমের জীবনবোধ মানুষকে এক একটা জায়গায় পৌঁছে দেয়। নও মুসলিম ডঃ ইসলামুল হকের বিষয়টিও আমি ঠিক সেভাবেই দেখি।

এই মানুষগুলো কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেছেন ইসলামের কোন গৌরব যুগে নয়। অর্থাৎ মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নগদ লেনদেনের কোন আকাঙ্ক্ষাও তাঁদেরকে প্রভাবিত করেনি। তাঁদেরকে প্রভাবিত করেছিল কোন মুসলমান নয়, খোদ ইসলাম। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা। তার বাস্তবায়ন কোথাও আজ যদি নাও থাকে, তার বাস্তবায়ন যে হওয়া আবশ্যক সেটাই তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে তাঁরা একটা ত্যাগের মনোভাব নিয়েই এই পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

ডঃ ইসলামুল হক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন উপমহাদেশ বিভক্তির পর ১৯৮৪-এর জানুয়ারীতে। সময়টা লক্ষ্যণীয়।

১৭৫৭'র ২৩শে জুনের পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধ প্রহসনের পর থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের মুসলমানরা এবং পরে ১৮৫৭ থেকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা যে মাশুল গুণে আসছিলেন সেই মাশুল গুণার অবসান ভারতের মুসলমানদের জন্য আর হ'ল না। ১৯৪৭-এর মধ্য-আগষ্ট থেকে সেই মাশুল গুণার হার ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বরং আরও বৃদ্ধি পেল। আর বিস্ময়ের ব্যাপারটা হ'ল এই যে, এই সময়টা থেকেই ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভগবান মোহন্ত স্বামী ডঃ শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ ভারতে মুসলমানদের হাল হকিকৎ জানার পরও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। অর্থাৎ তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া শুরু করলেন এমন একটা সময় থেকে যে সময়টা ভারতের মুসলমানদের জন্য আগের যে কোন সময়ের তুলনায় প্রতিকূল। ভারত শাসনের ভার তখন মোহন্ত স্বামী ডঃ শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজের নিজের সম্প্রদায়ের হাতে।

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যারা ছিলেন ক্রিম ফোর্স, যারা ছিলেন মেধাবী, প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল মানুষ, তাঁরা তখন উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের পথে পা বাড়িয়েছেন। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যারা সরকারী চাকরি-বাকরি করতেন তাঁদের সিংহভাগটাই ইতিমধ্যে তখন নতুন দেশ গড়তে পাকিস্তানের পথে পা বাড়িয়েছেন। মুসলমানদের ঘরবাড়ী

দখল, মুসলিম নিধনযজ্ঞও চলছে। সংখ্যা এবং পরিমাণের দিক দিয়ে কম হ'লেও এরকম কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি উপমহাদেশের কোন কোনখানে সে সময় ভগবান শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজের নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের যে একবারেই হয়নি এমনটিও নয়। তবু তিনি যে উপমহাদেশ বিভক্তির পরের একটা সময় থেকেই ইসলামের প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিলেন, এটা ভাবায়। বোঝা যায় যে, তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার পেছনে নগদ লাভ-ক্ষতির কোন হিসাব কাজ করেনি।

ইসলামের প্রতি আকর্ষণবোধ করার ক্ষেত্রে কতকগুলো অলৌকিক ব্যাপার তাঁর জীবনে আসে। এগুলোর মধ্যে একাধিক স্বপ্নদৃশ্যও আছে।

ইসলামের প্রতি তিনি ক্রমে গভীরভাবে আকৃষ্ট এবং মগ্ন হয়ে পড়ছেন। এটা তাঁর নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমাজপতি, ধর্মগুরু এবং শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরও চোখ এড়ায়নি। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁরা জানতেও চান। তিনি এ বিষয়ে সর্বসমক্ষে তাঁর বক্তব্য অসঙ্কোচেই প্রকাশ করেছেন। বোঝা যায়, অত্যন্ত ঋজু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৎ এবং জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তিনি।

[তিন]

নও মুসলিম ইসলামুল হকের জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা যেলার বৃন্দাবন শহরে। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আশ্রমে'। ভারতের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাচ্যবিদ্যায় এম,এ, পাস করেন। গুরুকুল কাংরি থেকে তিনি সংস্কৃতে 'আচার্য' ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি উত্তীর্ণ হন ডিডি অর্থাৎ ডক্টর অব ডিভাইনিটি পরীক্ষায়। পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের ওপর তিনি একটা কম্পারেটিভ স্টাডিও করেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যা এবং ডিভাইনিটি-এই দু'টো বিষয়ের ওপর তিনি ডক্টরেট ডিগ্রীও অর্জন করেন।

ষষ্ঠ পোপের আমন্ত্রণে তিনি ভ্যাটিকান সিটিও সফর করেন। সেখানে পৃথক পৃথক সাতটা বিষয়ের ওপর তাকে বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছিল। তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সম্মানসূচক 'ও.এফ.এম. ক্যাপটেইন' উপাধি দেয়া হয়েছিল। ভ্যাটিকান সিটির নাগরিকত্বও দেয়া হয়েছিল তাকে।

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম তাকে আকৃষ্ট করেনি। ইসলাম তাকে অনেক আগে থেকেই আকৃষ্ট করেছিল, সেই ১৯৮৪ সাল থেকে। গত ২২ এপ্রিল ২০০০ তারিখে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সাংস্কৃতিক পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ছাহেব এক লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছেন-

'ডঃ ইসলামুল হক এমএ, ডিডি, পিএইচডি (অক্সফোর্ড), ওএফএম ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাবেক ভগবান মোহন্তস্বামী ডক্টর শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন ধর্মাচার্য আদ্যাশক্তি ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসের এক রাতে স্বপ্নযোগে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। স্বপ্নে নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করেন ও কালেমা পাঠ করান এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেন। একই ধরনের স্বপ্ন তখন তাঁর স্ত্রীও দেখেন। পরবর্তীকালে ডঃ ইসলামুল হক ১৯৮৬ সালের ১০ই মে তারিখে রামাযান মাসে ভূপালের রাণী ছাহেবা মসজিদে মাওলানা আবদুল লতীফ-এর কাছে সপরিবারে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং আগের সমস্ত অর্থসম্পদ ও প্রতিপত্তি ত্যাগ করে অতি সাধারণ জীবনযাপন শুরু করেন। প্রায় চার কোটি লোকের ধর্মগুরু এই ধর্মাচার্যের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। নিবেদিত প্রাণ এই মহান ত্যাগী আশেকে রাসূল ডঃ ইসলামুল হক ছাহেবকে দীর্ঘ দু'বছর চেষ্টার পর আমরা বাংলাদেশ ইসলামিক সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক সেমিনারে খুলনাতে সপরিবারে এনেছিলাম। তাঁর আগমনে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে। এই মহান ইসলামী সাধক এ দেশে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অবস্থান করে মুসলমানদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেন।

এরপর ডঃ ইসলামুল হক মালয়েশিয়ায় কয়েক মাস সফর করে ভারতে ফিরে যান। ইন্তেকালের আগে তিনি ইরান ও পাকিস্তান সফর করে ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দু'মাস কাটিয়ে মাদ্রাজে ফিরে ব্লু ডায়মণ্ড হোটেলে অবস্থানকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বুম্বাইতে নিয়ে যাওয়ার পর ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন তারিখে ইন্তেকাল করেন। সম্প্রতি তাঁর কন্যা আয়শা হক বাংলাদেশের দ্বীনি ভাই ও বোনদের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় সকলের কাছে তাঁর আব্বা ডঃ ইসলামুল হকের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করার আবেদন জানিয়েছেন।

[চার]

ডঃ ইসলামুল হকের কন্যা আয়শা হকের আগের নাম ছিল অপরাজিতা। বিশেষত তাঁর আব্বার ইন্তেকালের পর তাঁর আম্মা খাদীজা বেগমকে পাশে নিয়ে প্রবল প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও তিনি তাঁর আব্বার অনুসৃত ধর্ম ইসলামেই স্থিত থাকতে চেয়েছেন। এদের সবাইকেই ইসলাম সম্মত নাম দিয়েছিলেন ভূপালের জাহাঙ্গীরাবাদের বুজর্গ মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ রিজভী। জীবনে একাধিক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইসলামুল হক। ১০ই মে ১৯৮৬ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি যে ইসলাম গ্রহণ

Contents

করেন এর দিন দুই আগে এরকম একটা অলৌকিক ঘটনা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

কেবল স্বপ্নদৃশ্য বা অলৌকিক ঘটনা নয়, পৃথিবীর দশটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তিনি যে ব্যাপক পড়াশোনা করেছিলেন মূলতঃ সেটাই তাকে ইসলাম গ্রহণের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা এবং অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তদুপরি ব্যক্তিমানুষের সততা এবং বিশ্বস্ততারও দরকার হয় এবং ব্যাপারটা ওই পর্যায়ের বলেই তাঁর মেয়ে আয়শা হকও ইসলামকে আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে দৃঢ়চেতা হয়েছেন। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, এমন একটা বিত্তবান এবং প্রভাবশালী পরিবার যে ছিন্ন বস্ত্রের মত তাঁদের আগের ধর্ম, বিত্ত-বৈভব, প্রতিপত্তি ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণে তৃণমূল স্তরে নেমে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালেও যে অর্থ-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির আকর্ষণে নিজেদেরকে আর জড়াতে চাননি, সেটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একটা উন্নত জীবনবোধে পৌঁছানোর ফলেই। মনে রাখতে হবে, এই উন্নত জীবনবোধের সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন ইসলামে। আমাদের এখনকার মুসলমানদের মধ্যে নয়।

যে সব তথ্য দেখছি, তাতে মনে হয়, তাঁর একটা পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ প্রণীত হওয়া দরকার। সেখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাওয়া যাবে। পৃথিবীর সব দেশেরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনেক সৎ, বিশ্বস্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে খোদ ইসলামের বিষয়েই মুসলমানদেরকেও শিক্ষণীয় অনেক কিছু চিনিয়ে দিয়েছেন। ডঃ ইসলামুল হকের ভূমিকাটা সেভাবেই দেখা উচিত। কেননা, আমরা যারা মুসলমান ঘরে জন্মেছি, ইসলাম আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, ইসলাম আমাদের কাছে কোন অর্জন নয়। কিন্তু ডঃ ইসলামুল হক, তাঁর পত্নী খাদীজা বেগম এবং তাঁদের কন্যা আয়শা হকের কাছে ইসলাম হ'ল একটা অর্জন। সবচেয়ে বড় অর্জন, সবচেয়ে মহৎ অর্জন। এ জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করার কঠিন সিদ্ধান্তও তাঁদেরকে নিতে হয়েছে। তাঁদের সেই সিদ্ধান্তটা কেন, সেই ত্যাগটা কেন, সেটাই আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে, খতিয়ে দেখতে হবে।

বিষয়টি রাজনীতি করার নয়, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে খাটো করে দেখার নয়, একটা মহৎ জীবন ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখার, একটা কাঙ্খিত লক্ষ্যে কিছু মহৎ মানুষের ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারটা অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করার এবং নিজেদেরকে সেই মত গড়ে তোলার।

(সমাপ্ত)

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(١٨) عن ابى بكر الصديق مرفوعا، مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا اَوْعِنْدَهُ يس غُفِرَلَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ اَوْحَرْفٍ-

(১৮) 'আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করবে এবং তাদের দু'জনের নিকটে অথবা এক জনের নিকটে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার পঠিত প্রতিটি আয়াত অথবা হরফের সংখ্যা পরিমাণ গোনাহ মাফ করা হবে'। হাদীছটি মওযূ বা জাল।[১]

(١٩) اِخْتِلاَفُ أُمَّتِىْ رَحْمَةٌ -

(১৯) 'আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য হওয়াটা রহমত'। হাদীছটি ভিত্তিহীন। শায়খ আলবাণী বলেন, হাদীছটির ছহীহ, যঈফ কিংবা জাল কোন প্রকার সূত্র নেই।[২]

(٢٠) عن جابر مرفوعا، أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ -

(২০) 'জাবের (রাঃ) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার ছাহাবীগণ তারকারাজীর মত। তোমরা যারই অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পাবে'। হাদীছটি জাল।[৩]

(٢١) أَهْلُ بَيْتِى كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ-

(২১) 'আমার পরিবার তারকারাজীর মত। তোমরা যারই অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পাবে'। হাদীছটি জাল।[৪]

(٢٢) عَجِّلُوا بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْفَوْتِ وَعَجِّلُوْا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ-

(২২) 'ছালাতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই তাড়াতাড়ি তোমরা ছালাত আদায় কর। আর মরণ আসার পূর্বেই তাড়াতাড়ি তোমরা তাওবা কর'। হাদীছটি জাল।[৫]

(٢٣) عن ابى الدرداء قال رسول الله صلى

* *সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আবু নু'আঈম, সিলসিলা যাঈফা হা/৫০, ১/১২৬ পৃঃ।*
২. *সিলসিলা যাঈফা ১/১৪১ পৃঃ, হা/৫৭।*
৩. *সিলসিলা যাঈফা হা/৫৮, ১/১৪৪ পৃঃ ।*
৪. *সিলসিলা যাঈফা ১/১৫২ পৃঃ, হা/৬২।*
৫. *সিলসিলা যাঈফা ১/১৭৪ পৃঃ, হা/৭৬।*

اللّه عليـه وسلم إذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانه
فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَعَنْ خَلْقِهِ، فَلاَ
تُصَدِّقُوْا بِهِ وَإِنَّهُ يَصِيْرُ إِلى مَاجَبَلَ عَلَيْهِ -

(২৩) 'আবুদারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমরা শুন যে, কোন পাহাড় তার নিজ স্থান থেকে সরে গেছে, তবে তা বিশ্বাস কর। আর যদি শুন যে, মানুষের চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে, তবে তা বিশ্বাস করনা। কারণ মানুষ তার সৃষ্টিগত স্বভাবের উপর ফিরে যায়' *(আহমাদ)* হাদীছটি যঈফ।[৬]

(٢٤) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ لِأَنِّىْ عَرَبِيٌّ
وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ-

(২৪) 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আরবীদের ভালবাস তিনটি কারণে- (১) আমি আরবীভাষী, (২) কুরআন আরবী (ভাষায় অবতারিত) এবং জান্নাত বাসীদের ভাষা (হবে) আরবী' (হাকেম)। হাদীছটি জাল।[৭]

(٢٥) عن أنس مرفوعًا، إِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ قَلْبًا وَإِنَّ
قَلْبَ الْقُرْآنِ يس مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ
عَشْرَ مَرَّاتٍ-

(২৫) 'আনাস (রাঃ) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় বা মূল আছে। আর কুরআনের হৃদয় বা মূল হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার পড়বে, সে যেন ১০ বার কুরআন মজীদ পাঠ করল' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি জাল।[৮]

---

৬. *সিলসিলা যাঈফা হা/১৩৫, ১/২৬০ পৃঃ।*
৭. *সিলসিলা যাঈফা হা/১৬০; ১/২৯৩ পৃঃ ।*
৮. *মিশকাত* হা/২১৪৭,'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; সিলসিলা যাঈফা হা/১৬৯।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

মিষ্টি বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, স্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

অর্থনীতির পাতা

ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের সমস্যাঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

(গত সংখ্যা পর)

৫. বাংলাদেশের প্রচার ও গণসংযোগ মাধ্যমসমূহও ইসলামী ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়নের নিদারুণ বৈরী। সাধারণভাবে দেশের গণসংযোগ মাধ্যম এবং প্রচার যন্ত্রগুলি জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। জনগণের ধ্যান-ধারণাকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করে তোলাই এদের কাজ। কিন্তু বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র সমূহের আচরণ ও নীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ইসলাম বিরোধিতাই এদের ব্রত। এদেশের টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকের প্রতি নযর ফেরালে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এদেশে সরকারী গণমাধ্যমগুলির, বিশেষ করে টেলিভিশনের ইসলাম বিরোধিতা এতই তীব্র যে, বিজ্ঞাপনের জন্যে নির্ধারিত হারে অর্থ পরিশোধের চুক্তিতে পর্যন্ত 'ইনশাআল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যায় না। সরকারী দপ্তরে এজন্যে ব্যাখ্যা চেয়েও কোন উত্তর মেলে না।

খবরের কাগজ ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার অবস্থাও তথৈবচ। এখানে ইসলাম বিরোধিতার পাশাপাশি রয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি ও বিষোদগার। সরকারের গৃহীত উদার প্রকাশনা নীতির সুবাদে এই অবস্থা বর্তমানে আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বেশ কিছু ভূঁইফোড় সাপ্তাহিক ও সদ্য গজিয়ে ওঠা দৈনিক পত্রিকা ইসলামের রীতি-নীতি, ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কুৎসিত ও কদর্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এদের রীতিবিরুদ্ধ। এই জোয়ারের বিরুদ্ধে ইনকিলাব, সংগ্রাম, আরাফাত, সোনার বাংলা, মুসলিম জাহান, বিক্রম, পৃথিবী, মদীনা, কলম, নতুন ঢাকা ডাইজেষ্ট, পালাবদল, **আত-তাহরীক**, দারুস সালাম প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা দুঃসাহসী ব্যতিক্রম। এরাই মুসলিম গণমানুষের চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরছে দেশের কাছে, দশের কাছে। কিন্তু সরকারের নিদারুণ ঔদাসীন্য এবং ইসলাম বিরোধীদের গোয়েবলসীয় প্রচারণার বিরুদ্ধে এই প্রয়াস কতদূর ও কতখানি সফলতা অর্জনে সক্ষম?

৬. এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে তথা এর প্রচার ও প্রসারের বিরোধী। মাদরাসা শিক্ষাসহ দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ইসলামী অর্থনীতি পড়ানো হয়না। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

সম্মান শ্রেণীর অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পাঠ্যসূচীর কোন কোন পত্রে সামান্য মাত্র ইসলামী ব্যাংকিং, অর্থনীতি চিন্তা ইত্যাদি বিষয় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে পরিহাস ও পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী নিয়েও ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে সঠিক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জিত হয় না। মাদরাসা শিক্ষাতেও ইসলামী অর্থনীতি নামে যা পড়ানো হয়, তা আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতি। ঐ অর্থনীতি পড়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বা ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানার কোন উপায় নেই। আসলেই বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন এদেশে হয়নি- না পাকিস্তান আমলে, না বাংলাদেশ আমলে। যে পরিবর্তন হয়েছে তা শুধু বহিরঙ্গ বা উপরি কাঠামোর। ভেতরের কোন পরিবর্তন আজ অবধি হয়নি। এদেশের জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিপোষক পাঠ্যক্রম তৈরী করতে সরকারের যথোচিত উদ্যোগের অভাবের কথা কাউকে আজ আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না।

৭. বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থাও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের প্রতিকূল। এদেশের আইন ব্যবস্থা বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থারই কিছুটা সংশোধিত রূপ। মূলতঃ এই আইন বৃটিশ ও রোমান আইনের সংমিশ্রণ। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পারিবারিক আইন, সম্পত্তি বাটোয়ারা বা উত্তরাধিকার আইন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম, কর, ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও ইসলামী অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। বিদ্যমান ব্যবসায় আইন সূদের সপক্ষে এবং ইসলামী ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও বীমার বিপক্ষে। তাই এই আইন কাঠামোর আওতায় ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা দুঃসাধ্য।

৮. এদেশে ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগের সুযোগ নেই। বিদ্যমান শ্রমনীতি পুঁজিবাদের অনুসারী। তাই এই শ্রমনীতি ইসলামের অনুশাসনের কাছাকাছিও নয়। তথাকথিত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের শ্রমনীতিও ইসলামী শ্রমনীতির মূল বক্তব্যের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। ইসলামী শ্রমনীতির মর্মকথা 'শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই'। এই বিধানের স্বীকৃতি খোদ আই.এল.ও. কনভেনশনের চার্টারেও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তাই একদিকে যেমন রয়েছে মালিকের অব্যাহত শোষণ ও নানা দুর্নীতি, শ্রমিক নেতাদের লোভ ও অন্যায় চাপ, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সরকারের দুর্বলতা এবং সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর নিদারুণ বঞ্চনা। শ্রমিকদের জন্যে প্রবর্তিত ইসলামী শ্রমনীতি বা সত্যিকারের মানবিক শ্রমনীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এদেশে বাধা রয়েছে তিন পক্ষের। **প্রথম পক্ষ** খোদ শিল্প মালিকগণ, **দ্বিতীয় পক্ষ** শ্রমিক স্বার্থের ধ্বজাধারী ট্রেড ইউনিয়ন এবং **তৃতীয় পক্ষ** সরকার নিজেই। বিশেষতঃ সরকার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের চাইতে মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি অধিক যত্নবান। আইন কাঠামো পরিবর্তন না করে তাই এদেশে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন দুরূহ ব্যাপার।

৯. ভূমিস্বত্ব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এদেশে ইসলামী অর্থনীতির বিধি-বিধান প্রয়োগের সুযোগ নেই। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে এদেশের আইন ব্যবস্থা বৃটিশ আইন ব্যবস্থার অনুসারী। তাই এসব ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির সূত্র বা নীতিমালা প্রয়োগ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। ফলশ্রুতিতে ইসলামী অর্থনীতির সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সকলেই। ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রাজস্ব ও উশর আদায় এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ইসলামীকরণ করতে হ'লে প্রথমেই বাধা আসবে এদেশের বড় বড় জোতদার ও বড় মাপের ভূমি মালিকদের পক্ষ থেকে। তাদের সমর্থন জোগাবে গ্রামীণ টাউট ও রাজনৈতিক মাস্তানরা। সরকারও ভোটের জন্যে এদের অন্যায় দাবীর কাছে নতি স্বীকার করবে (অতীতে যেমন করেছে)।

১০. উপযুক্ত লোক, প্রতিষ্ঠান ও মানসিকতার অভাবে মুযারাবা, মুশারাকা ও করযে হাসানা প্রদানের ব্যবস্থা করা এদেশে এখন একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হ'লে যেসব কর্মপদ্ধতি অতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে সেসবের মধ্যে 'করযে হাসানা' প্রদান ও 'মুযারাবা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজে অভাবী লোকের সাময়িক প্রয়োজন পূরণ এবং কর্মসংস্থানের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামের সোনালী যুগে তো বটেই, এমনকি আইয়ামে জাহেলিয়াতেও 'মুযারাবা' পদ্ধতি চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে সূদের সর্বগ্রাসী প্রকোপে এবং ব্যক্তি চরিত্রের নিদারুণ অবনতির কারণে না করযে হাসানা প্রদান করা যায়, না মুযারাবার উদ্যোগ নেওয়া যায়। ইসলামী ব্যাংকগুলি পর্যন্ত বাংলাদেশে 'মুযারাবা' পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে ভরসা পাচ্ছে না ব্যক্তি চরিত্রের অবনতি ও আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগের অভাবে। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারতেই মসজিদকেন্দ্রিক 'করযে হাসানা' প্রদান ও 'মুযারাবা' পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। মানসিকতার পরিবর্তন এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরীর ব্যর্থতাই এদেশে এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

১১. বাংলাদেশে যাকাত আদায় ও বিলিবন্টনের জন্যে উপযুক্ত সরকারী আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের পথে অন্যতম অন্তরায়। এদেশে ইনস্টিটিউশন হিসাবে যাকাতের ব্যবহার নিদারুণভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। যাকাতের আর্থ-সামাজিক উপযোগিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। খুলাফায়ে রাশেদার (রাঃ) আমলে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায় ও

বিলিবন্টনের উপযুক্ত উদ্যোগ নেই। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডের কাঙ্খিত সুফল হ'তে জাতি বঞ্চিত। প্রসঙ্গতঃ বলা ভাল, সরকারী ভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে এদেশে কোন আইন নেই। আইন তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হ'লে প্রথম ও প্রবল বাধা আসবে ধনীদের কাছ থেকেই। এ জন্যে সরকারী কঠোরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন যেমন আশু কর্তব্য তেমনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাও অতীব যরূরী।

১২. ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম শত্রু হ'ল সূদ। অথচ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সূদের সর্বগ্রাসী আক্রমণ কবলিত। দেশের সব ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কোন-না-কোনভাবে সূদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত। সূদের উচ্ছেদ ইসলামী অর্থনীতির শুধু অন্যতম দাবীই নয়, সূদ বিদ্যমান থাকলে ইসলামী অর্থনীতি তার সঞ্জীবনী শক্তি হারাবে। সূদ সমাজ শোষণের নীরব অথচ প্রধান হাতিয়ার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ নানা বেইনসাফীর উৎসমূল হ'ল সূদ। কিন্তু বাংলাদেশে কি সরকার, কি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কেউই সূদ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়। সূদী কার্যক্রম নিরোধের এবং সূদের যুলুম হ'তে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনে কোন মহলেরই•আগ্রহ নেই। উপরন্তু আইনের সাহায্যে সূদকে সর্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে এদেশের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে।

১৩. জুয়ার উচ্ছেদ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী। কিন্তু বাংলাদেশে জুয়ার উচ্ছেদের পরিবর্তে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং বহুক্ষেত্রেই তা সরকারী ছত্রছায়াতেই। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শুধুমাত্র ঘোড়দৌড় বা রেসের জুয়াই সরকারী নির্দেশে বন্ধ হয়েছে। অন্যান্য সব জুয়া রয়ে গেছে পূর্বের মতই। বরং যাত্রার প্যাণ্ডেলে হাউজি এবং রেল ষ্টেশন, বাসষ্ট্যাণ্ড সর্বত্র নানা রূপের ও নানা কৌশলের জুয়া চলছে অপ্রতিহত গতিতে। এর উচ্ছেদ না হওয়ায় সাধারণ লোক ক্রমাগত ঠকছে, নিঃস্ব হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতি ইনসাফ, আদল ও ইহসানের অর্থনীতি। জুয়ার অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং ধনী লোকেরাই নানা অবয়বে জুয়ার ব্যবসায়ে লিপ্ত। জুয়া উচ্ছেদে বাধা আসবে প্রথমতঃ তাদের কাছ থেকেই। কিন্তু সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও আপামর জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হ'লে এর উচ্ছেদ অপরিহার্য।

১৪. ব্যবসায়িক অসাধুতার প্রশ্রয়দান ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে বৈরীতার নামান্তর। কোন সৎ ও সভ্য সমাজে ব্যবসায়িক অসাধুতা প্রশ্রয় পায় না। চোরাকারবার, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, কালোবাজারী, পণ্যে ভেজাল, ওযনে কারচুপি, নকল করা প্রভৃতি সকল দেশেই ঘৃণ্য অপরাধ। এর জন্যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর যুগ হ'তে 'হিসবাহ' ও 'হিজর' নামে দু'টি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান অব্যাহতভাবে কাজ করে গেছে সব ধরনের ব্যবসায়িক অসাধুতা ও প্রতারণা নিরোধ ও উচ্ছেদের জন্যে। বাংলাদেশেও এর প্রতিবিধানের জন্যে ফৌজদারী আইন রয়েছে। এমনকি ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে চোরাকারবারীর। কিন্তু কাযীর গরু কেতাবেই থাকে, গোয়ালে নয়। তাই আজকের বাজার ব্যবস্থা চরমভাবে অনিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের শিকার। এজন্যে আইনের দীর্ঘসূত্রিতা এবং আমলাতান্ত্রিকতা দায়ী। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হ'লে কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আমলাতান্ত্রিকতা ও আইন প্রয়োগের দীর্ঘসূত্রিতা দ্রুত পরিহার করতে হবে। তবেই ইসলামী অর্থনীতির আদল ও ইহসানের সুফল পৌঁছবে জনগণের ঘরে ঘরে।

১৫. কালো টাকাও এদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। যারা নানাবিধ অসামাজিক, অনৈতিক ও বেআইনী কাজের মাধ্যমে হাযার হাযার কোটি কালো টাকার মালিক হয়েছে ও হচ্ছে, তারা কিছুতেই ইসলামী ইনসাফ, আদল ও ইহসানের কাছে নতি স্বীকার করতে চাইবে না। কর ফাঁকি দেওয়া, জালিয়াতি, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা, দুর্নীতি, ঘুষ ও চাঁদাবাজী, বৈদেশিক বাণিজ্যে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং প্রভৃতি হেন অপকর্ম নেই, যা এই চক্রের লোকেরা করে না। অসদুপায়ে অর্জিত এই অর্থের অংশবিশেষ দিয়ে তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফায়দা লোটে ও সামাজিক মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করে। এমনকি জাতীয় নির্বাচনেও তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের পক্ষের শক্তিকে জিততে সাহায্য করে, যেন তাদের স্বার্থবিরোধী কোন কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হ'তে না পারে। ফলে আপামর জনসাধারণ যে ভয়ানক আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতি ও ভোগান্তির শিকার হয় তার সীমা-পরিসীমা থাকে না।

১৬. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের মানসিক গঠনও অন্যতম প্রতিবন্ধক। এদেশের জনসাধারণ খুবই আবেগপ্রবণ। যুক্তিনির্ভর নয়। মনমত কথা বলে সহজেই এদের চিত্ত জয় করা যায়। তাই হাতে তসবীহ নিয়ে বা বিসমিল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হয়। ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখালে কিছু যায় আসে না এজন্যে যে, জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় প্রতিবাদ জানায় না। অধিকাংশ অশিক্ষিত, আবেগপ্রবণ ও অসংগঠিত জনগণের কারণে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ করে সরকার রেহাই পেয়ে যায়। ইসলাম অনুসারী কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের তো তার প্রশ্নই ওঠে না।

১৭. ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বুনিয়াদ 'আমর বিল মা'রূফ' (সুনীতির প্রতিষ্ঠা) এবং 'নাহী 'আনিল মুনকার' (দুর্নীতির উচ্ছেদ)। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ দু'টি নীতির কোনটির যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছে না। বরং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দুষ্কৃতি এখন এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, দেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত বলতে বাধ্য

হয়েছেন, 'দেশে এখন শিষ্টের দমন আর দুষ্টের লালন চলছে'। একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্যে কি গভীর লজ্জা ও পরিতাপের কথা! সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্যে যে ঈমানী জাযবা প্রয়োজন, তাও অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে অনুপস্থিত। ফলে ইসলামী অর্থনীতির যে ধারণা বা নীতি কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে যাবে, তার বাস্তবায়ন প্রতি পদে বাধা পাবে এদেশে। এটাই স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক। সরকারও এদের মদদ যোগাবে কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে। তাই ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে বাধা ঘরে-বাইরে সর্বত্র।

১৮. বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলিমের ধর্মীয় অনুভূতি খুবই তীব্র ও প্রবল। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এই অনুভূতি বহুলাংশে আবেগ সর্বস্ব এবং ইসলামের বহিরঙ্গ নিয়েই তৃপ্ত। ঐশী জীবন বিধানের বাস্তব প্রয়োগ করে জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহ্র রঙে রঞ্জিত করার লক্ষ্য তাদের কাছে গৌণ। ইসলামী শরীয়াহ্র বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে ইহলৌকিক জীবনকে পারলৌকিক জীবনের জন্যে প্রস্তুত করে নেওয়ার দৃঢ় বাসনা তাদের মধ্যে প্রায়শঃই অনুপস্থিত। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই চেতনার অভাবে তাদের ইসলামের প্রতি আবেগতাড়িত অনুভূতিকে সুসংহতভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন বা প্রতিষ্ঠার জন্যে সেটাই সবচেয়ে বেশী যরূরী।

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আর্থার ল্যুইস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The Principles of Economic Planning গ্রন্থে পরিকল্পনার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার আবশ্যিক শর্ত হিসাবে যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর মতে- 'জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি।' বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় বিপুল জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা গ্রহণ ও ক্ষেত্র বিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংহত করে সুগঠিত শক্তিতে রূপান্তরিত করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার বড়ই অভাব। এই প্রয়োজন পূরণই বর্তমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম

বের হয়েছে! বের হয়েছে! বের হয়েছে!

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব কর্তৃক প্রণীত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রচিত নতুন মুদ্রণে প্রকাশ পেলো,

(১) সংক্ষিপ্ত ফকির ও মাযার থেকে সাবধান। ৩য় মুদ্রণঃ মূল্য ৩১/=

(২) পবিত্রতা অর্জন ও ছালাত আদায়ের পদ্ধতি, মূলঃ আবূবাকর জাবির আল জাযায়েরী, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং মসজিদে নববীর খত্বীব। ৪র্থ মুদ্রণ, মূল্যঃ ৩১/=

(৩) আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি। ৪র্থ মুদ্রণ, মূল্যঃ ৩১/=

(৪) আল-মাদানী সহীহ নামায, দো'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড় ফুঁকের চিকিৎসা। ৪র্থ মুদ্রণ, মূল্যঃ ৫১/=

(৫) হাদীসের আলোকে কাহিনী সিরিজের ৮নং ও শেষ সিরিজ মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রথম প্রকাশ মূল্যঃ ৫১/=

আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনী সিরিজের সাথে গিফ্ট ব্যাগ ফ্রি!

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্রাব কর্তৃক প্রণীত হাদীসের আলোকে আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনী সিরিজ আদম (আঃ) থেকে ধারাবাহিক ভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আম্বিয়া (আঃ)-এর পূর্ণ দলীল প্রমাণ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী সিরিজের পূর্ণ ৮টি সিরিজ এখন পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান

(১) হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১), ৩৮, বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮।

(২) হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২), ২৩৪/২ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, কাটাবন মসজিদের পশ্চিমে (রাজধানী জরী হাউজ)।

(৩) আল-মাদানী এজেন্সি, ১১১ ষ্টেডিয়াম ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬০৩৫৯, ৯৫৫৫৫৮৮।

আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডঃ অহীভিত্তিক সমাজ গঠনের এক দৃপ্ত কাফেলা

*-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম**

শিরক ও বিদ'আত মুক্ত এক অনাবিল তাওহীদভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এ আন্দোলন এখন বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত।

আন্দোলনের আর্থিক সঙ্গতি জোরদার করার লক্ষ্যে এবং একটি স্থায়ী আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্যে **'আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'** গঠন করা হয়েছে। একদিকে আন্দোলনের জন্যে অর্থায়ন এবং অন্যদিকে এদেশের দ্বীনী ভাইদের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য সামনে রেখেই **আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতির কার্যক্রম** শুরু হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে ইসলাম ব্যবসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্যবসা করার জন্যে পুঁজি অত্যাবশ্যক। নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পুঁজি সমূহকে সংগঠিত করে সৎ ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সঞ্চয়ীদের ও সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্যেই এই সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত সম্মত সূদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, আত্ম-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, গৃহায়ণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান, সদস্য ও সংগঠনের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা ও শূরার প্রস্তাবক্রমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত নিম্নোক্ত ছয় জনের সমবায়ে একটি কার্য নির্বাহী কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন। বর্তমানে কমিটিতে যারা রয়েছেন তারা হচ্ছেনঃ

(১) মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, সভাপতি। ইনি একাধারে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে 'আমেলা ও শূরার সদস্য। ইনি ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এরও সভাপতি।

(২) ডঃ দেলোয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি। ইনি ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (নাইট) গণিত শাস্ত্র বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বর্তমানে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

(৩) মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক। ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বৃহত্তর ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক।

(৪) এ্যাডভোকেট গোলাম সারওয়ার, কোষাধ্যক্ষ। ইনি সুপ্রীম কোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী এবং বৃহত্তর ঢাকা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক।

(৫) অধ্যাপক রেযাউল করীম, পরিচালক। তিনি **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজের প্রভাষক

(৬) এ, ডব্লিউ, এম, সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, পরিচালক। ইনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। দৈনিক আজাদ, দৈনিক বার্তা, দৈনিক ইনকিলাব ইত্যাদি জাতীয় দৈনিক সহ বিভিন্ন পত্রিকায় এবং রেডিও বাংলাদেশে প্রায় তিন দশক ধরে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং 'কুইক মিডিয়া সার্ভিস' নামক একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার চীফ এক্সিকিউটিভ।

৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতি ৩ বছর অন্তর কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সদস্য পদঃ

সমিতির দু'ধরনের সদস্য পদ রয়েছে। **প্রথমতঃ** সঞ্চয় প্রকল্পের সদস্য। **দ্বিতীয়তঃ** শেয়ার হোল্ডার সদস্য। ১৮ বছর বয়স হ'লেই যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক প্রাথমিক ভাবে ১৭০/- (একশত সত্তর) টাকা জমা দিয়ে ভর্তি ফরম পুরণ করে সদস্য হ'তে পারবেন। প্রতিমাসে কমপক্ষে ১০০/= (একশত) টাকা থেকে ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত নিয়মিত সঞ্চয় হিসেবে জমা দিতে হবে।

শেয়ার হোল্ডার সদস্যকে প্রাথমিকভাবে ভর্তি ফী বাবদ ৭০/= (সত্তর) টাকা এবং মাসিক আমানত ১০০/= বা ৫০০/= টাকা এবং প্রথম মাসে কমপক্ষে ১০০/= (একশত) টাকার একটি শেয়ার অর্থাৎ কমপক্ষে মোট ২৭০/= (দুইশত সত্তর) অথবা ৬৭০/= (ছয়শত সত্তর) টাকা জমা দিতে হবে।

** বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাধারণ সম্পাদক, আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, মতিঝিল, ঢাকা।*

বর্তমানে প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহ

১. আল-কাওছার বিনিয়োগ প্রকল্পঃ এই প্রকল্পের আওতায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য থেকে আপনার পসন্দমত যে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। ব্যক্তি বা সংস্থার নামেও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এক নামে ন্যূনতম ৫০০০/= (পাঁচ হাযার) টাকা এবং উর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা যাবে।

(ক) আল-কাওছার গৃহায়ণ প্রকল্পঃ প্রত্যেকেই চায় তার ভবিষ্যৎ বংশধর যেন সুন্দর পরিবেশে সুন্দর দেহমন নিয়ে গড়ে ওঠে। এ জন্য চাই আলো-বাতাস ভরপুর দূষণমুক্ত পরিবেশে একখণ্ড জমির উপর একটি সুন্দর বাসা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে **'আল-কাওছার রিয়েল এস্টেট'** নামে একটি গৃহায়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতি নিম্নোক্ত ব্যবসা সমূহ পরিচালনা করবেঃ

(১) এখনই বাড়ী করার উপযোগী জমি ক্রয় ও বিক্রয়।

(২) জমি ক্রয় করে প্রয়োজন মত উন্নয়ন করার পর প্লট হিসাবে বিক্রি করা।

(৩) স্বল্প খরচে বাসোপযোগী এপার্টমেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় আধুনিক মার্কেট ও সুপার মার্কেট নির্মাণ ও বিক্রয়।

উপরোক্ত লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ঢাকা মহানগরীর সুবিধাজনক স্থানে জমি অনুসন্ধান ও ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে।

২. আল-কাওছার হজ্জ কাফেলাঃ এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর যতজন সম্ভব হজ্জ যাত্রীকে ন্যায্য খরচে হজ্জে পাঠানো হবে। হজ্জ যাত্রীদের বিমানে উঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত যাবতীয় সেবা সমিতি করবে। মক্কা ও মদীনাতে সেবা সম্প্রসারণের সাধ্যমত সীমিত ব্যবস্থা আছে। বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট হারে তাদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ নেয়া হবে। এ বছরে প্রথম সফলভাবে একটি হজ্জ কাফেলা (৩০ জন) পাঠানো হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রকল্প বলে প্রমাণিত হয়েছে। *=(হজ্জ কাফেলার নায়েবে আমীরের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য' আত-তাহরীক জুন ও জুলাই '২০০০ সংখ্যা)।*

ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহঃ

ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহের মধ্যে রয়েছে আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন- ডেইরী, পোলট্রি, ফিশারী ইত্যাদি প্রকল্পে সুবিধামত মূলধন সরবরাহ করা। এছাড়া সমিতি গলদা চিংড়ি মাছের পোনা উৎপাদনের একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হ'লে প্রচুর লাভবান হওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ দেশ ও বিদেশে গলদা চিংড়ির চাহিদা প্রচুর রয়েছে।

সদস্যদের চাঁদাঃ সমিতির আর্থিক সম্ভাবনা

প্রাথমিকভাবে কেবল সদস্যদের চাঁদায় সমিতির পুঁজি গঠনের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা'র দায়িত্বশীল কর্মী ও সূধীগণ যদি ব্যাপকহারে সঞ্চয়ী ও শেয়ার হোল্ডার সদস্য হয়ে যান, তাহ'লে বৎসরে একটি বড় ধরনের পুঁজি আমরা সংগ্রহ করতে পারি। এছাড়া বিনিয়োগ সদস্যদের কাছ থেকে আমরা বৎসরে একটি বৃহৎ অংক আশা করছি। এভাবে দু'তিন বছরের মধ্যেই সমিতি লাভজনক বৃহৎ শিল্প স্থাপন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তাতে যোগ্যতা অনুসারে আমাদেরই সন্তানরা কাজ করতে পারবে ও সবাই লাভবান হবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার সমিতিকে এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা শেয়ার বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছে।

অতএব সামগ্রিক বিবেচনায় দ্বীনী ভাইয়েরা যদি সংগঠন ও আন্দোলনের অর্থায়ন এবং পাশাপাশি নিজেদের স্বচ্ছল জীবনের আশায় সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন, তাহ'লে একটি স্বাবলম্বী ও সুন্দর ইসলামী সমাজ গঠনে এই সমিতি বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব কালবিলম্ব না করে সমিতির সদস্য হউন এবং অন্যকেও উৎসাহিত করুন!

[বিস্তারিত জানার জন্য সমিতির প্রধান কার্যালয়ঃ ৪৩, নয়াপল্টন (৬ষ্ঠ তলা), কক্ষ নং ৪, ঢাকা-১০০০ অথবা স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করুন।]

মেসার্স নর্থ বেঙ্গল গ্যাষ্টার এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ

মেসার্স নর্থ বেঙ্গল গ্যাষ্টার এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এর উৎপাদিত পণ্যঃ- (১) জৈব সার কম্পোষ্ট, (২) সাদা দস্তা সার, (৩) মৃত্তিকা প্রাণ সবুজ সার, (৪) বোরাক সালফেট, (৫) পাতা কম্পোজ এবং (৬) স্পেশাল বোরণ সার। এই সমস্ত কৃষি উপকরণ কৃষক ব্যবহার করে কম খরচে তুলনামূলক ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে। আপনার নিকটবর্তী ডিলারের নিকট আজই যোগাযোগ করুন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ নজরুল ইসলাম
(বিসিক ভবনের সামনে) সপুরা, রাজশাহী।

নবীনদের পাতা

ছবি ও মূর্তি

*-শেখ আব্দুছ ছামাদ**

ভূমিকাঃ বর্তমানে ছবির প্রচার খুবই বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে খেলোয়াড়, শিল্পী ও চিত্রজগতের নায়ক-নায়িকাদের ছবি। এ সমস্ত ছবি পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ও রিক্সার পিছনে, এমনকি জুতার বাক্সেও দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক ধরনের কার্টুন ছবি আছে যাতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি' (ত্বীন ৪)।

আলোচ্য প্রবন্ধে ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

ছবি ও মূর্তির ব্যাপারে ইসলামের হুকুমঃ

জানা আবশ্যক যে, ইসলাম মূর্তি ভাঙ্গার জন্য এসেছে, গড়ার জন্য নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমস্ত মানুষকে এক আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার জন্য। আর সেই সাথে অলী-আউলিয়া কিংবা অন্যান্য নেককারদের অথবা অন্য কোন গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করা হ'তে বিরত রাখার জন্য। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ – 'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত থাক' *(নাহল ৩৬)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য যার উপাসনা করা হয় তাকেই ত্বাগূত বলা হয়।[১]

আল্লাহ বলেন, وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا – 'তারা বলল, তোমরা কোন অবস্থাতেই তোমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ কর না। আর ওদ্দা, সূয়া, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরাকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ কর না' *(নূহ ২৩)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা ছিলেন নূহ (আঃ)-এর কওমের নেককার বান্দা। যখন তারা মৃত্যু মুখে পতিত হন, তখন শয়তান লোকদেরকে গোপনে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তারা যে সমস্ত স্থানে বসত তোমরা সেখানে তাদের মূর্তি বানিয়ে রাখ, আর ঐ মূর্তিদেরকে তাদের নামেই পরিচিত কর। তখন তারা তাই করল। কিন্তু তখনও তাদের ইবাদত শুরু হয়নি। অতঃপর যখন ঐ যুগের লোকেরাও মারা গেল তখন তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা ভুলে গেল যে, কেন ঐ মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছিল। আর তখনই তাদের পূজা শুরু হয়ে গেল।[২]

এ ঘটনা হ'তে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে একটি হ'ল জাতীয় নেতাদের মূর্তি তৈরী করা। অনেকেরই ধারণা যে, এ সমস্ত মূর্তি হারাম নয়। কারণ, বর্তমানে তো কেউ ছবি বা মূর্তির পূজা করে না। কিন্তু এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা-

১. বর্তমান যুগেও ছবি ও মূর্তির পূজা হয়ে থাকে। যেমনঃ গির্জা সমূহে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা মরিয়ম (আঃ)-এর ছবির পূজা করা হয়। এমনকি ক্রুশের সম্মুখে তারা রুকূ'ও করে থাকে। আর ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতার উপর বিভিন্ন ধরনের তৈলচিত্র তৈরী করা হয়। যা অনেকেই ঘরে ঝুলিয়ে রাখে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ইবাদত করার জন্য।

২. দুনিয়ার দিক দিয়ে উন্নত এবং রূহানী দিক দিয়ে অনগ্রসর জাতি কিংবা জাতীয় নেতারা তাদের মস্তক হ'তে টুপি খুলে এ সমস্ত ভাস্কর্যের সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। অথবা তাদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তারা মাথা ঝুঁকিয়ে অতিক্রম করে। যেমনঃ আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটনের ভাস্কর্য, ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের মূর্তি, রাশিয়ায় লেলিন ও ষ্টালিনের ভাস্কর্য ইত্যাদি।

এ জাতীয় ভাস্কর্য বড় বড় রাস্তায় বা রাস্তার মোড়ে স্থাপন করা হয়েছে। যাতে তাদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার সময় পথচারীরা মস্তক ঝুঁকিয়ে সালাম দেয়। দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের ভাস্কর্য ও মূর্তি আস্তে আস্তে মুসলিম দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। যা মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ছবি ও মূর্তির কি একই হুকুম?

সম্মানার্থে ছবি তোলা হারাম। ছবি বা চিত্রকে সম্মান করা, ফুল দেওয়া, ছবির সামনে শ্রদ্ধায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা,

---

* *আলিম ১ম বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।*

১. *মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু, তাওজীহাতুন ইসলামিয়াহ লি ইছলাহিল ফারদে ওয়াল মুজতামাঈ, অনুবাদঃ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ইসলামী দিক নির্দেশনা (ঢাকাঃ আল-হারামাইন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ অফিস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৯ হিঃ), পৃঃ ৬০।*

২. *ফৎহুল বারী (বৈরুত ছাপা) ৬/৭৩ পৃঃ।*

দু'হাত তুলে সম্মান প্রদর্শন করা, ছবির উদ্দেশ্যে মনে মনে কামনা-বাসনা নিবেদন করা ইত্যাদি মূর্তিপূজার শামিল।[৩] অনেকে এ ধারণা করে যে, জাহেলী যুগে যে সমস্ত মূর্তি তৈরী করা হ'ত শুধুমাত্র ঐ গুলোই হারাম। এতে বর্তমান যুগের আধুনিক ছবি অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। মনে হচ্ছে ছবিকে হারাম করে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা তারা শ্রবণই করেনি। পাঠকদের অবগতির জন্য ছবি ও মূর্তি হারাম হওয়া সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বলে যে, يَاعَلِيُّ أَنْ لاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ – 'হে আলী! কোন মূর্তি পেলে তা ধ্বংস না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান না করে ছাড়বে না'।[৪]

(২) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّهِ الْمُصَوِّرُوْنَ – 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, (ক্বিয়ামতের দিন) মহান আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ছবি প্রস্তুত কারীদের'।[৫]

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার তিনি একটি বালিশ ক্রয় করেছিলেন, তাতে ছবি আঁকা ছিল। ঘরে প্রবেশের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি এতে পতিত হ'লে তিনি আর ঘরে প্রবেশ করলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখতে পেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। আমি কি গোনাহ করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এই বালিশটি কোথায় পেলে? আমি বললাম, আমি এটা এজন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি এতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, যে জিনিস তোমরা তৈরি করেছ তাতে জীবন দাও। অতঃপর তিনি বললেন, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে কখনও (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[৬]

(৪) আবু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّلاَ تَصَاوِيْرُ 'ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি রয়েছে' *(ঐ)*।

(৫) 'হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে অপর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপন গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না, বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেন'।[৭]

ছবি ও মূর্তির ক্ষতিকর দিক সমূহঃ

ইসলামে যত জিনিসকেই হারাম করা হয়েছে, তা দ্বীনের ক্ষেত্রে কিংবা চরিত্রের ক্ষেত্রে কিংবা সম্পদের ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য কোন ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করেই করা হয়েছে।[৮] নিম্নে ছবি ও মূর্তির কয়েকটি ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করা হ'লঃ

(১) আক্বীদার ক্ষেত্রেঃ আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই যে, ছবি ও মূর্তি বহু লোকেরই আক্বীদা বিনষ্ট করেছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ), মরিয়ম (আঃ) এবং ক্রুশের ছবির পূজা করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাদের নেতাদের মূর্তির পূজা করা হয়। এছাড়া ঐ মূর্তিগুলোর সম্মুখে নিজেদের মস্তক সমূহকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে অবনত করা হয়। আর তাদের সাথে তাল মিলিয়ে কোন কোন মুসলিম দেশও তাদের নেতাদের ভাস্কর্য তৈরি করছে এবং তা বড় বড় অফিস-আদালতে ও চৌরাস্তার মোড়ে স্থাপন করা হচ্ছে। আবার কেউ কেউ ছবির গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে সম্মানের সাথে ঘরে ঝুলিয়ে রাখে এই ধারণা করে যে, এতে বরকত হয়। যা প্রকাশ্য শিরক।

(২) দ্বীনের ক্ষেত্রেঃ ছবি দ্বীনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। অনেক গায়ক-গায়িকা, খেলোয়াড়, নায়ক-নায়িকা ও নেতা-নেত্রীদের ছবি তাদের অনুসারী বা ভক্তরা ভালবাসে এবং সম্মান দেখানোর জন্য তাদের ছবির গলায় মালা ঝুলিয়ে ঘরে বা অন্যত্র ঝুলিয়ে রাখে। যা শরীয়ত গর্হিত অপরাধ। গায়ক-গায়িকারা কোন উপকার করতে পারেনা, বরং দ্বীনের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এ সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু ঐ গায়কদের ঘটনা উল্লেখ করেন যা ১৯৬৭ সালে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধে ঘটেছিল। অর্থাৎ যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটেছিল। কারণ, তাদের সাথে গায়করা ছিল, আল্লাহ ছিলেন না। ফলে এই গায়ক-গায়িকারা কোন উপকার করতে পারেনি। বরং এদের কারণেই তাদের পরাজয় ঘটেছিল। শায়খ যাইনু আফসোস করে বলেন, 'হায়! যদি আরবগণ এই ঘটনা হ'তে শিক্ষা গ্রহণ করে সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র দিকে

৩. *মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল '৯৯, পৃঃ ১৭।*
৪. মুসলিম, মিশকাত 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ হা/১৬৯৬।
৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'পোশাক-পরিচ্ছদ' পর্ব, 'ছবি' অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৮৫।*
৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'পোশাক-পরিচ্ছদ' পর্ব, 'ছবি' অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৮৫।*
৭. *বুখারী, মিশকাত 'পোশাক-পরিচ্ছদ' পর্ব, 'ছবি' অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৮৫।*
৮. *ইসলামী দিক নির্দেশনা, পৃঃ ৬১।*

প্রত্যাবর্তন করত, তবে তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য পেত'।[৯]

আজকাল বিভিন্ন দোকানে মহিলা ও পুরুষের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। রাস্তার ধারে বা মোড়ে স্তম্ভ নির্মাণ ও তার উপরে আবক্ষ বা পূর্ণদেহ মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। ঘরের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ ছবি ও তৈলচিত্র রাখা হচ্ছে। বছরের বিশেষ দিনে সেখানে ফুল দেয়া হচ্ছে। খেলার নামে পুতুল দিয়ে শোকেস সাজানো হচ্ছে। এভাবে হিন্দুদের অনুকরণে দেশে মূর্তি সংস্কৃতির আমদানী হচ্ছে। এগুলো অভ্যাসগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু শয্যায় বলেন, 'ইহুদী-খ্রীষ্টানদের কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরে মসজিদ বানাতো। অতঃপর সেখানে ঐসব লোকের ছবি রেখে দিত। ওরা আল্লাহ্‌র নিকটে নিকৃষ্ট সৃষ্টি'।[১১]

(৩) **চারিত্রিক ক্ষেত্রেঃ** ছবি ও মূর্তি যে যুবক-যুবতীদের চরিত্র নষ্ট করছে তা বলার অবকাশ নেই। ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, রিক্সা ও অন্যান্য যানবাহন পূর্ণ হয়ে গেছে এ ধরনের তথাকথিত চিত্রজগতের নায়ক-নায়িকাদের ছবিতে। যারা নগ্ন, অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় ঐ সমস্ত ছবি উঠিয়েছে। ফলে যুবকরা তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা ধরনের গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। যাতে তাদের স্বভাব-চরিত্র ক্রমশঃ নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে সিনেমা, নাটক ও ডিশ এ্যান্টিনার নোংরা ছবি যুবক-যুবতীদের স্বভাব-চরিত্র মারাত্মকভাবে নষ্ট করছে।

(৪) **সম্পদের ক্ষেত্রেঃ** ছবি ও মূর্তির জন্য যে সম্পদ নষ্ট হয়, তা সূর্যালোকের ন্যায় সকলের নিকট স্পষ্ট। এ জাতীয় ভাস্কর্য ও মূর্তি সমূহ তৈরি করার জন্য লাখ লাখ ডলার ব্যয় করা হয়। বহু লোক এ জাতীয় ঘোড়া, উট, হাতি, পাখী ও মানুষের মূর্তি ক্রয় করে বাড়ীতে নিয়ে শোকেসে সাজিয়ে রাখে। বহু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এবং বড় বড় রাস্তার পাশে দেখা যায় বিরাট বিরাট মূর্তি স্থাপন করা আছে। যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আবার অনেকে তাদের মাতা-পিতা বা পরিবারের সদস্যদের ছবি কাঁচ দিয়ে বাঁধাই করে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। কেউ কেউ বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে যে ছবি তোলে তা বাঁধাই করে ড্রইং রুমে ঝুলিয়ে রাখে অন্যদের দেখানোর জন্য। এ সমস্ত কাজে যে অর্থ ব্যয় হয় তা যদি গরীব-মিসকীন অথবা মাদরাসা-মসজিদে দান করা হ'ত কিংবা যদি কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হ'ত তবে মৃতের রূহ তাতে শান্তি পেত।

যে সমস্ত ছবি বা মূর্তি জায়েযঃ

(১) গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য, তারকা, পাহাড়-পর্বত, পাথর, সাগর, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদ-নদী ইত্যাদি পবিত্র স্থানের ছবি যেমনঃ কাবাঘর, মদীনা শরীফ, বায়তুল মুক্বাদ্দাস বা অন্যান্য মসজিদের ছবি উঠানো বা ভাস্কর্য নির্মাণ জায়েয।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যত ছবি তৈরি করেছে (ক্বিয়ামতের দিন) সেগুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরি করতে হয়, তাহ'লে গাছপালা এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরি কর যার মধ্যে প্রাণ নেই।[১২]

(২) পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা এ জাতীয় কাজে ছবি তোলা জায়েয অতিশয় প্রয়োজনের খাতিরে।[১৩]

(৩) হত্যাকারী বা অপরাধীদের ছবি তোলা জায়েয, যাতে করে তাদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছবি তোলা জায়েয, যে সম্বন্ধে কিছু ওলামা একমত পোষণ করেছেন।[১৪]

(৪) যদি ছবির মাথা কেটে দেয়া হয়, তবে তা ব্যবহার করার অনুমতি আছে, কারণ ছবির মূল হ'ল মাথা। তাই যদি মাথা ছেদ করে দেয়া হয় তবে আর রূহ থাকল না। তখন তা জড় পদার্থের পর্যায়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, আপনি মূর্তির মাথা কেটে দিতে বলেন, ফলে উহা গাছের মত একটা কিছুতে পরিবর্তিত হবে। আর পর্দার কাপড়কে দু'টুকরো করে তা দ্বারা দু'টি বালিশ বানাতে বলেন।[১৫]

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনা হ'তে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সম্মানার্থে ছবি তোলা হারাম এবং ছবি বা চিত্রকে সম্মান করা, ফুল দেয়া, ছবির সম্মুখে শ্রদ্ধায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, দু'হাত তুলে সম্মান প্রদর্শন করা, ছবির উদ্দেশ্যে মনের কামনা-বাসনা নিবেদন করা ইত্যাদি পূজার শামিল। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদী হিসাবে আমাদের সকলের উচিৎ হবে, বিনা প্রয়োজনে ছবি না তোলা ও মূর্তিপূজার মত সকল প্রকার শিরক হ'তে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থেকে অহি-র বিধান মত চলার তৌফীক দান করুন-আমীন!

---

৯. *ইসলামী দিক নির্দেশনা, পৃঃ ৬১-৬২।*
১০. *মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল '৯৯ পৃঃ ১৭।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৩৭৬, আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ১৩।*
১২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'পোষাক-পরিচ্ছদ' পর্ব, 'ছবি' অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৮৫।*
১৩. *ইসলামী দিক নির্দেশনা, পৃঃ ৬৩।*
১৪. *ঐ, পৃঃ ৬৩।*
১৫. ছহীহ আবুদাউদ, ২য় খণ্ড, 'পোশাক পরিচ্ছদ' পর্ব, 'ছবি' অধ্যায়, হা/৪১৫৮।

সাক্ষাৎকার

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হজ্জব্রত পালনঃ একটি সাক্ষাৎকার

(শেষ কিস্তি)

১০. আত-তাহরীকঃ আপনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। এর বাইরে আপনার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে আমাদেরকে জানান, যা **আত-তাহরীকের** পাঠকদের উপকারে আসবে।

আমীরে জামা'আতঃ কিছু ছিটেফোঁটা অভিজ্ঞতা আছে বৈকি! যেমন ধরুন, ১৯শে মার্চ রবিবার সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম 'গারে হেরা'-তে যাব। শেষ নবী (ছাঃ)-এর উপরে প্রথম 'অহি' যেখানে নাযিল হ'ল, সেই ঐতিহাসিক 'হেরা' গুহা দেখব। হাদীছে পড়া নুযূলে অহি-র স্মৃতি মনমুকুরে বারবার ভেসে উঠতে লাগল। একই কক্ষে অবস্থানরত আমরা তিনজন একমত হ'লাম। বেরিয়ে পড়লাম। হারাম শরীফে যোহরের ছালাত আদায় করে পার্শ্বেই 'ঢাকা হোটেলে' মাথা প্রতি ৯ রিয়াল (১২২/০০ টাকা) দিয়ে বেশ কয়েক দিন পরে বাঙ্গালী রান্নায় ভাতে-মাছে রসনা পরিতৃপ্ত করে ট্যাক্সি নিয়ে বের হয়ে গেলাম ১০ কিঃ মিঃ দূরে 'জাবালুন নূর' বা হেরা গুহার উদ্দেশ্যে। মজার কথা হ'ল যে, গাড়ীর ড্রাইভারেরা 'গারে হেরা' চেনেনা, তারা স্রেফ 'জাবালুন নূর' বোঝে। যথাসময়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পাশেই এক পানীয়ের দোকানে বসলাম। দোকানী ছেলে দু'টি সিলেটের। ওরা তিনভাই এখানে আছে। পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট দোকান। ভালই বেচাকেনা। দৈনিক আমাদের মত শত শত লোক সেখানে যায়। পানির বোতল ও জুস না নিয়ে সাধারণতঃ কেউ পাহাড়ে ওঠেনা। সকালে অথবা বিকালে সবাই আসে। রাতে পাহাড়ে ওঠা নিষেধ। কিন্তু আমরা এসেছি অসময়ে বেলা আড়াইটায়।

প্রচণ্ড খরতাপ। রৌদ্র ঝলসানো পাহাড়ের দিকে তাকানো যায় না। ক্রুদ্ধ পাহাড় যেন রাগে থরথর করে কাঁপছে ও ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। জনাব যিল্লুল বাসেত ছাহেব (৬০) বলেই দিলেন যে, আমার ওঠার ক্ষমতা নেই। এই দোকানেই বসে থাকব। অধ্যাপক হারূণ ছাহেব (৪৯) সাহস করে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে কিছুদূর উঠে বললেন, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আপনি যান। আমরা নীচে অপেক্ষা করছি। অগত্যা একাই আল্লাহ্র নাম নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকলাম। সাথে পলিথিন ব্যাগে জায়নামায ও পানির বোতল। পেট ভরে খেয়ে কোন কষ্টের কাজ করতে নেই। গাছে বা পাহাড়ে ওঠা তো একেবারেই অন্যায়। আজ সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে থাকলাম। কিন্তু যিদ বড় বালাই। আমাকে উঠতেই হবে। যেতেই হবে সেখানে, যেখানে আমার প্রিয়নবী (ছাঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য সেরা সম্পদ আল্লাহ্র 'অহি'। পেয়েছিলেন জিব্রীলের সাক্ষাত। শুনেছিলেন মহাবিপ্লবের মহান বারতা 'ইক্বরা' সহ মাত্র পাঁচটি আয়াত। নেমে এসেছিলেন যেখান থেকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার কাছে। এই গভীর তাৎপর্যবাহী পাঁচটি আয়াত নাযিলের পরে আড়াই বছরের মধ্যে আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তাই লোকেরা নবীকে বিভিন্ন কথা বলে তোহমত দিয়েছিল। সেই স্বপ্নের হেরা গুহা পর্যন্ত আমাকে যেতেই হবে...।

মাঝে দু'তিনটি ছোট স্টল সহ বিশ্রামের স্থল আছে। সেসব স্থানে বসেছি। পথিমধ্যে অনুরূপ এক স্থানে জামা'আতের সাথে আছরের ছালাত আদায় করেছি। এইভাবে অবশেষে ঠিক এক ঘন্টা পরে ৪-১০ মিনিটে পাহাড়ের চূড়ায় উঠি। অতঃপর একটু নেমে হেরা গুহার মুখে পৌঁছে যাই। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। প্রাণভরে দেখলাম ও কল্পনার চোখে হাদীছের পৃষ্ঠায় নযর রেখে চারদিকে পরখ করতে লাগলাম। নীচের দিকে তাকাতে ভয় হয়। মানুষ চেনা যায় না। চলন্ত গাড়ীগুলিকে ছোট্ট ছোট্ট খেলনা গাড়ী মনে হয়। ১৪৩৪ চান্দ্র বর্ষ পূর্বে সুদূর মক্কার বনু হাশিম গোত্রপতি আবু ত্বালিবের গৃহ থেকে খাদ্য-পানীয় সাথে নিয়ে এসে এই বন্ধুর পাহাড় অতিক্রম করে এত উপরে উঠে গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া ও দিনের পর দিন এভাবে অতিবাহিত করা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? মা খাদীজাই বা বৃদ্ধ বয়সে এতদূর খাদ্য-পানীয় বহন করে এনে কিভাবে স্বামীকে যোগান দিতেন। এযুগের খুব কম সংখ্যক ভাগ্যবান স্বামী-স্ত্রীই এটা কল্পনা করতে পারেন।

গুহাটির আয়তন কত জানা যায়নি। তবে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের সামান্য নীচে এক পার্শ্বে পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে গুহাটির অবস্থান। ৮ হাত লম্বা ও পৌনে ৪ হাত চওড়া (রহমাতুল্লিল আ-লামীন ১/৪৭) অত্র গুহার মুখ বরাবর পাহাড়ের শৃঙ্গ উপরে উঠে গেছে। সেকারণ ঝড়-বৃষ্টি বা সূর্যতাপ সরাসরি গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনা। গুহার ভিতরে অন্ধকার। গুহা মুখ দিয়ে আসা সূর্য বা চন্দ্রের আলোক আভাটুকুই ভরসা। অনুরূপ আলো-আঁধারী পরিবেশে একাকী নিঃসঙ্গ ধ্যান ও সাধনায় নিমজ্জিত হওয়া বাস্তবিকই অচিন্তনীয় ব্যাপার। তবে ধ্যানমগ্ন সাধকের জন্য এমন স্থানই কাম্য।

এখানে বেশ বড় একটা দোকান বসেছে। একজন একটি উট এনে লোকদেরকে তার পিঠে সওয়ার করিয়ে মাথা প্রতি ১০ রিয়াল করে নিয়ে বেশ পয়সা উপার্জন করছে। বুঝলাম না ঐ উট এত উপরে কেমনে উঠল। আবার নামবেই বা কেমন করে। কেননা ওঠার চেয়ে বরং নামাই বেশী ভয়ের কারণ। দেখলাম এখানেও শিরক ও বিদ'আত আস্তানা গেড়েছে। কিছু পুরুষ ও মেয়ে লোককে দেখলাম হেরা গুহা অভিমুখে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছে। সামনে আনাড়ী হাতে পাথরের গায়ে উর্দূ টানে লেখা 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ'। সেখানে লোকেরা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। বরকত মনে করে ছোট্ট ছোট্ট পাথর কুড়িয়ে ব্যাগ ভরছে। অন্যদিকে চলছে গুহায় ঢোকার প্রাণান্তকর কোশেশ। এই

দৃশ্য দেখে আমি গুহায় প্রবেশের ইচ্ছা বাদ দিয়েই ফিরে এলাম। ফেরার পথে মাত্র ৪০ মিনিটে ও সর্বসাকুল্যে ১ ঘন্টা ৫০ মিনিটে 'হেরা' ভ্রমণ সমাপ্ত করে নীচে অপেক্ষমান সাথীদের কাছে ফিরে এলাম। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। পাহাড়টি যে কত ফুট উঁচু সে তথ্য পাইনি। তবে যথেষ্ট উঁচু এবং আশপাশের সমস্ত পাহাড় থেকে উঁচু।

(খ) মুযদালিফা পাহাড়ঃ ১৫ই মার্চ বুধবার হজ্জের দিন বাদ মাগরিব আমরা মুযদালিফা পৌঁছে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করে পড়ে বসে আছি। এমন সময় নযর পড়ল যে, সারা পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য সাদা মানুষ। জোরালো বিদ্যুতের আলোয় ঝলকানো পাহাড় গাত্রে সাদা কাপড়ের এহরাম পরা মানুষগুলো যেন আলোর বন্যায় একটা একটা মুক্তা বিন্দু। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (৫৩) ও মাওলানা সাঈদী ছাহেব (৬০) আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন দেখুন তো লোকগুলো এত গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাহাড়ের গায়ে কি কুড়াচ্ছে? হাতে রক্ষিত ছোট টর্চ লাইট মাঝে মধ্যে জ্বলে উঠছে। ব্যাপারটা কি? দেখছি মেয়েরাও আছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল। ভাই অধ্যাপক হারূণকে সাথে নিয়ে চললাম। পাহাড় বেয়ে কিছু দূর উঠেই একজন শিক্ষিত চীনা মুসলমানকে পেয়ে গেলাম। ভদ্রলোক অতি আগ্রহের সঙ্গে পাহাড়ের গা খুঁচে খুঁচে পাথরের ২১টি বিশেষ ধরনের টুকরা সংগ্রহ করছেন, যা তিনি আগামী কাল থেকে প্রতিদিন ৭টি করে তিন দিন শয়তান মারার কাজে ব্যবহার করবেন। ইংরেজীতে প্রশ্নোত্তরে তিনি বুঝালেন যে, শয়তান মারার জন্য সমস্ত পাথর এখান থেকেই নিতে হবে এবং তার ধরন হবে এমন যে, তা কয়েকটি ছোট্ট ছোট্ট ও চকচকে কুচি পাথরের যুক্ত সমষ্টি হবে। যা মাটিতে জোরে নিক্ষেপ করলে চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাবে'।

তার বক্তব্যে আমরা হতবাক হ'লাম। কেননা হাদীছে এসবের কোন সমর্থন নেই। মুযদালিফা থেকে বা যেকোন স্থান থেকে ছোট্ট ছোট্ট কুচি পাথর ২১টি নিলেই হ'ল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি খুশী হয়ে কয়েকটি দিলেন। যার একটা আমি সাথে এনে বাসায় রেখেছি। দেখলাম তাওহীদ ও সুন্নাতের এত ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও বিদ'আতীদেরই জয়জয়কার সর্বত্র। জাহেলিয়াত গ্রাস করে নিচ্ছে সমস্ত পৃথিবীকে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। -আমীন!!

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

হিমো পরিবারের পক্ষ থেকে সকল ক্রেতা জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ও উন্নত মান সম্পন্ন হিনো DX হিনো পেন ও হিনো মোমবাতী বাজারে বের হয়েছে। আজই আপনার পার্শ্বের দোকানে খোঁজ করুন! দাম আপনার হাতের নাগালেই।

আমাদের শো রুমে যোগাযোগ করুন
পরীমহল অগ্রণী ব্যাংকের ৩য় তলা
সেনানীবাস সড়ক
রাজশাহী।

চিকিৎসা জগৎ

যক্ষ্মা

*-ডাঃ এ, টি, এম, হোসাইন**

দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক রোগ যক্ষ্মা শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর সকল উন্নত ও অনুন্নত দেশের প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা সমূহের অন্যতম। এই রোগ ফুসফুসকে আক্রমণ করে বেশী। তবে শরীরের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হ'তে পারে। যেমন- হাড় ও অস্থিসন্ধি, কিডনী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক আবরণী, নাসিকাগ্রন্থি ইত্যাদি। তবে ফুসফুসের যক্ষ্মা সকলের কাছে সুপরিচিত এবং সবচেয়ে বেশী ছোঁয়াচে বলে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কারণঃ

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবার কুলেসিস্ নামক জীবাণু যক্ষ্মা রোগের কারণ। ছোঁয়াচে যক্ষ্মা রোগীর হাঁচি, কাশি এমনকি কথা বলার সময় নাক মুখ থেকে বের হওয়া থুতু কণার সঙ্গে এই রোগের অসংখ্য জীবাণু আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের সাথে উড়ে অনেক দূরেও যায়। এই ভাসমান জীবাণু গুলি নিঃশ্বাসের সাথে কোন সুস্থ ব্যক্তির ফুসফুসে প্রবেশ করলে তার যক্ষ্মা হ'তে পারে। একই বাড়ীতে পরিবারের সদস্যের মধ্যে সরাসরি সংস্পর্শেও এই রোগ ছড়ায়। অতিরিক্ত ঘনবসতি, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, শিশু, অধিক বয়স্ক ব্যক্তি, এইড্স রোগী, শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যাওয়া। এই সব অবস্থায় যক্ষ্মা বিস্তার লাভ করে। তবে রোগীর থালা-বাসন কাপড়-চোপড় বা অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি দ্বারা এ রোগ সাধারণতঃ ছড়ায় না। ছোঁয়াচে রোগীর কফ-ই এই জীবাণু সংক্রমণের প্রধানতম উৎস।

রোগের লক্ষণঃ

ফুসফুসের যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণগুলি নিম্নরূপঃ

(১) দীর্ঘস্থায়ী কাশি। কোন অধূমপায়ীর কাশি যদি একমাসের বেশী স্থায়ী হয় এবং সাধারণ ঔষধ বা এন্টিব্যায়োটিকে উপশম না হয় তাহ'লে তার যক্ষ্মা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা যায়।

(২) কাশির সঙ্গে কখনও কখনও কম-বেশী রক্ত বের হ'তে পারে।

(৩) ক্ষুধামান্দ্য, ক্রমবর্ধমান দুর্বল ও শরীরের ওজন হ্রাস। এজন্য যক্ষ্মাকে 'ক্ষয়রোগ' বলা হয়ে থাকে।

(৪) বিকেলের দিকে জ্বর ও রাতে ঘাম হওয়া।

(৫) বুকে বা পিঠের উপরিভাগে ব্যথা।

* *M.B.B.S (Dhaka); D.T.C.D. (Wales); D.P.H (Cal); Ex Director, Adm & Finance Directorate General of Health Serviecs, Govt. of Bangladesh; Ex Project Director, P.G. Hospital, Dhaka; Ex W.H.O. National Consultant on PHC. Bangladesh; Ex Primary Health Care Specialist, Ministry of health, Kingdom of Saudi Arabia*
Residence: Sector-3, Road-10. House-21, Uttara Model Town, Dhaka-1230.

রোগ নির্ণয়ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বত্র যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী চালু আছে। দেশের সকল যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে যক্ষা রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ও দরকারী উপদেশ নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত হাযার হাযার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীগণ তাদের দৈনন্দিন বাড়ী বাড়ী ভ্রমণসূচীর সময় যক্ষা রোগী সন্ধান করেন এবং লক্ষণযুক্ত রোগীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। তাদের নিজ নিজ এলাকার যক্ষা রোগীর ঔষধ সরবরাহ ও চিকিৎসা তদারকীতেও তারা নিয়োজিত আছেন।

উপরে বর্ণিত কোন লক্ষণযুক্ত রোগীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনে তার কফ পরীক্ষা করা হয়। যে সকল রোগীর কফ পরীক্ষায় যক্ষার জীবাণু ধরা পড়ে তাদেরকে 'ছোঁয়াচে' রোগী বলা হয়। কারণ তারাই এ রোগ ছড়ায়। বর্তমানে বাংলাদেশে এরূপ ছোঁয়াচে রোগীর সংখ্যা ছয় লাখের উপর। এদের সকলকেই চিকিৎসার আওতায় আনার ব্যবস্থা চলছে। কফ ছাড়াও টিউবারকুলীন টেষ্ট, বুকের এক্সরে দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে এগুলি ব্যয়বহুল, সর্বত্র সম্ভব নয় এবং কফ পরীক্ষার মত নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয়ও করা যায় না।

চিকিৎসাঃ

অতীতে এই রোগের চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী, ব্যয়বহুল ও শৈলনিবাস বা স্যানাটোরিয়াম ভিত্তিক ছিল বলে যক্ষাকে 'রাজ রোগ' বলা হ'ত। বর্তমানে এ রোগের চিকিৎসার জন্য খুবই শক্তিশালী ও কার্যকরী ঔষধ পাওয়া যায় এবং বিনামূল্যে সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়। অবস্থাভেদে যক্ষা রোগীকে ৮ মাস বা ১২ মাসের চিকিৎসা সূচীতে আনা হয়। নতুন রোগীকে প্রথম ২ মাস রোজ ৪টি ঔষধ খাওয়ানো হয়। এগুলির নাম- **আইসোনিয়াজিড, রিফামপিছিন, এথামবুটল** ও **পাইর‍্যাজিনামাইড**। তারপর ৬ মাস দু'টি ঔষধ দ্বারা অর্থাৎ **আইসোনিয়াজিড** ও **থায়োসিটাজোন** দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। বেশীর ভাগ রোগী এই চিকিৎসাক্রমের মধ্যে পড়ে।

এছাড়া পুরোনো রোগী, চিকিৎসা ত্যাগী রোগী ও রোগের পুনঃআক্রমণ বা জটিল রোগীকে ১২ মাসের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে উপরোক্ত ঔষধ ছাড়াও **স্ট্রেপ্টোমাইসিন** বা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসার প্রথম দু'মাস রোজ রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকের সামনে উপরোক্ত চারটি ঔষধ খাওয়ানো হয়। বাকী ছয় মাস রোগীর বাড়ীতে স্বাস্থ্যকর্মী বা কোন দায়িত্বশীল বা প্রভাবশালী স্থানীয় লোকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রোজ দু'টি ঔষধ খাওয়ানো হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় DOT (Directly Observed Treatment) অর্থাৎ সরাসরি তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা। এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক [illegible]

[illegible] যক্ষা, তার নাই রক্ষা'-এই প্রবাদ [illegible]

রোগী শীঘ্র শনাক্তকরণ [illegible] নির্দেশমতে [illegible] নিয়মিত বিরতিহীন ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুরা কোর্স চিকিৎসা নেওয়া- এ সব শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। শুধুমাত্র জটিল ও মুমূর্ষু রোগী ছাড়া সব রোগীর চিকিৎসা বহির্বিভাগ থেকে করা যায়। হাসপাতালে ভর্তির দরকার হয় না।

সাবধানতাঃ

মাসখানেক নিয়মিত চিকিৎসার পর অনেক উন্নতি হয়। মনে হবে রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, তার ফুসফুস সম্পূর্ণ জীবাণু মুক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় কোন মতেই ঔষধ সেবনে গাফলতী করা চলবে না। চিকিৎসায় বিরতি বা অনিয়ম হ'লে যক্ষার জীবাণু ঔষধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা (Drug resristance) গড়ে তোলে। ফলে ঐ ঔষধগুলির কার্যকারিতা কমে যায়। এ অবস্থায় পরিবর্তন করে অন্য যে ঔষধ দেওয়া হয় সেগুলির দাম খুব বেশী, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশী এবং কার্যক্ষমতা কম।

প্রতিরোধঃ

প্রধান দু'টি উপায়ে যক্ষার নিয়ন্ত্রণ করা হয়-

(১) রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ। ছোঁয়াচে রোগী শনাক্ত করে পুরা কোর্স চিকিৎসা দিয়ে ছোঁয়াচে রোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনা। এতে নতুনভাবে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমতে থাকবে।

(২) বি,সি,জি টিকা দান। নবজাত শিশুকে ই,পি,আই কর্মসূচী মোতাবেক বি,সি,জি টিকা দান। এতে শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

এসব ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিমান গড়ে তোলা, বাসস্থানে আলো বাতাসের ব্যবস্থা, এইড্স প্রতিরোধ- এগুলিও পরোক্ষভাবে যক্ষার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

***

ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্কঃ আমাদের করণীয়

ডেঙ্গুজ্বর ভাইরাস জাতীয় একটি মারাত্মক জ্বর। স্ত্রী জাতীয় 'এডিস' প্রজাতির এক প্রকার মশার কামড়ে এই জ্বর হয়। 'এডিস এজিপ্টাই' ও 'এডিস এ্যালবোপিক্টাস' নামে দুই প্রজাতির স্ত্রী জাতীয় এডিস মশা ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়। এরা সাইজে কিছুটা বড় এবং দেখতে নিলাভ-কালো। সারা দেহে সাদা ডোরাকাটা দাগ। এরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় মানুষকে কামড়ায়। ডেঙ্গুজ্বরের বাহক মশা নিয়ন্ত্রণ ও আক্রান্ত রোগীর দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসাই ডেঙ্গু জ্বর নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়।

ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ সমূহঃ

- ❑ এ জ্বরে রোগীর দেহের তাপমাত্রা ১০৪° থেকে ১০৫° পর্যন্ত হ'তে পারে। চোখ টক টকে লাল হয়ে থাকে।
- ❑ মাথা ব্যথা, মাংসপেশী ও হাড়ে ব্যথা বিশেষতঃ মেরুদণ্ডে ব্যথা।
- ❑ বমি বমি ভাব।
- ❑ চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ, দাঁতের মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদি।
- ❑ লালচে-কালো রঙের পায়খানা হওয়া।
- ❑ মারাত্মক ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে শরীরের অন্তঃস্থিত বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ'তে ব্যাপক রক্তক্ষরণ হ'তে পারে।

চিকিৎসাঃ

[illegible] ডেঙ্গুজ্বর ৭ দিনের মধ্যে এমনিতেই [illegible]

- ❑ চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বদা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম।
- ❑ মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❑ জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। এসপিরিন বা এসপিরিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ।

রোগ নির্ণয়ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বত্র যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী চালু আছে। দেশের সকল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ও দরকারী উপদেশ নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত হাযার হাযার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীগণ তাদের দৈনন্দিন বাড়ী বাড়ী ভ্রমণসূচীর সময় যক্ষ্মা রোগী সন্ধান করেন এবং লক্ষণযুক্ত রোগীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। তাদের নিজ নিজ এলাকার যক্ষ্মা রোগীর ঔষধ সরবরাহ ও চিকিৎসা তদারকীতেও তারা নিয়োজিত আছেন।

উপরে বর্ণিত কোন লক্ষণযুক্ত রোগীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনে তার কফ পরীক্ষা করা হয়। যে সকল রোগীর কফ পরীক্ষায় যক্ষ্মার জীবাণু ধরা পড়ে তাদেরকে 'ছোঁয়াচে' রোগী বলা হয়। কারণ তারাই এ রোগ ছড়ায়। বর্তমানে বাংলাদেশে এরূপ ছোঁয়াচে রোগীর সংখ্যা ছয় লাখের উপর। এদের সকলকেই চিকিৎসার আওতায় আনার ব্যবস্থা চলছে। কফ ছাড়াও টিউবারকুলীন টেষ্ট, বুকের এক্সরে দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে এগুলি ব্যয়বহুল, সর্বত্র সম্ভব নয় এবং কফ পরীক্ষার মত নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয়ও করা যায় না।

চিকিৎসাঃ

অতীতে এই রোগের চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী, ব্যয়বহুল ও শৈলনিবাস বা স্যানাটোরিয়াম ভিত্তিক ছিল বলে যক্ষ্মাকে 'রাজ রোগ' বলা হ'ত। বর্তমানে এ রোগের চিকিৎসার জন্য খুবই শক্তিশালী ও কার্যকরী ঔষধ পাওয়া যায় এবং বিনামূল্যে সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়। অবস্থাভেদে যক্ষ্মা রোগীকে ৮ মাস বা ১২ মাসের চিকিৎসা সূচীতে আনা হয়। নতুন রোগীকে প্রথম ২ মাস রোজ ৪টি ঔষধ খাওয়ানো হয়। এগুলির নাম- **আইসেনিয়াজিড, রিফামপিছিন, এথামবুটল** ও পাইর‍্যাজিনামাইড্। তারপর ৬ মাস দু'টি ঔষধ দ্বারা অর্থাৎ আইসোনিয়াজিড ও থায়োসিটাজোন দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। বেশীর ভাগ রোগী এই চিকিৎসাক্রমের মধ্যে পড়ে।

এছাড়া পুরোনো রোগী, চিকিৎসা ত্যাগী রোগী ও রোগের পুনঃআক্রমণ বা জটিল রোগীকে ১২ মাসের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে উপরোক্ত ঔষধ ছাড়াও স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসার প্রথম দু'মাস রোজ রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকের সামনে উপরোক্ত চারটি ঔষধ খাওয়ানো হয়। বাকী ছয় মাস রোগীর বাড়ীতে স্বাস্থ্যকর্মী বা কোন দায়িত্বশীল বা প্রভাবশালী স্থানীয় লোকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রোজ দু'টি ঔষধ খাওয়ানো হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় DOT (Directly Observed Treatment) অর্থাৎ সরাসরি তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা। এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক অনুমোদিত। এই ৮ মাস বা ১২ মাস চিকিৎসার মধ্যে রোগীর কফ পরীক্ষা ঔষধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

'যার হয়েছে যক্ষ্মা, তার নাই রক্ষা'-এই প্রবাদ বাক্য এখন আর সত্য নয়। যক্ষ্মা প্রায় শতকরা একশত ভাগ নিরাময়যোগ্য। তবে রোগী শীঘ্র শনাক্তকরণ, ডাক্তারের নির্দেশমত কঠোরভাবে নিয়মিত বিরতিহীন ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুরা কোর্স চিকিৎসা নেওয়া- এ সব শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। শুধুমাত্র জটিল ও মুমূর্ষু রোগী ছাড়া সব রোগীর চিকিৎসা বহির্বিভাগ থেকে করা যায়। হাসপাতালে ভর্তির দরকার হয় না।

সাবধানতাঃ

মাসখানেক নিয়মিত চিকিৎসার পর অনেক উন্নতি হয়। মনে হবে রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, তার ফুসফুস সম্পূর্ণ জীবাণু মুক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় কোন মতেই ঔষধ সেবনে গাফলতী করা চলবে না। চিকিৎসায় বিরতি বা অনিয়ম হ'লে যক্ষ্মার জীবাণু ঔষধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা (Drug resristance) গড়ে তোলে। ফলে ঐ ঔষধগুলির কার্যকারিতা কমে যায়। এ অবস্থায় পরিবর্তন করে অন্য যে ঔষধ দেওয়া হয় সেগুলির দাম খুব বেশী, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশী এবং কার্যক্ষমতা কম।

প্রতিরোধঃ

প্রধান দু'টি উপায়ে যক্ষ্মার নিয়ন্ত্রণ করা হয়-

(১) রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ। ছোঁয়াচে রোগী শনাক্ত করে পুরা কোর্স চিকিৎসা দিয়ে ছোঁয়াচে রোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনা। এতে নতুনভাবে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমতে থাকবে।

(২) বি,সি,জি টিকা দান। নবজাত শিশুকে ই,পি,আই কর্মসূচী মোতাবেক বি,সি,জি টিকা দান । এতে শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

এসব ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিমান গড়ে তোলা, বাসস্থানে আলো বাতাসের ব্যবস্থা, এইড্স প্রতিরোধ- এগুলিও পরোক্ষভাবে যক্ষ্মার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

***

ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্কঃ আমাদের করণীয়

ডেঙ্গুজ্বর ভাইরাস জাতীয় একটি মারাত্মক জ্বর। স্ত্রী জাতীয় 'এডিস' প্রজাতির এক প্রকার মশার কামড়ে এই জ্বর হয়। 'এডিস এজিপ্টাই' ও 'এডিস এ্যালবোপিক্টাস' নামে দুই প্রজাতির স্ত্রী জাতীয় এডিস মশা ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়। এরা সাইজে কিছুটা বড় এবং দেখতে নিলাভ-কালো। সারা দেহে সাদা ডোরাকাটা দাগ। এরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় মানুষকে কামড়ায়। ডেঙ্গুজ্বরের বাহক মশা নিয়ন্ত্রণ ও আক্রান্ত রোগীর দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসাই ডেঙ্গু জ্বর নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়।

ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ সমূহঃ

- ❒ এ জ্বরে রোগীর দেহের তাপমাত্রা ১০৪° থেকে ১০৫° পর্যন্ত হ'তে পারে। চোখ টক টকে লাল হয়ে থাকে।
- ❒ মাথা ব্যথা, মাংসপেশী ও হাড়ে ব্যথা বিশেষতঃ মেরুদণ্ডে ব্যথা।
- ❒ বমি বমি ভাব।
- ❒ চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ, দাঁতের মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদি।
- ❒ লালচে-কালো রঙের পায়খানা হওয়া।
- ❒ মারাত্মক ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে শরীরের অন্তঃস্থিত বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ'তে ব্যাপক রক্তক্ষরণ হ'তে পারে।

চিকিৎসাঃ

এলোপ্যাথিক মতে ডেঙ্গুজ্বরের কোন নির্দিষ্ট ঔষধ নেই। রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

- ❒ অধিকাংশ ডেঙ্গুজ্বরই ৭ দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।
- ❒ রোগীকে উপসর্গ অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে।
- ❒ চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বদা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম।
- ❒ মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❒ জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। এসপিরিন বা এসপিরিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ।

❒ রোগীকে সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসক তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিবেন। বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ফলাফলের উপর রোগীর চিকিৎসা নির্ভর করবে।

❒ মারাত্মক ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর পানি স্বল্পতা (Dehydration) এবং রক্তক্ষরণের চিকিৎসার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আইভি স্যালাইন বা রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হ'তে পারে।

ডেঙ্গুজ্বরের হোমিও চিকিৎসাঃ

হোমিও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে হোমিও ঔষধে ডেঙ্গুজ্বরের সফল চিকিৎসা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাথমিক অবস্থাতেই বিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসকের পরামর্শ ও চিকিৎসা গ্রহণ করলে সুফল পাওয়াটা স্বাভাবিক। তাদের মতে লক্ষণ অনুসারে যেসব ঔষধ ভাল কাজ করে সেগুলি হ'ল একানাইট, রসটক্স, আর্সেনিক, ইপিকাক, ফাইটোলক্কা, বেলেডোনা, ইউপেটেরিয়াম পার্ফো, ব্রায়োনিয়া, চেলিডোনিয়াম, ক্যান্থারিস, আর্নিকা, চায়না, মার্ক সল ইত্যাদি। তবে হোমিও বিশেষজ্ঞদের মতে ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম ঔষধটি ডেঙ্গু জ্বরের ধন্বন্তরী ও অদ্বিতীয় ঔষধ। এই ঔষধটি রোগ আক্রমণের শুরু থেকে আরোগ্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত সকল অবস্থায় সুন্দর কাজ করে।

ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের উপায়ঃ

❒ স্ত্রী জাতীয় 'এডিস' মশা ডেঙ্গুজ্বরের বাহক। তাই বাহক মশার দমনই হচ্ছে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

❒ বাসগৃহে ফুলের টব, অব্যবহৃত কৌটা, ড্রাম, নারিকেলের মালা, গাড়ীর টায়ার ইত্যাদি বা ফ্রীজের ও এসি-র নীচে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। এডিস মশা দমনে এসব পানি জমার স্থান কমপক্ষে পাঁচ দিন অন্তর ছাফ করতে হবে। বাড়ীঘর ও তার আশপাশে ময়লা ও ঝোপ-ছাড় পরিষ্কার রাখতে হবে।

❒ মশারী ব্যবহার করে এডিস মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

❒ ডেঙ্গু সন্দেহ হ'লে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

সর্বোপরি এধরনের একটা মারাত্মক ব্যধি থেকে পরিত্রাণের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতে হবে।

[বিভিন্ন পত্রিকার আলোকে স্টাফ রিপোর্টার]

আমাদের আহ্বান

❒ ডেঙ্গু ভাইরাস বাহী এডিস মশা প্রতিরোধের জন্য আসুন নিজের বাড়ীর এবং পার্শ্ববর্তী ময়লা ও জঞ্জাল ছাফ করি।

❒ আল্লাহ্র এই গযব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আসুন আমরা অন্যায় থেকে তওবা করি ও তাঁর নিকটে বিনীত হই।

❒ আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত এডিস মশার ক্ষমতা নেই মানুষের ক্ষতি করার। অতএব আসুন আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করি ও মশক প্রতিরোধে এগিয়ে যাই।

প্রচারেঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা
'সোনামণি' শিশু সংগঠন
॥ কেন্দ্রীয় কমিটি ॥

হাদীছের গল্প

মুমিনের কারামত

*-শিহাবুদ্দীন সুন্নী**

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা কর্য চাইলে কর্যদাতা বলল, কয়েকজন লোক নিয়ে আসুন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। অতঃপর গ্রহীতা বলল, وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا 'আল্লাহ্ই সাক্ষ্য হিসাবে যথেষ্ট'। কর্যদাতা পুনরায় বলল, তবে একজন যামিন উপস্থিত করুন! সে বলল, وَكَفَى بِاللّٰهِ كَفِيْلاً 'আল্লাহ্ই যামিনদার হিসাবে যথেষ্ট'। তখন কর্যদাতা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিল। অতঃপর সে (গ্রহীতা) সমুদ্রযাত্রা করল এবং তার (ব্যবসায়িক) প্রয়োজন পূরণ করল। পরিশোধের সময় ঘনিয়ে আসলে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে কর্যদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোনরূপ যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং কর্যদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা এর মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। তারপর ঐ কাষ্ঠখণ্ডটা নিয়ে সমুদ্র তীরে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা কর্য চাইলে সে আমার কাছ থেকে যামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্ই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়ে যায়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়ে যায় (এবং আমাকে ধার দেয়)। আমি তার প্রাপ্য তার নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা তোমার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটা সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষনাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে ভেসে হয়ে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ওদিকে কর্যদাতা (নির্ধারিত দিনে) এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়তবা দেনাদার তার পাওনা টাকা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটা তার নযরে পড়ল, যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরাটা চিরা হ'ল তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটা পেয়ে সে বিস্মিত হ'ল। কিছুকাল পর দেনাদার লোকটি এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে (পাওনাদারের নিকট)

* অধ্যক্ষ, ফুলবাড়ী ইশা'আতে ইসলাম সালাফিইয়াহ মাদরাসা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

এসে হাযির হ'ল (কারণ কাঠের টুকরোটা পৌছা তো সম্ভবপর ছিল না) এবং (সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দুঃখ করে) বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার মাল (প্রাপ্য) যথাসময়ে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু যে জাহাজটিতে করে আমি এখন এসেছি এর আগে আর কোন জাহাজই পাইনি (তাই সময়মত আসতে পারলাম না)। কর্যদাতা বললেন, আপনি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলেন? দেনাদার বলল, আমি তো আপনাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাজই আমি পাইনি। ফৎহুল বারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে গ্রহীতা ফিরে আসার পর দাতা তার বাড়ীতে গিয়ে বলল, হে অমুক! বহু দেরী হয়ে গেল, আমার মাল কোথায়? উত্তরে গ্রহীতা বলল, মাল যামিনদারের নিকট জমা দিয়েছি। আর আপনার মাল এখন নিয়ে যান। টীকায় উল্লেখ আছে যে, এই মালদাতা ছিলেন বাদশাহ নাজ্জাশী। অতঃপর তিনি বললেন, আমি উহা কখনই গ্রহণ কবর না যতক্ষণ তুমি এর প্রকৃত ঘটনা না বল। অতঃপর গ্রহীতা তার মাল প্রেরণের ঘটনা খুলে বলল। তখন দাতা বললেন, নিশ্চিত সে মাল আল্লাহপাক আমার নিকট পৌছিয়েছেন, যা তুমি পত্র সহ কাষ্ঠ খণ্ডে পাঠিয়েছিলে। কাজেই এ মাল আর আমার নয়। তখন গ্রহীতা মহা খুশী হয়ে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এলেন।(ছহীহ বুখারী, আছাহহুল মাতাবে, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৬)

শিক্ষণীয়ঃ

১. সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা প্রকৃত মুমিনের অন্যতম গুণ।
২. হাদীছে বর্ণিত ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই প্রকৃত তাক্বওয়াবান মুমিন ছিলেন বিধায় তাদের মাধ্যমে কারামাত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল।
৩. কারামাত বান্দার ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়। তাই মিথ্যাবাদীদের বানাওয়াট কারামতিতে আমরা বিশ্বাস করি না।
৪. বিনা সূদে করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ প্রদানের সুমহান দৃষ্টান্ত।
৫. ঋণ পরিশোধের সদিচ্ছা থাকলে আল্লাহ তার ব্যবস্থা করে দেন।

THINK WORLD
THINK COMPUTER
THINK.....

EXCELSIOR CORPORATION

Ricoh Photocopy Machine,
Computer Fax Spareparts,
Sales & Service.

CORPORATE HEAD QUARTER
(Ex-British Council Bhaban)
Malopara, Rajshahi-6000

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

স্বপ্ন থেকে আত্মোপলব্ধি

*-মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর**

বিকেল দু'টো বাজতেই মোহনপুর বাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। পথে হাঁটছি আর মাথায় বড়লোক হওয়ার চিন্তা গিজ গিজ করছে। সমাজে আমি একজন লম্পট, বাটপার, মোটকথা খারাপ লোক বলে পরিচিত। যেহেতু বড়লোক হওয়ার চিন্তা আমার মাথায় সেহেতু লোকের কথায় তেমন একটা কান দেই না। জীবনে দু-চার বার মসজিদে গিয়েছি কি-না সন্দেহ। আমার মতে ছালাত আদায় করা মানে সময় নষ্ট করা। যা হউক বাজারে পৌছে রাত আটটা পর্যন্ত বেচা-কেনা করলাম। রাত সাড়ে আটটায় দোকান বন্ধ করে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পাশে পুকুরের উত্তর পাড়ে বাঁশ বাগানের কাছে আসলাম। এ জাগাটা বেশ অন্ধকার। হাঁটছি এমন সময় হঠাৎ পায়ে কি যেন একটা কামড় দিয়েছে বলে মনে হয়। ছোট খাট পোকা মাকড় ভেবে তেমন একটা আমল দিলাম না।

বাড়ীতে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে স্ত্রী নাছরীন আমাকে ধাক্কা দিয়ে দেখল আমি নড়াচড়া করছি না। অমনি সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার শুরু করল। আমি নাকি মরে গেছি। শুরু হ'ল এক আজগুবী কাণ্ড। পাশের ঘর থেকে আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা বের হয়ে এসে আমার কপালে হাত রেখে তারাও অঝর ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। আমি শুয়ে শুয়ে বেশ দেখলাম তাদের কাণ্ড কারখানা। ইতিমধ্যে আমার বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। বৃদ্ধ পিতামাতা আমার ছোট ভাই আরিফকে পাঠালেন ডাক্তার আনার জন্য। আর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে কাঁদছেন হায় আল্লাগো তুমি একি করলে গো। ইত্যাদি ইত্যাদি....। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা অঝর ধারায় কাঁদছে। তাদের কান্না দেখে আমি বললাম, তোমরা কেন শুধু শুধু কান্না-কাটি করছ। আমি ভাল আছি। আমার কিছুই হয়নি। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনছে বলে মনে হয় না। সবাই কেঁদেই চলেছে।

ইতিমধ্যে ছোট ভাই ডাক্তার নিয়ে আসল। ডাক্তার আমাকে এদিক ওদিক পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন, মৃত!! ডাক্তারের রিপোর্ট শুনা মাত্র কান্নার মাত্রা আরো বেড়ে গেল। আমি ডাক্তার ছাহেবকে বললাম, ডাক্তার ছাহেব আপনি এত বড় একজন শিক্ষিত আপনি কি করে এ মিথ্যা রিপোর্ট দিলেন। আমিত জীবিত। কিন্তু হায় ডাক্তার ছাহেবও আমার কথা

* মহনপুর বাজার, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

শুনছেন না। তারপর থেকে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। সত্যিই কি আমি মরে গেছি? আমাকে কি তারা সবাই কবরে রেখে আসবে?

ইতিমধ্যে মসজিদের ইমাম ছাহেব এসে দু'জন লোকের সহযোগিতায় আমাকে ঘর থেকে বের করে মোটা একটা তক্তার উপর শুইয়ে দিলেন এবং আমাকে মৃদু গরম পানি দিয়ে গোসল করাতে শুরু করলেন। যথারীতি আমাকে গোসল দিয়ে কাফনের কাপড় পরিয়ে খাটের উপর উত্তর শিয়রে শুইয়ে দেয়া হ'ল। খাটের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দেয়া হ'ল।

অতঃপর আমার বাড়ির আঙ্গিনায় আস্তে আস্তে অনেক লোক জড়ো হ'ল। ইমাম ছাহেব সকলকে তাড়াতাড়ি করে আমার জানাযায় উপস্থিত হ'তে আদেশ দিলেন। সবাই সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। ইমাম ছাহেব জানাযা সমাপ্ত করলেন। অতঃপর চারজন লোক খাটের চার কোণ বহন করে আমাকে চিরস্থায়ী বাসস্থান কবরের দিকে নিয়ে চলল। ঘরে আমার স্ত্রীসহ সকল আত্মীয়-স্বজন বুক চাপড়িয়ে শুধু কাঁদছে আর কাঁদছে। তোমরা আমার স্বামীকে কোথায় নিয়ে চলেছ। কিন্তু তার এ প্রশ্নের জওয়াব দেবে কে?

ইতিমধ্যে কবরস্থানের নিকট এসে খাটখানা কবরের এক পাশে রেখে তিনজন লোক কবরে নেমে কোল ধরাধরি করে আমাকে কবরে শুইয়ে দিল। আমি বোক ফাটা আর্তনাদ করে বললাম, তোমরা অন্ততঃ আমার কথা শুন। তোমরা আমার প্রতিবেশী আমাকে তোমরা কেন কবর দিচ্ছ। আমি তো জীবিত। আমিত ভাল আছি। আমার কথা কেউ শুনলনা। আমাকে মাটি দিয়ে সবাই যে যার যার ঘরে চলে গেল।

একটু পর দু'জন বিরাট আকৃতির লোক আসল। তাদের চোখ গুলো সূর্যের মত ঝলমল করছে। এমন আকৃতির লোক আমি জীবনে কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বসিয়ে আরবীতে কয়েকটা প্রশ্ন করল। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তাই একটার উত্তরও দিতে পারলাম না। অতঃপর লোক দু'টি চলে গেল। একটু পর আরো অদ্ভুত আকারের একজন অন্ধ লোক আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তার নখগুলো বিরাট এবং হাতে একটি লোহার হাতুড়ী। চার দিকে বিরাট গর্জন শুনতে পেলাম। আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু হায়! সেখানে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ নেই।

লোকটা এসে আমার পাশে বসল। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। কিন্তু কোথাও যে পালিয়ে যাব সে সুযোগ ছিল না। লোকটি আমার মাথায় তার হাতুড়ী দিয়ে এমন জোরে আঘাত করল যে, আমার মাথা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি ভীষণভাবে চীৎকার করতে থাকলাম। একটু পর দেখলাম আমার মাথা ভাল হয়ে গেছে। ওমনি লোকটি আবার হাতুড়ী দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করল। এমনিভাবে আমার উপর ভীষণ আযাব চলতে থাকল।

আমি পিপাসিত হয়ে পানি চাইলাম। তৎক্ষণাৎ দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত ও পুঁজ আমাকে পান করার জন্য দেয়া হ'ল। বাধ্য হয়ে রক্ত ও পুঁজ আমাকে পান করতে হ'ল। একটু পরে দেখি আমাকে দংশন করার জন্য অনেকগুলো সাপ এগিয়ে আসছে। ভয়ে আমি এত জোরে চীৎকার করলাম যে, মহূর্তের মধ্যে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। বিশ্বাসই হ'ল না যে, আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম হায়! জীবনে কখনো কোন ভাল কাজ করিনি। আমি কত ধোকা দিয়েছি। পরকালে আমার উপায় কি? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আর আমার জীবনে মানুষকে ঠকাব না, ধোকা দেব না। ওযনে কম দিব না এবং কখনো ছালাত ছাড়ব না।

ইতিমধ্যে মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এল মুয়াযযিনের সুমধুর কণ্ঠের আযান। এই প্রথম মুয়াযযিনের আযান আমার কাছে মধুর চেয়ে মিষ্টি মনে হ'ল। বাতি জ্বেলে বহু দিনের অব্যবহৃত ময়লা যুক্ত টুপি খানা মাথায় দিয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হ'লাম। সেই থেকে আর কখনো ছালাত ছাড়িনি। পাড়া-প্রতিবেশী আমার এ পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম স্বপ্ন থেকেও অনেক কিছু শিখা যায়।

বের হয়েছে বের হয়েছে

পাঠক নন্দিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বর্ধিত ২য় সংস্করণ (পূর্বের ৮০ পৃষ্ঠার স্থলে ১৪৪ পৃষ্ঠা) হোয়াইট প্রিন্ট বের হয়েছে। বিপুল তথ্য সমৃদ্ধ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এই অনন্য গ্রন্থ আমাদের প্রকাশনায় একটি অমূল্য সংযোজন। প্রতি কপি হাদিয়া ৩০/০০। নিজে খরিদ করুন। অন্যকে হাদিয়া দিন। মৃত পিতা-মাতার নামে খরিদ করে বিলি করুন। এভাবে ছহীহ দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব কিছুটা হ'লেও পালন করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

প্রাপ্তিস্থানঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী। মারকাযী দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহী। হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, নারুলী, বগুড়া।

কবিতা

ছাপোষা মাস্টার

-আমীরুল ইসলাম মাস্টার
ভায়ালক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

আমি কিন্তু ছিলাম বটে
এক সময় মাস্টার
স্কুলে করাতাম
লেখাপড়া ক্লাসটার।
ছোট বলে ছোট হয়
ছাপোষা পরিচয়
ছোট বলেই ছোটদের
বড় করে গড়ি তাই।
ভালবাসি কাছে ডাকি
কচিকাঁচা খোকাদের
ওরা কিন্তু চিরদিন
স্নেহমাখা আদরের।
বড় হ'লে ওরা যখন
দেশ দশ গড়বে
অন্যায় অসত্যের
বিরুদ্ধেও লড়বে।
সেই আশায় বুক বেঁধে
করি কত যত্ন
ওরাই দেশের ভবিষ্যৎ
ওরাই দেশের রত্ন।
ছাপোষা বলেই মোর
যুগে যুগে পরিচয়
বড়দের দেখলেই
প্রাণ কাঁপে শঙ্কায়।
যদি তারা ছোট বলে
না করে গণ্য
না দেয় সম্মান
না করে মান্য।
সেই ভয়ে দূরে থাকি
কাছে যেতে ভয় পাই
ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র হয়ে
যদি কভু হারিয়ে যাই।
অবশেষে তাই হ'ল
যেন কার তলোয়ার
একচোটে কেটে দিল
ছাপোষা মাস্টার।

অহি-র বিধান

- মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, নীলফামারী।

আবার মোরা জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে দিব বিশ্বকে
জাগিয়ে দিব ধরার যত দুঃখী মানুষ নিঃস্বকে।
অহি-র বিধান করব কায়েম আবার মোরা বিশ্বে যে
তখন যে আর থাকবে না দুঃখী মানুষ নিঃস্ব যে।
এই দেশেতে শান্তি বায়ু বইবে আবার বইবেরে
সবাই পাবে সুখ-শান্তি দুঃখী না কেউ রইবেরে।
জগৎ জুড়ে শান্তি তুমি দেখতে তখন পাবে
পাপ তমসা ধরার যত সবই কেটে যাবে।
মানুষ তখন মুদবে নয়ন ভয়-ভীতি আর থাকবেনা
গভীর রাতে অস্ত্র হাতে কেউ তো তখন ডাকবে না।
রাশেদার যুগ আসবে ফিরে দূর হবে সব অনাচার
দূর হবে সব যুলূম-শোষণ, দূর হবে সব অবিচার।
তাই এসো আজ জোর কদমে নওল-তরুণ ভাই
অহি-র বিধান করতে কায়েম আমরা ছুটে যাই।

দ্বীনের ইলম চাই

-খ.ম. বেলাল
আল-বুকায়রিয়া, আল-ক্বাছীম
সঊদী আরব।

দ্বীন জ্ঞানহীন আমি একজন দ্বীনের ইলম চাই
যোগ্য আলেম পাব কোথায় খুঁজছি শুধু তাই।
ঘর থেকে বের হ'লে পাঠশালার অভাব নাই
সঠিক তা'লীম কোথাও দিচ্ছে নারে ভাই।
মাযহাবী শিক্ষানীতি করছে ধরাশায়ী
কুরআন-হাদীছ ভুলে গিয়ে দিচ্ছে আপন রায়।
খোলাফায়ে রাশেদার শিক্ষানীতি করলে প্রচার
সভ্য সমাজ উঠবে গড়ে কাটবে অন্ধকার।
বক ধার্মিক হ'লে গুরু ভরাডুবী হবে
এই ইলমে সফলতা আসবে নাতো কবে।
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে দিচ্ছে কত ধোঁকা
দু'চার কথা বলে গুরু বানায় মোদের বোকা।
গুরু যদি হয় দুরাচার, ছাত্র হবে পাজী
যথা তথা হবে বিক্রি, করবে কারসাজী।
ছাহাবা ও তাবেঈদের চরিত্র করলে অনুসরণ
ইনছাফ করতে কষ্ট হবে না কখন।
দ্বীনের ইলম হাছিল করা সব মানুষের কাজ
ত্যাগ করতে হবে গুরু হ'লে ধোঁকাবাজ।
আল্লাহভীরু হ'তে হবে সকল মুমিনকে
ফিরে আসবে শান্তি তবে এই জগতে।
সঠিক ইলম বিলিয়ে দাও দ্বীন মূর্খের মাঝে
বৃথা নাহি যাবে তা আসবে একদিন কাজে।
নানা রকম ফেরকাবাজি চলছে ধরাতে
কষ্ট করে টিকে থাকতে হবে সঠিক পথে।
মেষ ছেড়ে রাখাল যদি মাঠে ঘুমিয়ে পড়ে
শিয়াল কুকুর বাচ্চা খাবে অনেক মজা করে।
বেড়া যদি ক্ষেত খায় রক্ষা তবে নাই
দ্বীন জ্ঞানহীন আমি একজন দ্বীনের ইলম চাই।।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❒ **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ আব্দুর রাক্বিব, আব্দুর রশীদ, আবুল হোসায়েন, মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মুহাম্মাদ রশীকুল ফুওয়াদ, আবু ত্বালিব ও শামীম হোসায়েন।

❒ **বড় বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া), নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** শফীকুল ইসলাম, আতীকুল ইসলাম, শাহজামাল, আবদুল কাবীর ও আব্দুল মুক্বীত।

❒ **হেলেনাবাদ কলোনি মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** আবুনাছের, আনোয়ার হোসায়েন ও হাসীবুল ইসলাম।

❒ **পবা উপজেলা, রাজশাহী থেকেঃ** আবু সাঈদ ও আহসান হাবীব।

❒ **শেখপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** ইসমাঈল হোসায়েন ও আব্দুল আহাদ।

❒ **নলডাঙ্গার হাট, নাটোর থেকেঃ** আবু ত্বালেব, রবীউল ইসলাম, আবু ত্বাহের, হাফীযুল ইসলাম, আবুবকর ছিদ্দীক্ব, মিন্টু রহমান, পিন্টু, মুসাম্মাৎ আশা পারভীন, বেলালুদ্দীন, রোকেয়া, কাকলি, শাপলা, সোমা, মরিয়ম ও মিনা।

❒ **মুন্ডুমালা আলিয়া মাদরাসা, তানোর, রাজশাহী থেকেঃ** সুলতান মাহমূদ, ইয়াসীন আলী, আব্দুর রাযযাক, ইউসুফ আলী, আবদুস সালাম, খায়রুল ইসলাম ও মুসাম্মাৎ উম্মে কুলছূম।

❒ **হুজরাপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** মীযানুর রহমান, মিলন, টুটুল হোসায়েন, হুমায়ূন, উজ্জ্বল হোসায়েন, ফিরূয আহমাদ, রুবেল হোসায়েন, সজিব, সজল, আলামীন, সপন, সাগর, সোহেল রানা, মুমিন, রুহুল আমীন, আযীযুল ইসলাম, আমীনুল ইসলাম ও ইমামুদ্দীন।

❒ **মানিকচর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** জামালুদ্দীন, আল-আমীন, রুহুল আমীন, রাশেদ, আশরাফুল ইসলাম, কামালুদ্দীন, শরীফুল ইসলাম ও গোলাম কবীর।

❒ **জগপুর, কাকনহাট, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুর রহমান, মুহাম্মাদ মরজেম হোসায়েন ও বাবুল মিয়া।

❒ **মোল্লাপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকেঃ** মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, গোলাম আযম ও আবুল বাশির।

❒ **শাহী মসজিদ, নওগাঁ থেকেঃ** ইলিয়াস, ইমরান খান, সুমন ও সবুজ।

❒ **আটিদশড়া, মালিগাড়ী, জয়পুরহাট থেকেঃ** মুহাম্মাদ রাক্বীব, আব্বান, মুহসিন, সাইন, ক্বাসেম, দেলোয়ার, মেহদুল, মুমতাহিনা, মেহেদী হাসান, আহসান হাবীব, ছাক্বিব ও নেহারুল ইসলাম।

❒ **কেশব হাবাসখোল, যশোর থেকেঃ** সাজান ও মাছুরা।

❒ **মুহাম্মাদপুর, কুষ্টিয়া থেকেঃ** আব্দুর রহীম, আব্দুল আলীম, আব্দুস সালাম, ওবায়দুর রহমান, আবুল কালাম আযাদ, আবু ত্বালহা, ছফিউর রহমান, আব্দুল্লাহ, সোহাগ, কিরণ ও খোকন।

❒ **কালাই, জয়পুরহাট থেকেঃ** শাহজাহান, খাদীজা, যুলকারনায়ন, বুলবুলী জান্নাত, নূপুর, জেমি, রাজু, বিপ্লব, শুয়েল, জুয়েল, আলী, কামরুল, যাহেরুল ইসলাম, অজুদ মিয়া, তাদের আলী, পলাশ ও আরাফাত।

❒ **মোগলহাট, লালমণিরহাট থেকেঃ** নযরুল ইসলাম, নূর মুহাম্মাদ, রিপন বাবু, আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহিল কাফী, সাইফুল ইসলাম, আব্দুর রউফ, আব্দুল হাই, এরশাদ আলী, আমীনুল ইসলাম, আব্দুল মাজেদ ও যিয়াউল ইসলাম।

❒ **নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর থেকেঃ** মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান, আতোয়ার রহমান, সাইফুল ইসলাম, উম্মে হাবীবা খাতুন, মুসলেমা খাতুন ও কামরুন্নাহার খাতুন।

❒ **ফুলবাড়ী, দিনাজপুর থেকেঃ** আনোয়ার হোসায়েন।

❒ **পাঁচবিবি, দিনাজপুর থেকেঃ** মুহাম্মাদ আহসান হাবীব।

গত সংখ্যার ধাঁ ধাঁ-এর সঠিক উত্তর

১. ঢেঁকি। ২. তালা। ৩. পাকা মরিচ। ৪. মানচিত্র। ৫. টেউটিন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস)-এর সঠিক উত্তর

১. খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)। ২. আলেকজাণ্ডার ও তৈমুরলং।
৩. নেপোলিয়ান। ৪. রুজভেল্ট। ৫. অষ্টম এডওয়ার্ড (ষষ্ঠ জর্জের বড় ভাই)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস)

১. বিশ্ববিখ্যাত দু'জন মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম লিখ?
২. কোন মুসলিম নাবিক ভাস্কোডাগামাকে ভারতীয় উপমহাদেশে আসার পথ দেখান?
৩. মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন্ মুসলিম বিজ্ঞানী প্রথম তথ্য উপস্থাপন করেন?
৪. সূর্য ও চন্দ্র সম্পর্কিত টলেমীর ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে সমর্থ হন কোন্ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী?
৫. চিকিৎসা ও অঙ্ক শাস্ত্রের সর্বাধিক পরিচিত মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম কি?

চলতি সংখ্যার ধাঁ ধাঁ

১. চার অক্ষরের এমন একটি অর্থবোধক শব্দ তৈরী কর, যা থেকে দুই অক্ষর বাদ দিলেও চার থাকে।
২. এমন একটি জিনিসের নাম বল যা মানুষকে অমানুষ বানায়?
৩. কোন্ জিনিস হারিয়ে গেলে আর কোনদিন ফেরত পাওয়া যায় না?
৪. এমন কোন্ জিনিস যা ডান হাত দিয়ে ধরা গেলেও বাম হাত দিয়ে ধরা যায় না?
৫. কোন্ জিনিস সবসময় তোমার সামনে থাকে, তবুও তুমি দেখতে পাও না?

❒ সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

যেলা গঠনঃ

(৩২) বাগেরহাটঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আহমাদ আলী (যেলা সভাপতি, আন্দোলন)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মীযানুর রহমান (যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদুল্লাহ খান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ দাঊদ আলী
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলী
সহ-পরিচালকঃ আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সহ-পরিচালকঃ যিয়াউর রহমান খান।

প্রশিক্ষণঃ

গত ১লা জুলাই ডাইংপাড়া, ধুরইল বালিকা বিদ্যালয়, বোহালডাইং, গোপালপুর, মোহনপুর; ৪ঠা জুলাই হরিরামপুর, বাঘা, নেয়ামতপুর, চারঘাট; ৮ই জুলাই মির্জাপুর; ১৪ই জুলাই নওদাপাড়া মাদরাসা; ২০শে জুলাই পাষণ্ডিয়া, চারঘাট; ২১শে জুলাই ঝাউবোনা, চারঘাট; ২২শে জুলাই পত্রপুর ইবতেদায়ী মাদরাসা, কালিগ্রাম দাখিল মাদরাসা, শনখেজুর ফুরকানিয়া মাদারাসা ও মোহনপুর রাজশাহীতে সোনামণিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ শিবিরে সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, চরিত্র গঠন, পথচলা ও মেধা পরীক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, সহ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার। এছাড়া অন্যান্য দায়িত্বশীলদের মধ্য হ'তে আব্দুল মুহায়মিন, ওয়ালিউল্লাহ, আব্দুল মতীন, ফারূক হোসায়েন প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের 'সংগঠনের' উপর পরীক্ষা নেয়া হয়।

যেলাঃ পাবনা

গত ১০ই জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলা আয়োজিত মাদারবাড়ী জামে মসজিদের প্রশিক্ষণে বিপুল সংখ্যক সোনামণির সদস্যদের উপস্থিতিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক শায়খ শিহাবুদ্দীন সুন্নী পৃথকভাবে সোনামণি সদস্যদের নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। তিনি সোনামণির লক্ষ্য উদ্দেশ্য, গুণাবলী ও করণীয় সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

তাবলীগী সফরঃ

সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক যিয়াউল ইসলাম গত ২৯শে জুন থেকে ১লা জুলাই পর্যন্ত এক বিশেষ তাবলীগী সফরে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট গমন করেন। ২৯শে জুন খুলনা যেলা 'আন্দোলন' কর্তৃক আয়োজিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। ৩০শে জুন কালদিয়া ইসলামিক সেন্টার, বাগেরহাটে সোনামণিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বাগেরহাট যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। অতঃপর ১লা জুলাই সাতক্ষীরা পৌরসভাধীন বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে দিনব্যাপী 'সোনামণি' সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সংগঠন সাতক্ষীরা যেলা পরিচালক জনাব আহসান হাবীব-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান। প্রশিক্ষণে সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, কর্মসূচী ও নীতিবাক্যের উপর প্রশিক্ষণ দেন রাজশাহী মহানগরী পরিচালক যিয়াউল ইসলাম।

সোনামণি সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ২৮শে জুলাই শুক্রবার বাদ জুম'আ ঢাকা মহানগরীর সুরিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় শতাধিক সদস্যের এক বিরাট 'সোনামণি' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা যুবসংঘের মালিটোলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সূরা হজ্জ-এর ২২ ও ২৩ নং আয়াত উল্লেখ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদের সোনা-মণি ও মুক্তার মুকুট পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অত্র আয়াত থেকে সোনা ও মণি শব্দ দু'টি চয়ন করে 'সোনামণি' শিশু সংগঠনের নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ যেন আমাদের প্রিয় সোনামণিদেরকে প্রকৃত মুমিন বান্দা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে সোনা ও মণি মুক্তার মুকুট পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান এই দো'আ করি। তিনি সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, কচি বয়স হ'তে যদি শিশুদের ভিতরে নির্ভেজাল তাওহীদ পয়দা করা যায়, তাহ'লে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জীবন গড়ার প্রয়াস পাবে। সামাজিক অপরাধ হ'তে নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারবে এবং নিজ পরিবারকে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে গড়ে তুলতে পারবে। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, সুরিটোলা জামে মসজিদের ইমাম হাফেয আব্দুল আযীয প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, রণি ও সুমন নামের দু'জন সোনামণি উক্ত সমাবেশে সুন্দর কণ্ঠে জাগরণী গেয়ে শোনায়।

আহ্বান

-রুসাফী (৫ম শ্রেণী)
গাংণী প্রি-ক্যাডেট স্কুল
মেহেরপুর।

এসো সোনামণি
এসো কচি প্রাণ
বিশ্বজগৎ গড়তে হবে
তাড়িয়ে শয়তান।
তরীক্বা, মাযহাব, কুসংস্কারে
ডুবছে মানুষ অন্ধকারে
রক্ষা তাদের করতেই হবে
শিখায়ে কুরআন।
এসো সবুজ, স্বপন, শাহীন
শাকিল ও বাবু ভাই!
অহি-র বিধান কায়েম করতে
সোনামণি দলে যাই।
সোনামণি সে তো পরশমণি
তার মত কেউ নাই
সত্যের পথে তাদের সাথে
জীবন গড়তে চাই।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ভারত সর্বোচ্চ মাত্রার সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র

রা. বি. সেমিনারে আলোচনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ কলা ভবনে গত ২৩শে জুন শুক্রবার অনুষ্ঠিত 'ইসলামী জাগরণবাদঃ দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এক সেমিনারে আমেরিকার হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মমতাজ আহমাদ বলেছেন, ভারত সাংবিধানিকভাবে একটি সেক্যুলার হ'লেও রাজনীতি, প্রশাসন এবং সমাজসহ সর্বক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ মাত্রার সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাবরী মসজিদ ধ্বংস এবং তেল সংকট প্রভৃতি ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তারা রাজনৈতিক বা অন্য কোন সাহায্যের জন্য পাকিস্তান বা অন্য কোন মুসলিম দেশের সাহায্য পাওয়ার আশা করে না। এজন্য তারা শিক্ষা, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

'সেন্টার ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ বাংলাদেশ' (সিপিএসবি) আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে মূল বক্তব্য পেশকালে তিনি একথা বলেন। স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক তারেক তৌফীকুর রহমান (তারেক ফযল)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সাবেক ভিসি প্রফেসর ইউসুফ আলী, প্রফেসর আঃ হামিদ (সাবেক ভিসি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), প্রফেসর এ কে এম আযহারুল ইসলাম, প্রফেসর মোখলেছুর রহমান, ডঃ এম কিউ জি মাহতাবওয়ালী, ডঃ ইয়াকুব আলী, ডঃ শাহজাহান, আব্দুল জাব্বার খান, ডঃ নাজিব ওয়াদূদ, আব্দুল বারী প্রমুখ।

প্রফেসর মমতাজ বলেন, ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন বিভিন্ন দেশে ভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিকশিত হয়েছে। তিনি পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি, সময় এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সকল সরকারই ইসলামকে তাদের বৈধতা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করায় ইসলামকে সেখানে অতি ব্যবহারের জন্য 'অনেক হয়েছে আর নয়' এমন অবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতে এই আন্দোলন মুসলমানদের অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয় রক্ষার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ডঃ মমতাজ একটি তাত্ত্বিক অনুমান ব্যাখ্যা করে বলেন, যে সমাজে সংখ্যালঘুরা মূল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ধারায় প্রবেশের সুযোগ পায় না, সেই সংখ্যালঘুরা পার্শ্ব পেশায় নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটায়। তেমনি ভারতের মুসলমানরা রাজনীতি ও প্রশাসনের বদলে ক্রীড়া, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র প্রভৃতি পেশায় দক্ষতা ও মেধার স্বাক্ষর রাখছে।

তিনি বলেন, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের শিক্ষিত ও গবেষকদের কাছে বাংলাদেশ একটি অজানা দেশ হিসাবেই থেকে গেছে। বাংলাদেশের জনগণ ও ইসলাম নিয়ে যে গবেষণা হবার কথা ছিল দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তার খুব কমই হয়েছে। বাংলাদেশকে তিনি ইসলামের 'অবহেলিত সীমান্ত' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, ১৯৭৯-৮১ সালের দিকে ইরান, পাকিস্তান সহ বিশ্বের মুসলিম দেশ সমূহে মুসলমানদের যখন রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তখন বাংলাদেশে সরকারগুলো কেবল ইসলামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে। ডঃ মমতাজ বলেন, বাংলাদেশে ইসলামের পুনর্জাগরণবাদী গোষ্ঠীসমূহ ইসলামের শরীয়তায়ন বা রাজনৈতিক ও আইনগত বিষয়সমূহের বদলে এর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিকে অধিক মনোযাগী। বাংলাদেশে ইসলামীকরণ রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির নিকট থেকে সমর্থন পেয়ে নীরব জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এই ধীর হ'লেও দৃঢ়। বাংলাদেশে ইসলাম আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে দৃঢ়।

সাবেক ভিসি প্রফেসর ইউসুফ আলী বলেন, আদর্শ হিসাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধই বাংলাদেশের অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার। বাংলাদেশের জনগণকে বাঙালিত্ব নয়, ইসলামের ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এনজিওরা হচ্ছে এইডস স্বরূপ

-এফবিসিসিআই

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির (এফবিসিসিআই) আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'বিজনেস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে জনাব খুরশিদ আলী মোল্লাকে প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২০শে জুন আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব খুরশিদ আলী মোল্লা বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চোরাচালান হচ্ছে ক্যান্সার আর এনজিওরা হচ্ছে এইডস স্বরূপ। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ফোরাম নেতৃবৃন্দ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে এনজিওদের লিপ্ত হওয়ার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, এনজিওরা কল্যাণমূলক কাজের জন্য দাতাদের কাছ থেকে বিনা সূদে টাকা এনে ব্যবসায় খাটাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে জোর দিয়ে বলেন, এনজিওরা যাতে কোন অবস্থায়ই ব্যবসা করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

সাড়ে তিন বছরে সীমান্ত এলাকায় ১৬৬ বার ভারতীয় হামলা

বাংলাদেশের ৪ হাযার বর্গ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে বর্গির আক্রমণের মত অব্যাহত ভারতীয় সশস্ত্র আগ্রাসনে সীমান্তবর্তী জনগণের মধ্যে ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতা নেমে এসেছে। বিশেষ করে একের পর এক ভারতীয় বর্গি আক্রমণের মুখে আমাদের জনগণকে রক্ষা করার ব্যাপারে বর্তমান সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় নিরাপত্তাহীনতা আরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে, গত '৯৭ সাল থেকে গত মে '২০০০ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ ১৬৬ বার সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে। এতে বিডিআর সদস্য সহ নিহত হয়েছেন ৮৪ জন এবং আহত হয়েছেন ৮৬ জন।

বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বিপজ্জনক ও উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কথিত শান্তিচুক্তি করে সারা বিশ্বে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টায় মত্ত থাকলেও আমাদের সীমান্ত জুড়ে ক্রমবর্ধমানভাবে ভারতীয়দের অশান্তি সৃষ্টির বিষয়টিতে সম্পূর্ণ নীরব থাকায় পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যেভাবে ভারত একের পর এক সীমান্তে আক্রমণ চালাচ্ছে, তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহ'লে পরিস্থিতি বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ৮৮তম স্থানে

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র (হু) মতে এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানের দিক থেকে উন্নত এমন ৫০টি দেশের মধ্যে এশিয়া অঞ্চলের সিঙ্গাপুর এবং জাপানের নাম থাকলেও বাকীদের অবস্থান একেবারেই পশ্চাতে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' বাংলাদেশকে ৮৮ তম স্থান দিলেও ১৯০টি দেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশ ভারত ও চীনের অবস্থান যথাক্রমে ১১২ ও ১৪১ য়ে। এশিয়া অঞ্চলের নেপাল, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং আফগানিস্তান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তুতকৃত তালিকায় যথাক্রমে ১৫০, ১৪৭, ১২২, ৭৬ এবং ১৭৩ তম অবস্থানে রয়েছে।

খাগড়াছড়িতে ম্যালেরিয়া আতঙ্কঃ ৬ বছরে ৮শ' জনের মৃত্যু

চট্টগ্রামের পাহাড়ী যেলা খাগড়াছড়িতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আতঙ্কজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য প্রশাসনের জন্য এ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী গত ৬ বছরে ম্যালেরিয়ায় এ যেলাতে ৮০০ লোক মারা যায়। এছাড়া একই সময়ে রোগটিতে আক্রান্ত হয়েছে ৩ লাখ ৬৫ হাযার ৮৯৫ জন মানুষ। গত বছরই খাগড়াছড়িতে ম্যালেরিয়ায় ৬২ জনের মৃত্যু হয় এবং আক্রান্ত হয় ৪৮ হাযার ৩১৫ জন। কিন্তু বেসরকারী সূত্রগুলোর মতে এ রোগে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা সরকারী হিসাবের চাইতে অনেক বেশী। ম্যালেরিয়ার এই আতঙ্কজনক বিস্তারের সময় যেলার সদর হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে দেখা দিয়েছে ওষুধ স্বল্পতা।

'আলহাজ্জ' ও 'মুহাম্মাদ' বিরোধী বক্তৃতার জন্য ১৭ জনের বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ

মুসলমানদের নামের পাশে 'আলহাজ্জ' ও 'মুহাম্মাদ' ব্যবহারের বিরুদ্ধে বক্তব্যদানকারী ও সমর্থনকারী ২ জন মন্ত্রী সহ ১৭ জনকে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানিয়ে উকিল নোটিশ দেয়া হয়েছে। গত ১২ই জুলাই প্রদত্ত উকিল নোটিশে ৭ দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতায় অংশগ্রহণ, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, মানহানি, স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার অপরাধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা দায়ের করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি সি আর দত্ত, সাধারণ সম্পাদক নীমচন্দ্র ভৌমিক, পানি সম্পদমন্ত্রী আবদুর রাযযাক, খাদ্য উপমন্ত্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, এডভোকেট ফযলুর রহমান, বি,এন, পি-র গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, পঞ্চানন বিশ্বাস এমপি, ঢা, বি, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ এ, কে আযাদ চৌধুরী, কে,এম সোবহান, জাতীয় পার্টির এডভোকেট ফযলে রাব্বী এমপি, জি, এম, এ কাদের এমপি, ছালাহুদ্দীন বাদল, মুকুল বোস, পংকজ দেবনাথ, নির্মল চ্যাটার্জি ও মনোয়ার হোসেন রানা।

হিন্দুদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী!

গত ১৪ই জুলাই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে অর্পিত (শত্রু) ও অনাগরিক সম্পত্তি আইন বাতিল এবং সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' তুলে দেয়া না হ'লে এক অখণ্ড বাংলাদেশ ভেঙ্গে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের হুমকি দিয়েছে।

পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেছে, অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে বর্তমানে ৫০ লাখ হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে অবস্থান করছে। কিন্তু তারা দীর্ঘদিনেও ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। অপরদিকে এদেশে বসবাসকারী ১ কোটিরও বেশী হিন্দু ঐ আইনের যাঁতাকলে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হচ্ছে। এ অবস্থায় দু'পারের এই হিন্দুরা মিলে যদি বাংলাদেশের একটি অঞ্চল নিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করে বসে তাহ'লে বাংলাদেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। তবে এর জন্য তাদের দোষ দেয়া যাবে না।

[বাংলাদেশ যেন কারো হাতের মোয়া, যে ইচ্ছাকৃত ভেঙ্গেচুরে খাওয়া যাবে। হিন্দু ভারতের ১২ কোটি মুসলমান যদি অনুরূপভাবে ভারতের মধ্যেই পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী তোলে, তাহ'লে ভারত সরকার তা বরদাশত করবেন কি? জানিনা এদের খুঁটির জোর কোথায়! কুম্ভকর্ণ নেতা-নেত্রীদের ঘুম ভাঙবে কি? - সম্পাদক]

ব্র্যাকের ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ গৃহবধূর আত্মহত্যা

ব্র্যাকের সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পেরে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৯শে জুলাই শনিবার মানিকগঞ্জ সদর উপযেলার ঘান্তা গ্রামে। এলাকাবাসী জানান, ঘান্তা গ্রামের দিনমজুর খলিলের স্ত্রী বাতাসী (৩২) এনজিও ব্র্যাকের ঋণ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে খুব বকাবকি করেছিল বলে শোনা যায়।

মসজিদে মসজিদে তওবা ও দো'আ কুনুত পড়ার আহবান

এডিস মশার আতঙ্কে নগরীর মানুষ আজ দিশাহারা। মৃত্যু ভয় ও ডেঙ্গুজ্বর আতঙ্কে মানুষ আজ চরম নিরাপত্তাহীন। ইতোমধ্যে প্রায় ২০ জন নগরবাসী ডেঙ্গুজ্বরে মৃত্যুবরণ করেছে। সামান্য এক মশার আতঙ্কে জনজীবনে আজ চরম উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। প্রখ্যাত ওলামা-আলেমগণ পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিধানে সাথে নাফরমানী, বেয়াদবী ও ধর্ম সম্পর্কে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব যখন বেড়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ্র অসন্তুটির কারণে পৃথিবীতে বালা-মুসিবত ও আযাব গজব নাজিল হয়। ডেঙ্গুজ্বর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির একটি ছোট নমুনা। মানুষ আজ গুনাহকে গুনাহর কাজ বলে মনে করছে না। জেনা-ব্যাভিচার, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন ভয়ানকভাবে বেড়ে চলেছে। প্রকাশ্যে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে, খুনখারাপী, ছিনতাই, রাহাজানি, চাঁদাবাজি ও ধোঁকাবাজি বেড়ে গেছে, ক্রমেই ফ্যাতনা ফ্যাসাদ বেড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এসব পসন্দ করেন না। মানুষ হত্যা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি করা, পৃথিবীতে ফ্যাতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার মতো অবরোধে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবধারিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কাছে তওবা না করলে, কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা না চাইলে আমাদের জন্য আরো ভয়ানক গজব অপেক্ষা করছে। 'ডেঙ্গুজ্বর' তার তুলনায় খুবই সামান্য।

ফরজ ছালাতের শেষ রাকাতে রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে দো'আ কুনুত পড়তেন। এটা তার সুন্নাত। মসজিদুল হারমাইন শরীফে আজও ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতের সাথে দো'আ কুনুত পড়া হয়। বিপদ আপদ, বালা মুসিবত থেকে পরিত্রাণের জন্য সাহাবায়ে কেরামগন এবং ওলামা মাশায়েখগন এভাবেই আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেছেন।

জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষে বিশ্বের বৃহত্তর গরান বন 'সুন্দর বনে' জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বন মন্ত্রনালয় ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার জন্য সুন্দর বনে ধাংমারী এবং বুড়ি গোয়ালিনীর মধ্যবর্তী এলাকায় ৪০ হেক্টর জমির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের বন গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবে।

ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হ'লে সুন্দর বন ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য বনের উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহ সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া যে সব প্রজাতি বিলুপ্তির সম্মুখীন সেগুলো সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত গবেষণা পরিচালনা করা হবে।

বাঁকাল মাদরাসার কৃতিত্ব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার মারকায মাদরাসা হ'তে এ বৎসর দাখিল পরীক্ষায় ৭ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে এবং কৃতিত্বের সাথে পাস করে। ৭ জনের মধ্যে ৪ জন ১ম বিভাগ ও বাকী ৩ জন ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম-

১. নাজমুল আনাম (১ম বিভাগ), ২. নূরুল ইসলাম (১ম বিভাগ), ৩. আব্দুর রকীব (১ম বিভাগ), ৪. সাইফুযযামান (১ম বিভাগ), ৫. মাহফুযুর রহমান (২য় বিভাগ), ৬. বেলাল হোসায়েন (২য় বিভাগ), ৭. লুৎফুন নাহার (২য় বিভাগ)।

আয়েশা ক্লিনিক

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভারী করা হয়। এক্স-রে, ই,সি,জি আলট্রাসনগ্রাফী ও প্যাথলজীর সু-ব্যবস্থা আছে।

পরিচালকঃ **নূর মহল বেগম**

ঠিকানাঃ গ্রেটার রোড, কাদমতলা, রাজশাহী।

ফোন ঃ ৭৭৩০৫৩ (অনুঃ)

বিদেশ

৭ হাযার বছর আগের হাতিয়ারের সন্ধান

নেপালের প্রত্নতত্ত্ববিদরা সাত হাযার বছর আগের প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সন্ধান পেয়েছেন। এ থেকে প্রমাণ মেলে যে, হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে প্রস্তর যুগের মানুষ বাস করত।

রমেশ কুমার ধুঙ্গেল নামের একজন সিনিয়র প্রত্নতত্ত্ববিদ (এএফপিকে) জানান, কাঠমন্ডুর উত্তরে অরুণ উপত্যকার কাছে হাতিয়া গ্রামের একটি গুহা খুঁড়ে তারা গত ১লা জুলাই এই প্রত্ন নিদর্শনের সন্ধান পান। তিনি আরও জানান, নেপালের প্রস্তর যুগের কোন নিদর্শনের সন্ধান লাভের ঘটনা এটাই প্রথম। প্রত্নতত্ত্ববিদরা জানান, এখন থেকে পাঁচ অথবা সাত হাযার বছর পূর্বে মধ্য এশিয়া এবং হিমালয় অঞ্চলের মানুষ এসব পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত।

মার্কিন মন্ত্রীসভায় প্রথম এশীয়

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ক্যালিফোর্নিয়ার সাবেক কংগ্রেস সদস্য নরম্যান মিনেটাকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। মিনেটা প্রথম এশীয় আমেরিকান, যিনি মার্কিন মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেন। তবে তার এ নিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে অনুমোদিত হ'তে হবে।

ক্লিনটন গত ২৯শে জুন ওভাল অফিসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার এ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ডেমোক্রেটিক দলীয় সদস্য মিনেটা ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন উপত্যকা এলাকা থেকে দীর্ঘ ২১ বছর কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি জাপানী বংশোদ্ভূত আমেরিকান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব শিশুকে জাহাজে করে আমেরিকা নেয়া হয় তিনি তার মধ্যে একজন।

ফিজিতে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ স্থগিতঃ বিদ্রোহীদের ফের হুমকি

ফিজির নতুন প্রধানমন্ত্রী লাইসোনিয়া কারাস গত ১৯শে জুলাই জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্টের অসুস্থতার কারণে তার নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। তবে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহীরা শপথ গ্রহণ পিছিয়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে দাবী করেছে। তারা নতুন করে বিশৃংখলা সৃষ্টির হুমকিও দিয়েছে।

বিদ্রোহীরা জানায়, সরকার তাদের বড় ধরণের ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। বিদ্রোহীরা আরও জানায়, শপথ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। কারণ তারা নতুন মন্ত্রীদের তালিকায় খুশী নন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী কারাসে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইলোয়লোর অসুস্থতার কারণে তার নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ফিজি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট দ্বীপের সংখ্যা ৩২২ টি। তবে এর মধ্যে মাত্র ৮৮টি দ্বীপে মানুষ বাস করে। কৃষি নির্ভর দেশ ফিজির জনসংখ্যা ৮ লাখের কাছাকাছি।

৪ কোটি ৪০ লাখ শিশু ইয়াতীম হবে!

এইডস রোগের কারণে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় দুই কোটি ৮০ লাখ আফ্রিকান ছেলে-মেয়ে তাদের বাপ-মার একজনকে হারাবে। আগামী কয়েক দশকের জন্য এটা হবে এক অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিক মানবিক বিপর্যয়। গত ১৩ জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা যায়।

১৩তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলনে প্রকাশিত মার্কিন সমীক্ষাটিতে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়, ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্বে ১৫ বছরের ৪ কোটি ৪০ লাখ শিশু এইডস বা অন্যান্য রোগের কারণে তাদের বাপ-মায়ের মধ্যে একজনকে বা উভয়জনকে হারাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ২২জন বীরযোদ্ধাকে সম্মানিত করেছেন ক্লিনটন

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ২২ জন এশীয় আমেরিকান বীরযোদ্ধাকে সাহসিকতার সর্বোচ্চ পদকে ভূষিত করেছেন। জাপানী বংশোদ্ভূত হাযার হাযার মার্কিন নাগরিকের যুদ্ধের সময়কার বেদনাময় স্মৃতি প্রশমনের আশায় ক্লিনটন এ পুরস্কার প্রদান করেন। হোয়াইট হাউসের সামনের চত্বরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লিনটন অর্ধশতাব্দী আগে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ৭জন অশীতিপর যোদ্ধাকে এই পদকে ভূষিত করেন। আরও ১৫ জনকে দেয়া হয় মরণোত্তর পুরস্কার। এসব পুরস্কার তাদের আত্মীয়-স্বজন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ক্লিনটন বলেন, এশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা আমাদের আরও বেশী আমেরিকান বানিয়েছেন। তাদের বীরত্বের ব্যাপারে নীরবতা ভাঙ্গার সময় এসেছে।

এক হাযার কেজি ওযনের গরু

সম্প্রতি থাই গবেষকরা একটি নয়া প্রজাতির গরু জন্মাতে সক্ষম হয়েছেন, যার আয়তন সাধারণ গরুর চেয়ে ৩ গুণ বড়। সাধারণ গরুর ক্ষেত্রে যেখানে গড়ে একটি ষাঁড়ের ২শ' কেজি গোশত হয় সেখানে নয়া প্রজাতির এই গরুর গোশতের পরিমাণ এক হাযার কেজি পর্যন্ত হবে। ক্যাসেটসাট বিশ্ববিদ্যালয়ের গোমাংস গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের গবেষকরা নয়া প্রজাতির এই গরুর উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নামানুসারে নয়া প্রজাতির এই গরুর নামকরণ করা হয়েছে 'ক্যামফাংসেন'।

এটি দেশী ও আমদানীকৃত প্রজাতির সংকর জাত। এতে ২৫ ভাগ দেশী, ২৫ ভাগ ব্রাহাম ও ৫০ ভাগ ক্যারোলাইসের মিশ্রণ রয়েছে। এই সংকর জাত গবাদি পশুর বেশী পরিমাণ গোশত হয় এবং উষ্ণ আবহাওয়ায় স্থানীয় প্রজাতির গরুর চেয়ে এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশী।

বিল গেট্‌স পেলেন ডক্টরেট ডিগ্রী

জাপানের রিকি বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৬ জুন মাইক্রোসফ্‌টের কর্ণধার বিল গেট্‌সকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছে। ডিগ্রী গ্রহণের পরমুহূর্তে রিকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বিল গেট্‌স বলেন, আসলে এখন তথ্য প্রযুক্তির যে বিপ্লব শুরু করেছি তা আগামী ১০ বছরে পৃথিবীকে এমন বদলে দেবে, যা বিগত ২৫ বছরেও সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন, মাইক্রোসফ্‌ট সফ্‌টওয়্যার ব্যবসাতেই থাকবে এবং সফ্‌টওয়্যার উন্নয়নেই সব মনোযোগ দেবে।

প্যারিসে কনকর্ড বিমান বিধ্বস্তঃ ১১৩ জন যাত্রী নিহত

গত ২৫ জুলাই প্যারিসে একটি যাত্রীবাহী কনকর্ড বিমান একটি হোটেলের উপর বিধ্বস্ত হ'লে ১১৩ জন নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে ১০০ জন বিমান যাত্রী, ৯ জন ক্রু বাকী ৪ জন হোটেলের। প্যারিসের শার্ল দ্য গ্যল বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই সুপারসনিক কনকর্ডটির একটি ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায় এবং বিমানটি কিছুক্ষণ পরই একটি হোটেল ভবনের উপর ভেঙ্গে পড়ে। বিমানটি প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিল।

নিহতদের মধ্যে ৯৬ জন যাত্রী ছিলেন জার্মান নাগরিক। একটি জার্মান পর্যটক কোম্পানি জার্মান পর্যটকদের নিউইয়র্কে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এয়ার ফ্রান্সের কাছ থেকে কনকর্ড বিমানটি ভাড়া করেছিল। সেখানে তাদের এক বিলাসবহুল নৌবিহারে যোগ দেওয়ার কথা ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, উড়ার পরপরই বিমানটির বাঁ দিকের ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। তখনো এটি যথেষ্ট উচ্চতায় উঠতে পারেনি।

উল্লেখ্য, কোন কনকর্ড বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। বিগত ৩১ বছর ধরে কনকর্ড বিমানের 'নিরাপদ যান' হিসাবে একটি চমৎকার রেকর্ড ছিল। কনকর্ড অত্যন্ত দামী বিমান এবং এতে ভ্রমনও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ মুহূর্তে বিশ্বে মাত্র ১৩টি কনকর্ড বিমান রয়েছে।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)

ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

মুসলিম জাহান

নাইজেরিয়ার কানু রাজ্যে রামাযান মাসে শরীয়া আইন চালু হবে

নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় জনবহুল কানু রাজ্যে ইসলামী শরীয়া আইন কার্যকর করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের গভর্ণর রাবীউ কাওয়ানকাওসো গত ২১শে জুন বলেন, আগামী ডিসেম্বরে রামাযান মাসের প্রথম দিন থেকে এ আইন কার্যকর করা হবে। গভর্ণর কর্মকর্তাদের আরো বলেন, কানু রাজ্যের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। তিনি বলেন, শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার এখনই সময়। গভর্ণর জানান, প্রধান ইমাম শেখ ঈসা ওয়াযীরী পবিত্র রামাযান মাসের প্রথম দিনটিতে এ আইন কার্যকর করার উৎকৃষ্ট সময় বলে প্রস্তাব করলে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেন। নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় কয়েকটি প্রদেশেও শরীয়া আইন চালু করা হয় এবং মনে করা হচ্ছে, আরো কিছু প্রদেশ তা অনুসরণ করবে।

কাজাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে আজীবন ক্ষমতা দান

কাজাকিস্তানের পার্লামেন্ট গত ২৭শে জুন প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভকে আজীবন ক্ষমতাদান সংক্রান্ত একটি বিল পাস করেছে। এ আইন পাসের ফলে রাজনৈতিক কার্যক্রমে নাজারবায়েভের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। '৯১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর নাজারবায়েভ প্রথম কয়েক বছর সীমিত গণতান্ত্রিক সংস্কার শুরু করেন। তবে '৯৫ সালে তিনি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন এবং তার ক্ষমতা সম্প্রসারণের ব্যাপারে গণভোট দেন। বার্তা সংস্থা ইন্টার ফ্যাক্স জানায়, গত ২৭শে জুন তিন ঘন্টা বিতর্কের পর পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্নকক্ষ এ বিল পাস করে। নতুন আইনে নাজারবায়েভকে আজীবন ক্ষমতাদান সহ কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে।

ওআইসি-র নয়া মহাসচিব আব্দুল ওয়াহেদ বেলকেজিস

কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ওআইসি-র সম্মেলনে মরক্কোর সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল ওয়াহেদ বেলকেজিসকে সংস্থার নতুন মহাসচিব নির্বাচিত করা হয়েছে। আরো ৪ বছর মেয়াদে মরক্কোকে এই পদে অধিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এই বিরোধের অবসান ঘটলো। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ হামিদ আল-বর গত ২৯ শে জুন সাংবাদিকদের একথা জানান।

সৈয়দ হামিদ বলেন, ভ্রাতৃত্বের চেতনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এ ব্যাপারে সফল হ'তে সক্ষম হয়েছি। এটা ঐক্যমতের ব্যাপার। সৈয়দ হামিদ আরো বলেন,

আমরা সকলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ওআইসি-র ঐতিহ্য অনুযায়ী ভোটের পরিবর্তে ঐক্যমতের ভিত্তিতে মহাসচিব নির্বাচিত করা হবে। মুসলিম বিশ্বের বিভক্তি এড়ানোর লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান মহাসচিব মরক্কোর সাবেক প্রধানমন্ত্রী লরাকির ৪ বছরের মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে উত্তীর্ণ হবে।

তিনি বলেন, ইসলামী দেশগুলো যাতে বিপদাপদের সম্মুখীন না হয় সে জন্য বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাব নিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। সম্মেলনে কাশ্মীর, মধ্যপ্রাচ্য ও ফিলিপাইনের মরো মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন না করলে মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমাদের দয়ার পাত্রে পরিণত হবে

-মাহাথির মুহাম্মাদ

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদ হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে বলেছেন, তথ্য প্রযুক্তিতে (আইটি) দক্ষতা অর্জন না করলে মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমাদের দয়ার পাত্রে পরিণত হবে। পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দুর্বল মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। মুসলিম দেশগুলো 'বানানা রিপাবলিকে' পরিণত হবে। তিনি বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার জন্য প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

পশ্চিমা হুমকির মুখে মুসলিম বিশ্বের বিভক্তির চিত্র তুলে ধরে মাহাথির মুহাম্মাদ বলেন, ইসলামের প্রতি সত্যিকার হুমকি মুকাবিলায় মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ না হ'লে তথ্য প্রযুক্তি ইসলামিক মূল্যবোধ ধ্বংসে ব্যবহার হ'তে পারে।

মাহাথির মুহাম্মাদ গত ২৭শে জুন রাজধানী কুয়ালালামপুরে ৫৬-জাতি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ৪ দিনের এক সম্মেলন উদ্বোধনকালে একথা বলেন। এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'ইসলাম ও বিশ্বায়ন'।

কুয়েতের আদালতে মহিলাদের ভোটের অধিকার খারিজ

কুয়েতে পুরুষদের সমান রাজনৈতিক ও ভোটাধিকার অর্জনে মহিলাদের এক আবেদন সে দেশের শীর্ষ আদালত খারিজ করে দিয়েছে। আদালত সূত্রে এ খবর জানানো হয়।

সূত্র জানায়, সাংবিধানিক আদালত মহিলাদের চারটি মামলা খারিজ করে দিয়েছে। ভোটাধিকার বঞ্চিত মহিলাদের যুক্তি হচ্ছে, যে নির্বাচনী আইনে মহিলাদের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে তা অসাংবিধানিক। তবে এ ক্ষেত্রে আদালতের রায়ই চূড়ান্ত।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সাবান দিয়ে তৈরী যে দ্বীপ!

দ্বীপটিকে সবাই চিনে সাবান দ্বীপ নামে। তাই বলে ভাবনার কোন কারণ নেই যে, দ্বীপটি বুঝি সত্যিসত্যিই সাবানের কারখানায় ভরা। আসলে গ্রীসের ঈজিয়ান সাগরের আরজেনটারিয়া নামক দ্বীপটি মূলতঃ সাবানের মত তৈলাক্ত আর পিচ্ছিল মাটি দিয়ে তৈরী। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই দ্বীপের অধিবাসীরা হাযার হাযার বছর ধরে এই দ্বীপের মাটি সাবান হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। এই মাটি দিয়ে তারা কাপড় কাচে, এমনকি গায়ে মেখে গোসলও করে। বৃষ্টি হ'লে সমস্ত দ্বীপ কয়েক ফুট গভীর ফেনিল সাগরে ভরে যায়।

মানবদেহ কোষের জিন-মানচিত্র তৈরীতে বৈজ্ঞানিক সাফল্য

একদল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী কিভাবে তারা মানবদেহ কোষের জিনের গঠন প্রকৃতির মানচিত্র তৈরী করতে সফল হয়েছেন এখন তারা সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করেছেন। এটা এমন এক অগ্রগতি যাকে তারা বলেছেন মানবদেহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে একেবারে বদলে দেবে। তারা বলেছেন, মানবদেহ কোষ যে ধারাবাহিকতায় তৈরী হয়, সে সম্পর্কে ৩শ' কোটি তথ্য তারা জোগাড় করতে পেরেছেন। লণ্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রকল্পটিতে যারা অর্থায়ন করেছে সে ওয়েলকাম ট্রাস্টের পরিচালক মাইকেল ডেক্সটার বলেছেন, এটি মানব ইতিহাসে এমন এক সাফল্য যা মানুষের চাঁদে যাওয়া থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

গাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আজব যন্ত্র

সম্প্রতি ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা 'প্লান্ট এফিসিয়েন্সি অ্যানলাইজার' নামে এক বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কৃষকরা ক্ষেতের মধ্যে বা জঙ্গলে কিংবা গাছের চারা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত গ্রীন হাউসে গিয়ে গাছের সরাসরি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারবে।

যন্ত্রটির ওযন ১ হাযার ৬শ' গ্রামের মত। এই যন্ত্রটিকে ব্যাটারির সাহায্যে রিচার্জ করা যাবে। আর এটি একবার রিচার্জ করলে সারাদিন গাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে। শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এর সাহায্যে প্রতিষেধক ব্যবস্থাও নেয়া সম্ভব হবে।

মোবাইল গুপ্তচর!

অতি সম্প্রতি সেলুলার বিশেষজ্ঞ কোয়ালকম স্ন্যাপট্রাকের সহযোগিতায় এমন একটি চিপের উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হচ্ছে যার সাহায্যে শত্রু-মিত্র ও সাধারণ মানুষকে অতি সহজে খুঁজে বের করা যাবে। এই চিপ সেলুফোন কলারকে ৫০ ফুট মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে পারে। মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে যারা সেলুফোন ব্যবহার করে তাদেরকে খুঁজে বের করা সহজ হবে। সকল সেলুলার

ফোন বিশেষতঃ যারা জিপিএস ব্যবহার করে ঐসব ফোনে ২০০১ সালের মধ্যে এই চিপটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

হাতের মুঠোয় ব্যাটারী চার্জার!

সারা পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রপাতিকে ক্রমশঃ ছোট করে ফেলার যে চেষ্টা চলছে, এগস্টোনের এই চার্জার তারই একটি ফসল। অস্ট্রিয়ার প্রযুক্তিবিদ এগস্টোন এমন একটি ব্যাটারি চার্জার উদ্ভাবন করেছেন, যা হাতের মুঠোর মধ্যেই দিব্যি ধরে রাখা যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহে ট্রান্সফর্মার হিসাবেও এটি ব্যবহার করা যায়। উচ্চতর কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে এগস্টোন এটি তৈরী করেছেন। ৬ এবং ১২ ভোল্ট দু'রকমের শক্তিসম্পন্ন চার্জারই এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'মেইনি'। ছোট্ট এই ট্রান্সফর্মার চার্জারের দাম ২০৫ ডলার।

যে উদ্ভিদ আলো দেয়

উদ্ভিদ জগতে রয়েছে বহু অজানা বিস্ময়কর তথ্য। তেমনি পুয়ের্টোরিকোর মসকুইটো বে-তে রয়েছে ডাইনো ফ্লেজলেট্স নামে এক ধরনের আজব উদ্ভিদ। শৈবাল জাতীয় এ উদ্ভিদের রয়েছে উজ্জ্বল সবুজাভ-নীল আলো বিকিরণের ক্ষমতা। যদি রাতে এ উপসাগরের পানিতে কোন মানুষ নামে কিংবা কোন জিনিস ফেলা হয়, তবে ওই মানুষ বা জিনিস থেকে সবুজাভ নীল আলো বেরুতে থাকে। আর এটা হয় গাছ হ'তে আসা আলো বিকিরণের জন্য।

মানব দেহের জীনের গঠন প্রকৃতি আবিষ্কার

বিজ্ঞানীরা মানবদেহের সবধরনের জীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ, মাত্রা ও গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। বিশ্বের ১৬টি কেন্দ্রে তারা এই গবেষণা চালিয়ে মানব দেহের ৯৭ শতাংশ জীনের রূপ ও মাত্রা শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে ৮৫ শতাংশের ফলাফল সম্পূর্ণ নির্ভুল। জীন আবিষ্কারের ফলে ক্যান্সার, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস নিরাময় সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

বিশেষজ্ঞগণ জানান, এর ফলে জৈব প্রযুক্তি শিল্পে তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে নতুন ঔষধ আবিষ্কারের পথ সুগম হবে। মানব দেহের জীনের সংকেত উদ্ধারের ফলে বিনিয়োগকারীরা আরো বেশী করে এই জৈব প্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগ করবেন। আবিষ্কারকগণ লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, মানবদেহে কোষ যে ধারাবাহিকতায় তৈরী হয়, সে সম্পর্কে ৩শ কোটি তথ্য তারা জোগাড় করতে পেরেছেন। ফলে মানুষ রোগমুক্তভাবে দীর্ঘ সময় বাঁচতে পারবে। বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর সেন্টেসিমাল 'ঘড়ি' আবিষ্কার

বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী মেট্রিক পদ্ধতির আওতায় একটি ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন। ঘড়িটির আবিষ্কারক কৃষি বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বলেন, তার এই আবিষ্কার দীর্ঘ ৯ বছরের গবেষণার ফল। এতে দিবারাত্রির ২৪ ঘন্টাকে ১০০ ঘন্টায় ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ঘন্টাকে ১০০ ভাগে ভাগ করে মিনিট ও প্রতি মিনিটকে ১০০ ভাগে ভাগ করে সেকেণ্ড নির্ণয় করা হয়েছে। এতে সময়ের এককগুলো ছোট হয়ে এসেছে। রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ঘড়িটির ১টি নমুনা পেটেন্ট অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

যশোরঃ ২৩শে জুন শুক্রবার

কেশবপুর উপযেলাধীন মজীদপুর জামে মসজিদে যশোর যেলা সভাপতি মাষ্টার আইয়ুব হোসাইনের সভাপতিত্বে যশোর যেলা কর্মী, সুধী ও যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যা শুক্রবার সকাল ১০-টায় শুরু হয়ে আছরের পূর্বে শেষ হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি সূরায়ে বাক্বারাহ্র ৬৭-৭৩ আয়াতে বর্ণিত গাভী কুরবানীর ঘটনা তুলে ধরে বলেন যে, বর্তমান নৈতিক ধস থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে হ'লে সমাজের নীতিবান যুব সমাজকে ত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, যুবকদের কুরবানীর মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের যুবসমাজকে আল্লাহ্র পথে জান ও মাল কুরবানীর আহ্বান জানায়।

জুম'আর খুৎবায় মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি হিসাবে সকলকে 'তাক্বওয়া' অর্জনের আহ্বান জানান। দফতর সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির সমাজ বিপ্লবের তিনটি ধারা ব্যাখ্যা করে সকলকে সে পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সিরাজুল ইসলাম স্বীয় ভাষণে যেলার কর্মী, সুধী ও যুবসংঘের ভাইদেরকে সংগঠনকে যোরদার করার জন্য যেলার সর্বত্র ব্যাপক দাওয়াতী সফরের আহ্বান জানান। সবশেষে মাননীয় প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে আন্দোলনের কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন।

সকালে যশোর বিমান বন্দরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সিনিয়র নায়েবে আমীরকে অভ্যর্থনা জানান যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মনযূর আলম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্জ আবুল খায়ের। উল্লেখ্য যে, সুধী সমাবেশে খুলনা ও সাতক্ষীরা যেলা থেকেও নেতা ও কর্মীগণ যোগদান করেন।

সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পরামর্শক্রমে মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর খুলনা গমন করেন ও হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী মাওলানা আবদুর রঊফকে দেখতে যান।

তাবলীগী ইজতেমা

ঝিনাইদহঃ ২৩ শে জুন শুক্রবার

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব মাষ্টার মুহাম্মাদ ইয়াকূব হোসায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদেরকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র আলোকে নিজেদের জীবন গঠন এবং সর্বসাধারণের নিকট এ দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি তাবলীগী কাজ জোরদারের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাবলীগী টিম গঠন করেন।

ইজতেমায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মাওলানা মফীযুদ্দীন, আব্দুল খালেক, আব্দুল ওয়াহেদ, মনোয়ার হোসায়েন, সাঈদুর রহমান ও আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ

গত ১৩ ও ১৪ই জুলাই রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** রাজশাহী বিভাগের 'সাধারণ পরিষদ সদস্য'দের নিয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে মোট ৬০ জন 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন মুহাম্মাদ গোলাম আযম (নাটোর), ২য় স্থান অধিকার করেন যৌথভাবে মুহাম্মাদ হাসীনুর রহমান (নাটোর) ও মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান (জয়পুরহাট)।

প্রশিক্ষণ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াতী ভাষণ পেশ করেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

যেলাঃ রাজশাহী ২৯ ও ৩০ শে জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্মী গঠন ও কর্মীদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী যে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এরই অংশ হিসাবে গত ২৯ ও ৩০ শে জুন রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, পাবনা ও নাটোর যেলার মোট ৫৮ জন অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যকে নিয়ে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে দা'ওয়াত-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শায়খ শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কর্মীদেরকে 'দাঈ ইলাল্লাহ্‌র' হিসাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানান। এজন্য তিনি দাঈ'র চরিত্র ও গুণাবলী অর্জনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মী প্রশিক্ষণ

যেলাঃ পাবনা

গত ২০ ও ২১শে জুলাই রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের অনতিদূরে মাদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ আছর থেকে এক বিশেষ কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা ইসমাঈল হোসায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস, এম, আব্দুল লতীফ ও মাওলানা আব্দুর রাযযাক। প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ খয়েরসূতী, চাঁদমারী, ব্রজনাথপুর ও মাদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং আন্দোলনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

যেলাঃ বগুড়া

গত ২৭ ও ২৮ শে জুলাই রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে বগুড়ার নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর-পূর্ব ও গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার মোট ১২১ জন প্রাথমিক সদস্যকে নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম। প্রশিক্ষকগণ তাওহীদ, তাক্বওয়া, আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি কেন? ইত্যাদি বিষয় সহ সংগঠনের পরিচিতি ও গঠনতন্ত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, ১ম দিন বাদ আছর থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে ২য় দিন বাদ জুম'আ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ স্থায়ী হয়। উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে ৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়

মেহেরপুর যেলার সদর থানাধীন কালী গাংণী কলোনি পাড়ার ৮০ জন মুসলিম ভাই সপরিবারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর যথাযথ আমল করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। গত ৩১শে মার্চ রোজ শুক্রবার গাংণী এলাকা জামে মসজিদের ইমাম রফীযুদ্দীন আহমাদ, বাঁশবাড়িয়া কলোনি পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হাই ও বাঁশবাড়িয়া নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মুহাম্মাদ মুদ্দাস্সের হোসায়েন এর উক্ত এলাকা সফরের এক পর্যায়ে এলাকাবাসী উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেন।

উল্লেখ্য, জনাব রফীযুদ্দীন ছাহেব জুম'আর খুৎবা পেশ করেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অতঃপর ছালাত শেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নতুন শাখা গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ

গত ২৫ শে জুলাই রোজ মঙ্গলবার **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** কুমিল্লা যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশ যেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। যেলা সভাপতি জনাব আহমাদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সরকার, বুড়িচং এলাকা সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয প্রমুখ।

বক্তাগণ সঠিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে ইসলামের ভাবমূর্তি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মহিলা সংস্থা

সাতক্ষীরা যেলার মহিলা সংস্থার শাখা গঠন

দেশব্যাপী 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র কার্যক্রম দ্রুত গতিতে প্রসারিত হচ্ছে। সাতক্ষীরা যেলায় গত মে মাসে ৫টি শাখা নবগঠিত হয়েছে। **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** সাতক্ষীরা যেলার কাকডাংগা এলাকা সভাপতি মাওলানা ছহিলুদ্দীন, তাবলীগ সম্পাদক মৌলভী মাহবূবুল আলম ও অর্থ সম্পাদক জনাব ইসহাক আলীর নেতৃত্বে শাখাগুলি গঠিত হয়। শাখাগুলো হচ্ছে- কাকডাংগা মহিলা শাখা, কেড়াগাছী মাঝের পাড়া মহিলা শাখা, বাকসা মহিলা শাখা, আইচপাড়া মহিলা শাখা ও বাগাদাংগা মহিলা শাখা।

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০

আস-সালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র 'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০' উপলক্ষে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে আগামী ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০' অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। উক্ত সম্মেলনকে সুষ্ঠভাবে সফল করার জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীণ!

বিনীত

তাবলীগ সম্পাদক

বাংলাবশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বিঃ দ্রঃ *দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০ উপলক্ষে স্মরণিকা বের হ'তে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। উক্ত স্মরণিকায় প্রবন্ধ, ছোট গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হবে। এ সব বিষয়ে আগ্রহী লেখক ও লেখিকাদের নিকট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০-এর মধ্যে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ*

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

পোঃ সপুরা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দো'আ প্রার্থী

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র একনিষ্ঠ কর্মী চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার শিবগঞ্জ থানার বিশ্বনাথপুর গ্রামের মুহাম্মাদ মুশতাক গত ১০ই জুন ২০০০ আম গাছ থেকে ডাল ভেঙ্গে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। প্রথমে তাকে স্থানীয় শিবগঞ্জ হাসপাতালে ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার কোমরের হাড় ভেঙ্গে যায় ও লিঙ্গের রগ ছিঁড়ে যায়। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়ীতে সম্পূর্ণরূপে বিছানায় শায়িত। সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী সহ সকলের নিকট তিনি দো'আ প্রার্থী।

[আমরা আমাদের অসুস্থ ভাইটির জন্য আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন- আমীন! -সম্পাদক]

ব্যতিক্রমধর্মী ওলামা ও সুধী সমাবেশ

ঢাকা ২৯শে জুলাই শনিবারঃ উত্তরা মডেল টাউনে অবস্থিত তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস মিলনায়তনে ৭ম ওলামা ও সুধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাওহীদ ট্রাষ্টের সেক্রেটারী জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ওলামা সম্মেলন সকাল সাড়ে ৮-টায় শুরু হয়ে রাত সাড়ে ৯-টায় শেষ হয়। সম্মেলনে অন্যবারের চেয়ে এবার অধিকহারে ওলামায়ে কেরাম যোগদান করেন ও ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা মত বিনিময় করেন। সকলেই ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সকলের আমল সংশোধন করা যরূরী বলে মত প্রকাশ করেন। সম্মেলনে বিকাল ৫-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত অবস্থান করেন দেশের খ্যাতনামা আলেম, ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্য-সচিব, নরসিংদী জামে'আ ক্বাসেমিয়াহ্র প্রিন্সিপ্যাল **মাওলানা কামালুদ্দীন যাফরী** (ভোলা), উক্ত মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম (লক্ষ্মীপুর) ও অন্যতম মুহাদ্দিছ মাওলানা নাজমুল আলম (বিয়ানী বাজার, সিলেট)।

উল্লেখ্য যে, এবারের সম্মেলনে ঢাকা মহানগরীসহ ১৪টি যেলা থেকে ৭৪ জন ওলামা ও বিশিষ্ট সুধী যোগদান করেন। এছাড়াও আহলেহাদীছ ওলামা ও কর্মীসহ শতাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। আগত ওলামা ও সুধীদের তালিকা নিম্নরূপ (১) ঢাকা মহানগরী ৩৮ (২) গাযীপুর ৩ (৩) নরসিংদী ৩ (৪) নোয়াখালি ২ (৫) চাঁদপুর ১ (৬) লক্ষ্মীপুর ২ (৭) ভোলা ৩ (৮) পটুয়াখালি ২ (৯) পিরোজপুর ২ (১০) বরিশাল ১০ (১১) টাঙ্গাঈল ৩ (১২) কিশোরগঞ্জ ২ (১৩) কুড়িগ্রাম ১ (১৪) যশোর ২ = ৭৪ জন।

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১. স্বাগত ভাষণঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পরে সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ও আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতির সেক্রেটারী জনাব **মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম**। তিনি সম্মেলনে আগত সম্মানিত ওলামা ও সুধী মণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানান।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিমঃ সম্মেলনের সভাপতি ও তাওহীদ ট্রাষ্টের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর স্বীয় উদ্বোধনী ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহ্র পারস্পরিক বিভক্তির কারণ হিসাবে তাক্বলীদকে চিহ্নিত করেন এবং ওলামায়ে কেরামকে মুক্ত মন নিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের মাধ্যমে জনগণকে যথার্থ পথে পরিচালনা করার আহ্বান জানান।

৩. মাওলানা ছাইদুল হকঃ গাউছিয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-এর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা ছাইদুল হক সূরায়ে নিসা ৫৯ আয়াতের উপরে দরসে কুরআন পেশ করেন। আয়াতে বর্ণিত 'উলুল আমরে'র অপব্যাখ্যা করে এদেশে যে চার মাযহাব মান্য করা ফরয বলা হয়, তিনি তার অসারতা প্রমাণ করেন এবং মুসলমান হিসাবে সবাইকে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাবার আহ্বান জানান।

৪. মাওলানা মানছূরুল হকঃ রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ফারেগ মাওলানা মানছূরুল হক ছহীহ হাদীছ সমূহের উদ্ধৃতি পেশ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের যথার্থ চিত্র তুলে ধরেন।

৫. মাওলানা মোশাররফ হোসায়েন আকন্দঃ মতিঝিল এ,জি,বি, কলোনী জামে মসজিদের সাবেক খত্বীব ও বর্তমানে ঢাকার মীরপুরে অবস্থানরত মাওলানা মোশাররফ হোসায়েন আকন্দ (ভোলা) ইবাদতের রূপরেখা ও তাক্বলীদ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন। তিনি বলেন, ইবাদতের প্রকারভেদ ৫টিঃ যবানের ইবাদত, ক্বলবের ইবাদত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদত, মালের ইবাদত ও সকল প্রকার আমলের ইবাদত। অতঃপর তিনি ইবাদতের প্রতিবন্ধক তিনটি বিষয় তুলে ধরেন। যথাঃ নফসের তাবেদারী, বাপ-দাদার অনুকরণ ও অধিকাংশের অনুসরণ। তিনি বলেন, ইবাদতের শর্ত হ'ল ৯টি। যথাঃ ঈমান আনা, শিরক হ'তে দূরে থাকা, নেক আমল করা, খুলূদিয়াতের সাথে আমল করা, সুন্নাত অনুযায়ী আমল হওয়া, ইবাদতের পরিমান, প্রকৃতি, সময় ও স্থান যথাযথ হওয়া। ইবাদতের প্রকৃতি বলতে গিয়ে তিনি হাদীছ গ্রন্থ সমূহের পৃষ্ঠা খুলে খুলে ছহীহ হাদীছগুলি দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেন। তিনি তাঁর স্বভাবসূলভ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তাক্বলীদের অপকারিতা ও নিজের পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর হৃদয় জয় করেন।

৬. মাওলানা কামালুদ্দীন যাফরীঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেমে দ্বীন মাওলানা কামালুদ্দীন যাফরী এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি এজন্য যে, কিছু সংখ্যক তাওহীদের পরওয়ানা (পতঙ্গ) আজ এখানে জমা হয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণভাবে তিন প্রকার তাওহীদের সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বর্তমান অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমি আমার এলাকা নরসিংদীতে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বলায় এবং ছহীহ আক্বীদার প্রচার শুরু করায় লোকেরা আমাকে 'ওয়াহ্হাবী' বলতে শুরু করেছে। আজকে এই সম্মেলনে এসে নিজেকে কিছুটা শক্তিশালী মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের মাদরাসা জামেয়া ক্বাসেমিয়াতে ছহীহ হাদীছের উপরে প্রকাশ্য আমল শুরু হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

৭. মাওলানা নাজমুল আলমঃ জামেয়া ক্বাসেমিয়ার মুহাদ্দিছ তরুণ আলেম মাওলানা নাজমুল আলম 'অসীলা' সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক আলোচনা পেশ করে বলেন, 'তাওয়াস্সুল' তিন প্রকারঃ বৈধ. শিরকী ও বিদ'আতী।

তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অতিভক্তি বশে রচিত কিছু আরবী কবিতার উদ্ধৃতি তুলে ধরে এদেশে প্রচারিত এই সব শেরেকী অসীলা পরস্তী থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান ও সকলকে ছহীহ আক্বীদা ও আমলের অনুসারী হওয়ার পরামর্শ দেন।

৮. **মাওলানা ইবরাহীমঃ** জামেয়া ক্বাসেমিয়ার প্রধান মুহাদ্দিছ এই তরুণ ও তেজস্বী আলেম স্বীয় ভাষণে দেশে আপতিত গযব ডেঙ্গু জ্বরের উপরে আলোকপাত করেন। 'এই জ্বরের কোন ওষুধ নেই' বলে জনগণকে হতাশ করার প্রতিবাদ করে তিনি কুরআনের সূরায়ে শো'আরা ৮০ আয়াত পেশ করেন। অতঃপর বুখারী শরীফ থেকে হাদীছ পেশ করে বলেন যে, 'আল্লাহ দুনিয়াতে এমন কোন রোগ নাযিল করেন না, যার ঔষধ নাযিল করেন না'। অতএব ডেঙ্গু জ্বরের ঔষধ নিশ্চয়ই রয়েছে। আমাদের চিকিৎসক ভাইদেরকে তা অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর নিকটে তওবা করে স্ব স্ব গোনাহের জন্য মাফ চাইতে হবে ও তাঁর রহমতের উপরে দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে। তিনি বুখারী শরীফ থেকে হাদীছ উদ্ধৃত করে কালো জিরার উপকারিতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আত্মা ও দেহের সম্পর্ক বিন্দু ও বৃত্তের ন্যায়। বিন্দুকে শক্ত রাখতে পারলে বৃত্তে রোগ বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। এজন্য তিনি 'তাওয়াক্কুল থেরাপি' সূরায়ে ফাতিহা থেরাপি, মেন্টাল থেরাপি, কালোজিরা থেরাপি, মাথায় পানি ঢালা থেরাপি, আত্মা পরিশুদ্ধি থেরাপি সহ ছয়টি চিকিৎসা পেশ করেন।

৯. **আমীরে জামা'আতঃ** সম্মেলন শেষে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সম্মেলনে আগত ওলামায়ে কেরাম ও সূধী বৃন্দের প্রতি নিজের ও কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি সূরায়ে নিসা ৬৫ আয়াতের আলোকে বলেন যে, মুমিন হ'তে গেলে আমাদেরকে প্রধান তিনটি গুণ হাছিল করতে হবে। যথাঃ (১) রাসূল (ছাঃ)-কে সকল সমস্যায় চূড়ান্ত সমাধান দাতা হিসাবে মেনে নিতে হবে (২) তাঁর দেওয়া সমাধানের বিষয়ে হৃদয়ে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ রাখা যাবে না (৩) তাঁর দেওয়া ফায়ছালাকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে হবে। উক্ত আয়াতের আলোকে যাচাই করলে দেখা যাবে যে, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া ফায়ছালাকে দ্বিধাহীন চিত্তে ও মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। আর একারণেই আমাদের ইহকালীন শান্তি দূরীভূত হয়েছে। পরকালীন মুক্তি আশা করারও কোন যুক্তি দেখি না।

তিনি বলেন, আব্বাসীয় খলীফাদের রাজনৈতিক কুটচালে চার মাযহাব মান্য করা অপরিহার্য করা হয়। যার পরিণতিতে মাযহাবী বিরোধে আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়। কা'বা গৃহের চার পাশে চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। অথচ যে সকল মহামতি ইমামের নামে এইসব মাযহাব ও দলাদলি সৃষ্টি করা হয়, তাঁরা এসবের কিছুই জানতেন না। অতএব আজ আসুন আমরা ইতহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা ও হানাহানি বন্ধ করি।

তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার বিরোধ দূর করার একমাত্র পথ হ'ল সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে চূড়ান্ত মানদণ্ড ও একমাত্র ফায়ছালাদানকারী হিসাবে মেনে নেওয়া। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' যুগ যুগ ধরে সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়ে আসছে। আমরা কেউ কারু Versus বা বিরোধী পক্ষ নই। আমরা সবাই মুসলমান। আমরা সবাই বনু আদম। আমাদের রাসূল বিশ্ব রাসূল। বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত হিসাবে তাঁর আবির্ভাব। কুরআন ও হাদীছ সকল মানুষের কল্যাণে নাযিল হয়েছে। তাই সকল ধর্ম, বর্ণ, মাযহাব ও তরীকার ভাইদের নিকটে আমাদের আবেদনঃ **আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।** ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির পথ সুগম করি।

১০. **ওলামায়ে কেরামের মন্তব্যঃ**

(ক) **মাওলানা আবুল হাশেমঃ** বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন তেঁতুলিয়া গ্রামের। যিনি চার চারবার নিজ ইউনিয়নের বিনা চেষ্টায় নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং ঐ অঞ্চলের অত্যন্ত প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় আলেম। তিনি বলেন, দেশের আলেম সমাজ ও উচ্চ শিক্ষিত সুধীগণের মধ্যে এ ধরনের খোলামেলা মত বিনিময় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত যুযোপযোগী একটি সাহসী পদক্ষেপ। আমার প্রস্তাবঃ এই উদ্যোগ প্রতি যেলা, থানা এমনকি ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রসারিত করা হউক। তাহ'লে আলেম সমাজ আরও উপকৃত হবে। সমাজ থেকে গোঁড়ামি ও পারস্পরিক দূরত্ব বিদূরিত হবে। মুসলমান কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার মাধ্যমে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

(খ) **মাওলানা কামালুদ্দীন যাফরীঃ** বিদায়ী ভাষণে স্বীয় সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তিনি বলেন, এখানে এসে আজ আমি একটি বিষয় পেয়েছি। সেটি হ'ল 'হক' জানার অন্বেষা। যেটি আমাদের মধ্যে আজকাল প্রায় লোপ পেতে বসেছে। তিনি **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর নেতৃবৃন্দের শুকরিয়া আদায় করেন এবং এই শুভ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও জারি রাখার আন্তরিক আহ্বান জানান।

আরও অনেকে উৎসাহমূলক সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করেন যা ক্যাসেটে ধারণ করা আছে।

১১. **প্রশ্নোত্তরঃ** অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নসমূহের জবাব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা)। তিনি সকল বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সমাধান গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বিদ'আত চালুর প্রধান ভূমিকা

ধর্মে বিদ'আতের প্রচলন না করার জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে বার বার। দেশের একদল আলেম মুসলমানদের ধর্মীয় অনেক আমলকে বিদ'আত হিসাবে চিহ্নিত করে এর উচ্ছেদ সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরপক্ষে আরেক দল আলেম সেই বিদ'আতী আমলগুলিকে চালু রাখার জন্য কোমর বেঁধে লেগে রয়েছেন। যারা বিদ'আতী আমলগুলিকে চালু রাখায় চেষ্টিত, তাদের চেষ্টাই বেশি ফলপ্রসূ হচ্ছে। বিদ'আতীদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবার নানা কারণ রয়েছে। **প্রথমতঃ** তারা দলে ভারী। জনগণকে যদি কোন আমল সম্বন্ধে বিদ'আত বলে জানানো হয়, তাহ'লে সাথে সাথে প্রতিবাদ আসে যে, অমুক অমুক মাওলানা একাজ করতে বলেন এবং তারা নিজেরাও এই আমল করেন। **দ্বিতীয়তঃ** প্রশাসন ব্যবস্থায় তারাই বেশী। **তৃতীয়তঃ** দীর্ঘদিন ধরে জনমনে বিদ'আত আসন করে লওয়ায় এর উচ্ছেদ সাধন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া বিদ'আতীদের বিদ'আত প্রচলনের যথেষ্ট অবকাশ বিদ্যমান। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। তাই তারা বিদ'আতকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করছেন। এই পাঠ্যক্রম নির্ধারণে তারা বেশ সজাগ ও সচেতন। আমি মনে করি, এটাই বিদ'আত চালু করার এবং টিকিয়ে রাখার প্রধান ভূমিকা। উদাহরণ স্বরূপ আমি প্রাথমিক পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের উল্লেখ করতে চাই। অতি কোমল মনে বিদ'আতের বীজ বপন করে তাদের আক্বীদাতে বিদ'আতকে সঠিক আমল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। যেখানে অযূর পরে ঘাড় মাসাহ করার নিয়ম কোন হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখিত নেই। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে ঘাড় মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আমরা জানি মুসলমানদের জন্য বছরে দু'টি ঈদই ধর্মীয় উৎসব। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে এ দু'টি বাদেও ঈদে মীলাদুন্নবী, শবেবরাত ইত্যাদিকে ধর্মীয় উৎসব বলা হয়েছে।

জীবনের সূচনা থেকেই বিদ'আতকে প্রতিপালনযোগ্য আমল হিসাবে জেনে নিয়ে সেই আক্বীদা অনুসারে আমলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে কি করে তা পরিত্যাগ করা সম্ভব হ'তে পারে? এভাবেই বিদ'আতকে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এর ফল কখনও শুভ হ'তে পারে না। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হই এ কারণে যে, বিদ'আতের বিরুদ্ধে এত কঠোর হুঁশিয়ারী তারা কি করে ভুলে যান? ভুলে না গেলে কিভাবে সেকাজটি সাধিত হচ্ছে ভেবে পাই না। বিদ'আতী আমলগুলি বাদ দিলে আমাদের আমল করার মত বিষয়বস্তু কি নিঃশেষ হয়ে যাবে? যে কারণে এগুলিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আসুন! বিদ'আত মিশিয়ে আমাদের আমলগুলিকে বরবাদ না করি।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলা- নওগাঁ।

***

চরমপন্থীদের কি কোন ধর্ম আছে?

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে খুলনা-খালিশপুর চিত্রালী মাঠে অনুষ্ঠিতব্য নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতে ছহীহার পতাকাবাহী আহলেহাদীছদের ইসলামী জালসায় অতর্কিত হামলা ও ভাংচুরের লোমহর্ষক ঘটনা কিসের আলামত? ইমাম পরিষদের ব্যানারে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হায়েনাকেও হার মানায়। সাধুতার বেশে মসজিদ ও ইসলামী লাইব্রেরী ভাংচুর ও তছনছ, বই লুট, এমনকি খালিশপুর নিবাসী প্রখ্যাত আলেম শায়খ আব্দুর রউফ ছাহেবের বাড়িতে হামলা ও তাঁর সুরক্ষিত গ্রন্থাগারের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হালাকু খার বাগদাদ ধ্বংসের ন্যায় ন্যক্কার কর্ম বৈ আর কি? ইসলামের ব্যানারে সন্ত্রাসের লালন বড়ই লজ্জাকর। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজেদের বহুদিনের লালিত কুসংস্কার ও বিদ'আতী আক্বীদার কাচের সৌধে শায়েখ আব্দুর রউফ কর্তৃক সঠিক আক্বীদার এ্যাটম বোম পড়ায় এহেন গাঁ জ্বালা।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সামনে এদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে দেখে এই কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। ধীক এই তাসের ঘরের স্বযত্ন পাহারাদার ও রক্ষকদের। আসলে চরমপন্থী হিন্দুরা ১৯৯২ সালে ভেঙ্গে ছিল ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ। আর ওদের মাঝে স্তূপিকৃত ভুল ও ভেজাল আক্বীদার ধূম্রজালে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার হীন মানসে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদের মসজিদ ভেঙ্গে সেই নাটকীয় তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তি করল। বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে যেমন ওরা রক্ষা পায়নি, বরং সমগ্র বিশ্বকর্তৃক নিন্দিত হয়েছে, তেমনি সাধুতার বেশধারী ঐ চরমপন্থী ইমাম হুযূরেরাও শেষ রক্ষা পাবেন না। বরং মসজিদ আক্রমণের সুবাদে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

নযীর হুসায়েন
পোষ্ট বক্স নং- ৪৯৫৯
ত্বায়েফ, সঊদী আরব।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩০১)ঃ সূরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহপাক আদম সন্তানের নিকট থেকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, সে সময় আদম সন্তান কি আত্মা বিশিষ্ট পূর্ণ দেহ সম্পন্ন ছিল? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান
নকলা, শেরপুর।

উত্তরঃ আয়াতের অনুবাদঃ 'আর যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হ'তে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (এ স্বীকৃতি এ জন্য যে) তোমরা যেন ক্বিয়ামতের দিন না বল যে, আমাদের তো এ বিষয়ে জানা ছিলনা, অথবা তোমরা না বল যে, আমাদের বাপ-দাদারা তো আগেই শিরক করেছিল। আমরা তো ছিলাম তাদের পরবর্তী সন্তানাদি। অতএব ঐসব পথভ্রষ্টদের কারণে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? *(আ'রাফ ১৭২-৭৩)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহপাক আরাফাত মুখী ত্বায়েফ সড়কের না'মান উপত্যকায় আদমের পিঠ থেকে তার সন্তানদের বের করেন এবং তাদের প্রত্যেককে পিপীলিকার ন্যায় তার সামনে ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তাদেরকে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই'? তারা বলে, হাঁ, নিশ্চয়ই *(আহমাদ, মিশকাত হা/১২১ হাদীছ ছহীহ)*।

আলোচ্য হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম সন্তান সে সময় পূর্ণ মানব দেহ সম্পন্ন ছিল না। বরং পিপীলিকার ন্যায় ছিল। তবে নিঃসন্দেহে তারা আত্মা ও জ্ঞান সম্পন্ন ছিল।

প্রশ্ন (২/৩০২)ঃ মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব লিখিত মালফূযাত গ্রন্থের ২৯ পৃষ্টায় বর্ণিত আছে যে, 'যাকাতের দরজা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ছাদাক্বা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীনুর রহমান
জনতা ব্যাংক
দোবিলা শাখা, তাড়াশ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ইসলামী শরীয়তে যাকাত 'ফরয'। যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত। আল্লাহ বলেন, তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। আশা করি তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে' *(নূর ৫৬)*। কুরআন মজীদের ৩২ জায়গায় ছালাতের পরেই যাকাতের নির্দেশ এসেছে। বহু ছহীহ হাদীছে যাকাতকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ বলা হয়েছে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য হাদিয়ার কথা বলেছেন মাত্র। পারস্পরিক 'হাদিয়া' প্রদান করা সুন্নাত। কাজেই যাকাতের 'ফরয' দর্জা হাদিয়ার নিম্নে উল্লেখ করা নিতান্ত অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ যাকাত হ'ল ছাদাক্বা বা ফরয অনুদান। যা গ্রহণ করা বিশ্বনেতা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের জন্য মর্যাদাকর নয়। পক্ষান্তরে 'হাদিয়া' হ'ল উপঢৌকন। এতে মর্যাদা হানিকর কিছু নেই। সম্ভবতঃ সেকারণে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'হাদিয়া' হারাম করা হয়নি।

প্রশ্ন (৩/৩০৩)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা সামনের দিকে রাখবে, না পা সামনের দিকে রাখবে?

-আশরাফ আলী
ধুরইল শীলগ্রাম
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয়ে শরীয়তের কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে রুকু, সিজদা ইত্যাদি সময়ে মাথা আগে ঝুঁকাতে হয় এবং জানাযার ছালাতেও মহিলাদের মধ্যাংশ ও পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াতে হয় এবং মাথাই হ'ল দেহের সেরা অংশ। তাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মাথা আগে রাখা ভাল।

প্রশ্ন (৪/৩০৪)ঃ আমার অফিসের 'বস' অন্যায় কাজে লিপ্ত। তার অন্যায় কর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও তাকে সহযোগিতা করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে তার অধীনে থেকে চাকুরী করা কি ঠিক হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দিবেন।

-মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
মগবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত অন্যায় কাজ যদি পেশাগত হয় এবং তার ফলে মূল পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উক্ত কাজে কোনক্রমেই সহযোগিতা করা যাবে না। এছাড়াও মৌলিকভাবে কারু কোন অন্যায় কাজে কোন মুমিন ব্যক্তি কোন ভাবেই সমর্থন ও সহযোগিতা করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

করেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

সুতরাং বস্কে শান্তভাবে ও নরম সুরে তার অন্যায় কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনুরোধ করতে হবে। এরপরেও যদি তিনি অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহ'লে তার অধীনে চাকুরী করা ও তাকে সহযোগিতা করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৫/৩০৫)ঃ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয কি? সূতী বা নায়লন মোজা কি চামড়ার মোজার মত? কোন্ ধরনের মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
বিলচাপড়ী হাইস্কুল
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হওয়ার জন্য হাদীছে কোন প্রকার বিশেষ মোজাকে শর্ত করা হয়নি। কাজেই সূতী বা নায়লন যেকোন মোজার উপর মাসাহ করা যাবে। মোজার উপর মাসাহ করার একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-কে মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি এবং মুক্বীমের জন্য এক দিন এক রাত্রি মোজার উপরে মাসাহ করা নির্ধারণ করছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৭)*।

প্রশ্ন (৬/৩০৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করে এবং ফেরত নেয়। কিছুদিন পর আবার তালাক দেয়। এবারে সমাজের লোক তার স্ত্রীকে তার নিকট ফেরত পাঠায়। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-ছাদেকুল আলম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্ত্রীকে দু'দু'বার তালাক প্রদান ও গ্রহণ করার শরীয়তে বৈধতা রয়েছে *(বাক্বারাহ ২২৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৫)*। তবে তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় বিবাহ ও তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান ব্যতীত পূর্বের স্বামী তাকে ফেরত নিতে পারবে না *(বাক্বারাহ ২৩০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৯২২)*। আর এরূপ লোকের পিছনে ছালাত হবে না এমনটি নয়। কারণ কোন পাপ কারো ইমাম হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (ফাসিক্ব)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতেন' *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫২৫)*। তবে ইমামকে এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, তিনজন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণভেদ করেনা (অর্থাৎ কবুল হয়না)। তাদের অন্যতম হ'ল ঐ ইমাম যাকে মুছল্লীরা (সংগত কারণে) অপসন্দ করে' *(তিরমিযী, সনদ হাসান-আলবানী, মিশকাত হা/১১২২)*।

প্রশ্ন (৭/৩০৭)ঃ হিসাব-নিকাশের দিনটি নাকি বর্তমান দিনের ৫০ হাযার বৎসরের সমান হবে? যদি তাই হয় তবে সেদিন মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে? সেদিন মানুষের পরিধানে কি থাকবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইকবাল
প্রাণনাথপুর ভেন্ডাবাড়ী
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্র দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে যেদিন পার্থিব পঞ্চাশ হাযার বৎসরের সমান' *(মা'আরিজ ৪; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*। সেদিন মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে তা চিন্তা করা অযৌক্তিক। কারণ আল্লাহপাক সর্বশক্তিমান। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর বান্দাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তবে বিচারের দিন সৎ লোকের জন্য দ্রুত হিসাব ও হাউয কাউছারের পানি পানের কথা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অচিরেই তাদের হিসাব-নিকাশ সহজে নেওয়া হবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হাউযে কাউছারের পানি যে ব্যক্তি একবার পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৬৭)*। সেদিন মানুষ বিবস্ত্র ও খাৎনাহীন অবস্থায় উঠবে। তবে প্রথম পোষাক পরানো হবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৩৫)*। তাতে বুঝা যায় যে, জান্নাতীগণ পোষাক পরিহিত হবেন।

প্রশ্ন (৮/৩০৮)ঃ কোন খুশীর সংবাদে মসজিদের মুছল্লীদের মিষ্টি খাওয়ানো যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
গ্রামঃ মধ্য পবন তাইর
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কোন খুশীর সংবাদে মসজিদের মুছল্লীদের মিষ্টি বা অন্য কিছু খাওয়াতে হবে এরূপ কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে যে কোন খুশীর কারণে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা করার এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বা করার একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) স্বীয় তওবা কবুলের সংবাদ পেয়ে সিজদা করেছিলেন ও তাঁর বহু মাল-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে

পেশ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২১)*।

প্রশ্ন (৯/৩০৯)ঃ খাস জমি জনৈক ব্যক্তির নামে রেকর্ড ছিল। ঐ জমি পরবর্তীতে দীর্ঘদিন কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গত ২০ বৎসর থেকে উক্ত কবরস্থানে নতুন কোন লাশ দাফন করা হয়নি। এক্ষণে ঐ গোরস্থানে ৬ ফুট উঁচু করে মাটি ভরাট করে ঈদগাহে পরিণত করা যাবে কি?

-মুফাযযাল সরদার
গ্রাম+পোঃ মিরাট
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ২০ বৎসর বা তদোধিক পুরাতন কবরস্থানকে ছালাতের স্থানে তথা ঈদগাহে পরিণত করা যাবে না। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা এর পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া কবরস্থানের উপর মাটি ভরাট করলে এর হুকুম পরিবর্তন হয়, তাও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং কবরস্থানে ছালাত আদায় করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের উপর ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, ফৎহুল বারী ১/৬২৪ পৃঃ; 'মুশরিকদের কবর খনন' অধ্যায়)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*।

জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমরা কবরকে ছালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ কর না। আমি তোমাদের এ কাজ করতে নিষেধ করছি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)*।

প্রশ্ন (১০/৩১০)ঃ মসজিদের কোন একটি বিশেষ স্থানকে কোন মুছল্লী তার নিজের জন্য নির্ধারিত করতে পারে কি? যে স্থানে উক্ত মুছল্লী সব সময় ছালাত আদায় করবেন।

-আফসার আলী
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী মসজিদের কোন বিশেষ স্থানকে ছালাত আদায়ের জন্য খাছ করতে পারেন না। আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (তিনটি কাজ করতে) নিষেধ করেছেন। সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হাত বিছিয়ে দিতে এবং মসজিদের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে। উট যেভাবে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নেয়' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯০২)*। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ধরনের কাজ মুছল্লীকে রিয়া-য় উপনীত করে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২২৩ পৃঃ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়)*। অতএব প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত মসজিদে বিশেষ স্থান নির্বাচন থেকে বিরত থেকে পুরো মসজিদকে ছালাতের স্থান হিসাবে গণ্য করা।

প্রশ্ন (১১/৩১১)ঃ বাংলাদেশী জনৈকা মহিলা বৃটেনে অবস্থান কালে একটি বিলাতী কুকুরের সাথে নিয়মিত যৌনক্রিয়া সম্পাদন করত। শরীয়তে তার বিধান কি হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
নাজিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ ঐ মহিলাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। যদিও তাকে হত্যা করা যাবে না *(আবুদাউদ ২/৬১৩ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায় তিরমিযী ১/২৭০ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য এক বর্ণনায় পশু মৈথুনকারী ব্যক্তি ও পশু উভয়কেই হত্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ'। হত্যা না করার হাদীছটিই ছহীহ (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/১৬ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়, 'আউনুল মা'বূদ ৬/২০১ পৃঃ, দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯ সংখ্যা পৃঃ ৫১)।

প্রশ্ন (১২/৩১২)ঃ জনৈক ব্যক্তি কিছু সম্পদ ও ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করেননি। ঐ ব্যক্তির সংসারে স্ত্রী, কন্যা, পিতা ও মাতা বেঁচে আছেন। এক্ষণে তার সম্পদ কিভাবে বন্টন হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আবু তালেব
সেইলার্স কলোনী
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে ঋণ, স্ত্রীর মোহর ও অছিয়ত পূর্ণ করতে হবে। স্ত্রীর মোহরও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর বাকী সম্পত্তি ওয়ারিছগণের মধ্যে বন্টিত হবে। ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ ২৪ ভাগ করে সেখান থেকে ওয়ারিছ হিসাবে কন্যা পাবে অর্ধাংশ অর্থাৎ ১২ ভাগ। মাতা ও পিতা প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ *(নিসা ১১)* অর্থাৎ ৪+৪=৮ ভাগ। স্ত্রী এক অষ্টামাংশ অর্থাৎ ৩ ভাগ। অতঃপর আছাবা হিসাবে পিতা বাকী ১ ভাগ পাবেন। মোট ১২+৮+৩+১ =২৪। এক্ষণে পিতার অংশ দাঁড়াবে ৫ ভাগ। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অছিয়ত পূর্ণ করার আগেই ঋণ পরিশোধ করেছেন *(তিরমিযী 'অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/৩১৩)ঃ আমরা জানি যে, মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক্ষণে উক্ত আলামত যদি কোন আলেম,

হাফেয বা বক্তার মধ্যে পাওয়া যায় তবে তাকে মুনাফিক বলা যাবে কি? এদের দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদীছে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?

-সাইফুর রহমান
নওদাপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ মুনাফিকের আলামত সমূহের কোন একটি আলামত কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে সরাসরি 'মুনাফিক' বলা যাবে না। তবে তার মধ্যে মুনাফিকের আলামত রয়েছে এ কথা বলা যাবে। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় 'নিফাক্ব' (স্পষ্ট) ছিল। কিন্তু বর্তমানে কুফরী অথবা ঈমান অবশিষ্ট রয়েছে' (বুখারী, মিশকাত হা/৬২)। নিফাক্ব গোপন বিষয়, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' মারফত জানতে পারতেন। কিন্তু আমরা জানতে পারি না বিধায় কাউকে পুরাপুরি মুনাফিক বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (১৪/৩১৪)ঃ যে ইমাম সূদে টাকা খাটায়, তার পিছনে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আবু সালেক (বি.এস,এস)
গ্রামঃ ডুবি, পোঃ রাজবাড়ী
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ফাসিক্ব বিদ'আতী ও কবীরা গোনাহগারের পিছনে ছালাত আদায় করা মকরূহ। তবে এ ধরনের অপরাধীর পিছনে ছালাত জায়েয হবে না এমনটি নয়। কারণ ইমামের পাপ মুক্তাদীর উপরে বর্তাবে না। আল্লাহ বলেন, 'একজনের পাপ অন্যজনে বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*। ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন *(বুখারী)*। যিনি একজন অত্যাচারী ফাসেক শাসক ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ফাসেক বাদশাহ মারওয়ানের ইমামতীতে ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুসলিম)*। ইমাম বুখারী স্বীয় তারীখ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১০ জন ছাহাবী বড় বড় অপরাধী নেতাদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন *(নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২য় সংস্করণ ৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/৩১৫)ঃ মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যার ২৮/২৩৮ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, 'একথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কার কা'বা ঘরটি মুশরিকরা নির্মাণ করেছিল'। কথাটি নির্মাণ হবে, না পুনঃনির্মাণ হবে? এ নিয়ে বেশ বিতর্ক হচ্ছে। সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রেযওয়ানুর রহমান
সপুরা, বোয়ালিয়া
রাজশাহী।

উত্তরঃ কা'বা ঘর এযাবৎ দশবার নির্মিত হয়েছে বলা হয়ে থাকে। তবে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে মোট তিনবার। প্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)। দ্বিতীয়ঃ রাসূলের নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে কুরায়েশ নেতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তৃতীয় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক ৬৪ হিজরী সনে। বর্তমান কা'বা ৭৪ হিজরীতে কা'বা আক্রমণকারী উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক সংস্কারকৃত। যেখানে তিনি উত্তর দিকে হাতীমকে কা'বা থেকে বের করে দিয়েছেন। যদিও ওটাসমেত মূল ইবরাহীমী কা'বা নির্মিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) সেটাই করেছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজ তা বিনষ্ট করে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসেন। অতএব মক্কার মুশরিক নেতাদের হাতে কা'বার দ্বিতীয় নির্মাণ হয়। যারা ইবরাহীমী কা'বাকে ভেঙ্গে বর্তমান আঙ্গিকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন। যা হাজ্জাজ ৭৪ হিজরীতে বহাল করেন এবং এখন সে অবস্থাতেই আছে। সুতরাং একে নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ দু'টিই বলা যাবে।

প্রশ্ন (১৬/৩১৬)ঃ ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীর শাস্তি কি হবে? কোন ব্যক্তি খিয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিণতি কি হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

(১) মুখলেছুর রহমান, শিরোইল, রাজশাহী (২) এনামুল হক, মোড়াগাছা, খোকসা, কুষ্টিয়া (৩) নূরুল ইসলাম
পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীর শেষ পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নি ভর্তি করে এবং সত্তর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (নিসা ১০)।

খিয়ানতকারীর পরিণাম জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে কারো উপরে নেতৃত্ব দান করলে সে যদি খিয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন' *(মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় ৬৩ অনুচ্ছেদ হা/২২৭, মিশকাত 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৮৬-৮৭)*। অন্য হাদীছে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক সহযোদ্ধা খায়বর যুদ্ধে প্রাণ হারালে তিনি লোকদের বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। এতে লোকদের বিমর্ষ চেহারা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সাথী আল্লাহ্র মালে (বায়তুল মালে) খিয়ানত করেছে। অতঃপর তল্লাশি চালিয়ে তার নিকট দুই দিরহামেরও কম মূল্যের গণীমতের মাল পাওয়া গেল' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত*

'জিহাদ' অধ্যায় 'গণীমত বন্টন' অনুচ্ছেদ হা/৪০১১; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৬)। অর্থাৎ খিয়ানতের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি। অতএব হাদীছ দু'টি থেকে খিয়ানত কারীর ভয়াবহ পরিণতি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন (১৭/৩১৭)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নাকফুল, কানের দুল, রঙিন শাড়ী ইত্যাদি খুলে ফেলে। এরূপ করা শরীয়ত সম্মত কি? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তাসলীমা আখতার
লতীফপুর কলোনী
বগুড়া।

উত্তরঃ উম্মে আতিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। উক্ত সময় সে যেন সাধারণ সূতি কাপড় ব্যতীত কোন রঙিন কাপড় পরিধান না করে, সুর্মা না লাগায় এবং ঋতু হ'তে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৩১)* আবুদাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় হলুদ পোষাক, রঙিন সুগন্ধি, গহনা, খেযাব ও সুর্মা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে (মিশকাত হা/৩৩৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৭৭)।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের ইদ্দত পালন কালীন সময়ে সাধাসিধাভাবে চলাফেরা করতে হবে। এ সময় সৌন্দর্য বর্ধক বস্তু যেমন রঙিন চকচকে শাড়ী, অলংকার ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান শুধু ইদ্দত পালনকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। সারা জীবনের জন্য নয়।

প্রশ্ন (১৮/৩১৮)ঃ কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় মুফতী ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, মুসলিম রমনীদের শাড়ী, ব্লাউজ পরিধান করা জায়েয নয়। এটি হিন্দু সংস্কৃতি। এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু হাশেম
গ্রাম+পোঃ কুড়ালিয়া
থানা+যেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মহিলাদের পোষাক এমন হবে, যে পোষাকে তাদের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত থাকে। সে পোষাক শাড়ী, ব্লাউজ, মেক্সী বা অন্য যাই-ই হৌক না কেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের স্বাভাবিক প্রকাশমান সৌন্দর্য ব্যতীত কোনরূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে স্থাপন করে' *(নূর ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদেরকে পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করে শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, চেহারা ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত' (মুসলিম ২য় খণ্ড 'লিবাস' অধ্যায় পৃঃ ২০৫; আবুদাউদ, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩৭২)। অতএব মহিলারা উল্লেখিত নিষিদ্ধ ধরনের পোষাক ব্যতীত যে কোন ধরনের পোষাক পরিধান করতে পারে। যাতে তাদের শরীরের কোন অংশ পর পুরুষের জন্য প্রদর্শিত না হয়। *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৪)*।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে শাড়ী ও অর্ধেক ব্লাউজ পরিধান করে মহিলারা যেভাবে অর্ধনগ্ন দেহ নিয়ে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করছে তা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এরূপ দেহ প্রদর্শনকারী নারীদের কঠিন পরিণতি হ'ল জাহান্নাম *(মুসলিম মিশকাত হা/৩৫২৪ 'কিছাছ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৯/৩১৯)ঃ জনৈক খত্বীব ছাহেবের মুখে শুনতে পেলাম যে, শয়তানের নিকট একজন ফক্বীহ (আলেম) এক হাযার 'আবেদের চেয়েও মারাত্মক। আমি হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাদীছটি ছহীহ। তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত আছে। এক্ষণে আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
আতর আলী রোড
মাগুরা।

উত্তরঃ মিশকাত 'ইল্‌ম' অধ্যায়ে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। কারণ হাদীছটির সনদে রাওহ ইবনু জেনাহ (روح بن جناح) নামে একজন রাবী আছেন, যিনি অত্যন্ত দুর্বল ও হাদীছ জালকারী। হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ইয়াযীদ বিন 'ইয়ায নামে একজন রাবী আছেন, যিনি মিথ্যাবাদী (মিশকাত-আলবাণী, টীকা, হা/২১৭)। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতার বক্তব্য ভুল।

প্রশ্ন (২০/৩২০)ঃ আমাদের দেশে জুম'আর দিন আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান এবং খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার প্রচলিত পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল হামীদ
জোড়বাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়া যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'আমরা সকল রাসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি। যাতে তারা তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন' *(ইবরাহীম ৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, আমরা আপনার নিকটে 'যিক্‌র' (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন

যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। (এটা এজন্য যে,) তারা যেন চিন্তা করে' *(নাহল ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

বাংলাদেশে আরবী ভাষায় খুৎবা পাঠের যে প্রচলন রয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে খুৎবার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সম্ভবতঃ এটা বুঝতে পেরেই মূল খুৎবার পূর্বে দাঁড়িয়ে বা মিম্বরে বসে মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার মাধ্যমে যে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা জুম'আর জন্য নির্ধারিত খুৎবা হ'ল দু'টি। তিনটি নয়। তাছাড়া মূল খুৎবার পূর্বের সময়টুকু মুছল্লীদের নফল ছালাতের সময়। মুছল্লীদের ছালাতের সময় বক্তৃতা করার অধিকার ইসলাম খত্বীব ছাহেবকে দেয়নি। অতএব সুন্নাতের উপর আমল করতে চাইলে মূল খুৎবায়ই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তাদের বোধগম্য ভাষায় নছীহত করা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, খুৎবার সময় কথা বলা নিষেধ। এমনকি অন্যকে 'চুপ কর' এ কথাও বলা যাবে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৫)। এর কারণ হ'ল এই যে, তাকে গভীর মনে খুৎবা শুনতে হবে। অথচ বাংলাভাষী মুছল্লীর জন্য আরবী খুৎবা তোতা পাখির বুলি ছাড়া আর কি হ'তে পারে? আর সে কারণেই মুছল্লীরা ঘুমে ঢুলতে থাকে। বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০৭-১০৮)।

প্রশ্ন (২১/৩২১)ঃ অনেককে আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করতে দেখা যায়। উক্ত দিন গুলিতে ছিয়াম পালন করলে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সোবহান
বাখড়া, কালাই
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামকে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম বলা হয়। প্রতি মাসের উক্ত দিনগুলিতে তিনটি করে ছিয়াম পালন করলে সারা বছর নফল ছিয়াম পালনের সমান নেকী পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি (চান্দ্র) মাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করা সারা বছর ছিয়াম পালনের শামিল' (বুখারী, মুসলিম ছহীহ আত-তারগীব হা/১০১৫; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৭)। বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক নভেম্বর'৯৮ ১১/৩১ নং প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন (২২/৩২২)ঃ পেশাব করে ঢিলা-কুলুখ বা ন্যাকড়া ব্যবহার করা এবং বাইরে এসে হাঁটাহাটি বা উঠাবসা করার কোন বিধান ইসলামে আছে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-মহীদুল ইসলাম
জগতপুর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাই যথেষ্ট। পানি পাওয়া না গেলে ঢিলা-কুলুখ, টিস্যু পেপার বা ন্যাকড়া দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা শরীয়ত সম্মত (বুখারী ১/২৭ পৃঃ)। তবে পানি পাওয়া গেলে ঢিলা-কুলুখের কোন প্রয়োজন নেই। পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বাইরে হাঁটাহাটি ও উঠাবসা করা বেহায়াপনা মাত্র। আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা কর না (তা'লীমুদ্দীন)। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর জোরে কাশি দেওয়া, উঠাবসা ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য কাজ শয়তানী ধোকা মাত্র (ইগাছাতুল লাহফান ১/১৬৬ পৃঃ। বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৮, ৮/১০৯ নং প্রশ্নোত্তর)।

প্রশ্ন (২৩/৩২৩)ঃ বিবাহের পর আমি আমার স্ত্রীকে শেভ করা দেখতে পেয়ে অবাক হই। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে কেঁদে ফেলে ও বলে যে, ছোটবেলায় থুতনিতে চুল বের হওয়া দেখে ব্লেড দিয়ে চেছে দেই। এরপর আরো ঘন হয়ে দাড়ির মত হয়ে যায়। অতঃপর বাধ্য হয়ে দৈনন্দিন ক্লীন শেভে অভ্যস্ত হই। আমার প্রশ্নঃ দাড়ি কাটা তো হারাম। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর বিধান কি হবে? আমার স্ত্রী দাড়ি কাটবে না রেখে দিবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা পুরুষদের সৌন্দর্য। আর দাড়ি না থাকা নারীদের সৌন্দর্য। আল্লাহপাক এভাবে নারী-পুরুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষকে দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নারীকে নয়। সঙ্গত কারণেই উক্ত মহিলা শুধু ক্লীন শেভই নয়, উন্নত কোন প্রযুক্তি থাকলে সেটিও ব্যবহার করতে পারেন বা এমন কোন চিকিৎসা নিতে পারেন, যাতে দাড়ি বের না হয়।

প্রশ্ন (২৪/৩২৪)ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম ক্বায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি?

-ইউনুস আলী
সাং + পোঃ ফিংড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না কথাটি ঠিক নয়। কারণ ইসলাম কায়েমের মূল মাধ্যম হচ্ছে 'দাওয়াত'। যার দায়িত্ব সকল নবী পালন করেছেন এবং আমাদের নবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বৎসর তাই

করেছেন। পরবর্তী মাদানী জীবনে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ করেন। যা একমাত্র অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। তবুও তা ছিল প্রতিরক্ষা মূলক কিংবা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে। কোন পাপী মুসলমান বা জাহান্নামী ঘোষিত মুনাফিকের বিরুদ্ধে তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না। বরং মৌখিক কালেমার দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করেন। (১) তিনি বলেন, আমি লোকেদের সাথে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এইরূপ করবে, আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অযযায়ী যদি কেহ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, (তবে জান ও মালের দণ্ড হবে)। দুনিয়াতে তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (আখেরাতে) আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত রইল' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২, 'ঈমান' অধ্যায়)। (২) ফাসেক নেতাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, আর কোন কোন কাজ অন্যায় মনে করবে। যে ব্যক্তি সেই অন্যায় কাজকে অস্বীকার করবে (অর্থাৎ অন্যায় বলে ঘোষণা দিবে ও প্রতিবাদ করবে), সে দায়িত্ব মুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে (কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করবে না), সে ব্যক্তি (মুনাফেকী থেকে) নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শাসকের অন্যায় কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। এ সময় ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করবেন, আমরা কি ঐ সকল নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১, 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায়)।

উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না।

তবে যদি কখনো দেশ কাফের রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন মুসলিম হিসাবে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের উপরে যুদ্ধ করা 'ফরযে আয়েন' হবে। বর্তমান অবস্থায় প্রশ্নে উল্লেখিত কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (২৫/৩২৫)ঃ আমার বয়স এখন ৫৬। আমি একজন স্কুল শিক্ষক। আমি ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর প্রথম বিয়ে করি। কিন্তু বি,এ পাস করার পর উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেই। ঐ বছরই দ্বিতীয় বিয়ে করি। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হয়। আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। ফলে মনের দুঃখে আমি বাড়ী-ঘর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই। সেখানে এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সে এক অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দেয়। এক বৎসর থাকার পর তাকেও ছেড়ে চলে আসি। সে তখন সন্তান সম্ভবা। পরে তার অন্যত্র বিয়ে হয় এবং তার কন্যা সন্তানটি নানা-নানীর নিকটে বড় হয়। অতঃপর পাগলপ্রায় হয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাই এবং নিজেকে অবিবাহিত প্রকাশ করে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করি। এই বিয়েতে আমি খুব সুখী হই। কিন্তু দু'টি সন্তান হওয়ার পর সত্য প্রকাশ হয়ে যায়। এতে আমার বর্তমান ৪র্থ স্ত্রী খুব কষ্ট পায়। আমি তার নিকটে ক্ষমা চাই এবং তার মোহরানা ১০ হাযার টাকা ছাড়াও সাড়ে ছয় লাখ টাকা প্রদান করি। এক্ষণে আমি আমার জীবনের সকল ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করি। সকল স্ত্রীর বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মোহরানা ছাড়াও যাবতীয় দাবী পরিশোধ করি ও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করি। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে মোহরানা ছাড়াও ছেলেকে ষাট হাযার টাকা দেই। তৃতীয়া স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ দেই। আরও আড়াই লাখ টাকা খরচ করি এবং ক্ষমা চাই। তারা তাদের দ্বিতীয় স্বামীদের ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে-শান্তিতে আছে। তারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু এরপরও আমি মানসিক ভাবে অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমার কি ফায়ছালা হ'তে পারে? আমি কি ক্ষমা পাব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খুলনা।

উত্তরঃ আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দা অন্যায় করলে তওবা কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছেঃ (১) কৃত পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে (২) পাপের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে (৩) ঐ পাপ পুনরায় না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে হবে। এক্ষণে অন্যায় যদি বান্দার সঙ্গে বান্দার হয়, তাহ'লে তওবা কবুল হওয়ার শর্ত হবে চারটি। উপরোক্ত তিনটি শর্তের সঙ্গে চতুর্থ শর্তটি যোগ হবে এই যে, তওবাকারীকে বান্দার হক আদায় করতে হবে। বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না। (রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৪১-৪২)।

আপনি উপরোক্ত চারটি শর্ত পূরণ করেছেন। অতএব ইনশাআল্লাহ আপনি আল্লাহ্র ক্ষমা পাবেন। আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন খারাপ কাজ করে।

অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আন'আম ৫৪)*।

বণী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি ১০০ জন লোককে হত্যা

করার পর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৭)*। জনৈক বড় পাপী মৃত্যুর আগে ছেলেদেরকে অছিয়ত করে যান যে, আমি মৃত্যুবরণ করলে আমার লাশকে আগুনে পুড়িয়ে ছাইগুলি পানিতে ভাসিয়ে ও বাতাসে উড়িয়ে দিয়ো। অতঃপর ছেলেরা তাই করল। আল্লাহ তা'আলা তার ছাইগুলোকে জমা করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করতে বললে কেন? লোকটি বলল, হে আল্লাহ! তোমার ভয়ে। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১৯)*।

সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করে পাপ থেকে সত্যিকারভাবে তওবা করলে যে কাউকে আল্লাহপাক ক্ষমা করতে পারেন। অতএব হতাশ হওয়ার কিছু নেই। মনে রাখবেন, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়াটা কবীরা গোনাহ। অতএব মন শক্ত রাখুন। তাক্বদীরের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন। সাধারণ মানুষের মত দুনিয়াদারী করুন ও আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করুন। যদি আপনার ছোটবেলা থেকে মানসিক রোগ থেকে থাকে, তাহ'লে মনোরোগ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে পারেন। তবে খালেছ তওবা এবং দৃঢ় তাক্বদীর বিশ্বাসই আপনার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা।

***প্রশ্ন (২৬/৩২৬)ঃ ঘড়ি কোন হাতে ব্যবহার করতে হবে? আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন কাজ ডান দিক থেকে করা পসন্দ করতেন। ঘড়ি কি** এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

-হারূণুর রশীদ
গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ডান অথবা বাম যেকোন হাতেই ঘড়ি ব্যবহার করা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'হাতেই আংটি ব্যবহার করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮৮-৮৯)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে করা পসন্দ করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০০)-এর দ্বারা ঘড়ি বা আংটি ডান হাতে ব্যবহার বুঝায় না। কারণ ঘড়ি বা আংটি কোন কাজ নয় যে, ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/৩২৭)ঃ ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, হে নবী আপনি বলুন, রূহ হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশ। আমার প্রশ্ন- এই 'রূহ' কি অহি ,না ফেরেশতা, নাকি প্রাণ?

-আবদুর রাযযাক
মশিন্দা শিকারপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত রূহ অহি বা ফেরেশতা নয়। এই রূহ হচ্ছে প্রাণ শক্তি। যার প্রকৃতি মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির বাইরে। এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরামও এর প্রকৃতি জানতেন না *(বিস্তারিত দেখুনঃ যুবদাতুত তাফসীর ৩৬৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৮/৩২৮)ঃ আল্লাহপাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পূর্বে কি মানুষের রূহ সৃষ্টি করেছেন? রূহ, নফস ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

-আবুল কাসেম
ভাড়ালীপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পূর্বে মানুষের রূহ সৃষ্টি করেননি। বরং রূহ সৃষ্টির পূর্বেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহপাক তার পিঠ স্পর্শ করে আদম সন্তানকে পিপিলিকা আকারে সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সকলেই উত্তর দিল হ্যাঁ, নিশ্চয়ই *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮-১২০, হাদীছ ছহীহ; সূরা আ'রাফ ১৭২)*। রূহ নফস ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন (২৯/৩২৯)ঃ জিন জাতির কবরে আযাব হবে কি? জিনদের কি রূহ আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউল ইসলাম
কাপ্তাই, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেমন এক, তেমনি তাদের ফলাফলও একই। আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষ ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব' *(সাজদা ১৩)*। অতএব জিনেদের অপরাধীদের কবরেও শাস্তি হবে। অপরদিকে জিনেরাও প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা প্রাণী জাতি সম্পর্কে বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' *(আনকাবুত ৫৭)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৩০)ঃ আমাদের দেশের একটি জামা'আতের লোকেরা কবরের পূর্ব দিকে উঁচু এবং পশ্চিম দিকে নীচু করে। আর কবরের বাঁশ গুলিকে লাশ থেকে আনুমানিক এক বা সোয়া হাত উপরে রাখে। এরূপ করা কি সুন্নাত?

-সিরাজুল ইসলাম
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত আমল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে কবর এমন হবে যেন লাশ নিরাপদে থাকে। শৃগাল-কুকুর যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবর খনন কর এবং প্রশস্ত ও গভীর কর' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৩)*।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

*মাসিক **আত-তাহরীক** ৩য় বর্ষের শেষ সংখ্যা সেপ্টেম্বর২০০০ বর্ষসূচী সহ প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সর্বমোট ৭২ পৃষ্ঠার মূল্য হবে ১২ টাকা। আপনার কপির জন্য আজই নিকটস্থ এজেন্টকে বলুন।*

-নির্বাহী সম্পাদক